শ্রীমদানন্দ ভট্ট-বিরচিত

সংস্কৃত

বল্লাল-চরিতের বঙ্গানুবাদ।

শ্রীদীননাথ ধর, বি. এল. কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

CALCUTTA:
PRINTED AND PUBLISHED BY R. DUTT,
HARE PRESS:
46, BECHU CHATTERJI'S STREET.
1904

মুখবন্ধ।

১৮৮৬ সালে সুবর্ণবণিক্ জাতি সম্বন্ধে আমার সহিত রিশ্লী সাহেবের অনেকটা লেখালিখি হয়। মাত্র শত্রুতা মূলে বল্লাল সেন সুবর্ণবণিক জাতিকে ব্রাত্য করেন, তৎকালে তিনি এ কথা বড় বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। আনন্দ ভট্টকৃত এই বল্লাল-চরিত পাঠে তাঁহার সে সন্দেহ সম্ভবতঃ দূর হইয়া থাকিবে।

অনেক চেষ্টা ও অনুসন্ধান করিয়া আমি ঐ সময়ে বল্লাল-চরিত পাইতে পারি নাই। ১৯০০ সালে মেমারী সন্নিহিত পাঁচড়ার বিনোদ বিহারী আচার্য্যের নিকট আনন্দ ভট্টকৃত সংস্কৃত বল্লাল-চরিতের দুই খানি অতি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি রায় বাহাদুর ব্রহ্মমোহন মল্লিক ও বাবু বৈষ্ণব চরণ মল্লিক প্রাপ্ত হন। কলিকাতার সুবর্ণবণিক্ সমিতি উক্ত আচার্য্যের নিকট তাহা ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। উক্ত পুস্তক এখন উক্ত সমিতির সম্পত্তি।

১৯০১ সালের শেষে রায়বাহাদুর ব্রহ্মমোহন মল্লিক কথিত পাণ্ডুলিপিদ্বয় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম. এ. মহোদয়কে দেখান। শাস্ত্রী মহাশয় তাহা পাঠ এবং তাহার ইংরাজি অনুবাদ করেন।

তাহার পর এসিয়াটিক্ সোসাইটীর ১৯০২ সালের কোন এক অধিবেশনে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন যে উক্ত পুঁথি অকৃত্রিম, ইতিহাসমূলক, জাল নহে। বাঙ্গালা অক্ষরের আনন্দ ভট্টকৃত সংস্কৃত বল্লাল-চরিত এবং শাস্ত্রী মহাশয়কৃত উক্ত চরিতের ইংরাজি অনুবাদ সুবর্ণ বণিক্ সমিতির ব্যয়ে ছাপা হইয়া সাধারণ্যে প্রচারিত হয়। অবশেষে দেবনাগর অক্ষরে আনন্দ ভট্টকৃত সংস্কৃত বল্লাল-চরিত উক্ত সোসাইটির ব্যয়ে ছাপা ও সাধারণ্যে প্রকাশ হইয়াছে।

প্রধানতঃ শাস্ত্রী মহাশয়ের ইংরাজি বল্লাল-চরিত অবলম্বনে এবং সংস্কৃত বল্লাল-চরিত দৃষ্টে, অপিচ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ সাহায্যে আমি এই চরিতের অনুবাদ করিয়াছি। আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট সবিশেষ ঋণী। সুবর্ণবণিক্ জাতিও তাঁহার নিকট সম্ভবতঃ বাধিত।

বঙ্গের সুবর্ণবণিক্ জাতিই বৈশ্য, গবর্ণমেণ্ট নিকটে ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কলিকাতায় কথিত সমিতি সংগঠিত হয়। এই সমিতির ব্যয়েই এই অনুবাদ মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইল। সুবর্ণবণিক্ সমিতি সেন্‌সাস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গেটে সাহেবের নিকট উপর্য্যুপরি দুই খানি আবেদন পত্র প্রেরণ এবং তৎসঙ্গে নিম্নলিখিত পুস্তক কয়েক খানি পাঠাইয়া দেনঃ—

(১) আনন্দ ভট্টকৃত সংস্কৃত বল্লাল-চরিত।

(২) উক্ত পুস্তকের হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ইংরাজি অনুবাদ।

(৩) প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত মৃত ভরত শিরোমণি মহাশয়ের মনু-

সংহিতার অংশ বিশেষের টীকা এবং তাহার ইংরাজি অনুবাদ। (এই টীকায় তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে বঙ্গের সুবর্ণবণিকেরা বৈশ্য।)

(৪) ভবশঙ্কর শর্ম্মা প্রভৃতি বঙ্গের পাঁচ প্রধান পণ্ডিতের ব্যবস্থা পত্র। (ইহার দ্বারা সপ্রমাণ যে সুবর্ণবণিকেরা বৈশ্য।)

উক্ত সমিতির আবেদনের যে কোনই ফল ফলে নাই, এমন বলা যাইতে পারে না। ১৯০২ সালের সেন্‌সাস্ রিপোর্টের ৬ বালাম্ ১ম ভাগের ৩৫৩ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে:—

"সুবর্ণবণিক্‌দের প্রতি বল্লালসেনের ঈর্ষ্যা জন্য লোকে তাহাদিগকে পতিত ভাবিয়া থাকে।"

আর উক্ত রিপোর্টের উক্ত বালাম্, উক্ত ভাগের ৩৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে:—

"সুবর্ণবণিকেরা ধনী এবং সুশিক্ষিত। বল্লালসেন কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইবার পূর্ব্বে তাহারা বিশেষ সম্ভ্রান্ত এবং সমাজে বেশ সমুন্নত ছিল। জাতি সকলের মূল ধরিয়া বিচার করিলে এবং কোন্ জাতি কোন্ জাতি অপেক্ষা বড়, ইহা স্থির করিবার আমাদের অধিকার থাকিলে, সুবর্ণবণিক্ জাতিকে আমরা দ্বিতীয় গ্রুপে সন্নিবেশিত করিতাম। কিন্তু আজি কালের সাধারণ মত ধরিয়া এ বিষয়ের আমাদের বিচার করিতে হইবে।"

আনন্দ ভট্টকৃত বল্লাল-চরিত এবং কথিত পুস্তক এবং ব্যবস্থা পত্র সুবর্ণবণিক্ জাতির বৈশ্যত্বের প্রধান প্রমাণ। এই সমস্ত পুস্তকের এক এক খানি সুবর্ণবণিক্ মাত্রের ঘরে থাকা

উচিত। আর বল্লালসেন ঈর্ষ্যা প্রণোদিত হইয়া সুবর্ণবণিক্ জাতির যে ঘোর অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন তাহার নিবারণ পক্ষে সুবর্ণবণিক্ মাত্র যেন আন্তরিক যত্ন করেন, তাঁহাদের নিকট আমার এই বিনীত প্রার্থনা।

কলিকাতা, যোড়াসাঁকো,
রাজবাড়ী, ১৫ই ভাদ্র
১৩১১ সাল। } শ্রীদীননাথ ধর।

বল্লাল-চরিত।

—:০:—

সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক দেব গণপতিকে নমস্কার।

জগতের সৃষ্টি স্থিতি এবং ধ্বংসের কারণ, জগৎকর্ত্তা, জগদ্ধারক, জগতের উৎপত্তির হেতু, জগৎ স্বরূপ, সত্য স্বরূপ, জগতের বীজ স্বরূপ, সকলের সাক্ষী, অবিনশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান এবং সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতস্থ নারায়ণকে নমস্কার করি।

বিপ্রপদ বন্দনা করিয়া নবদ্বীপাধিপতির অনুজ্ঞাক্রমে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি, শ্রেণী-বিভাগ, গোত্র ও গাঞি সমন্বিত বল্লাল-চরিত নামক রাজা বল্লালের ইতিবৃত্ত আমি লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ব্রহ্মা জগৎ সৃজনের ইচ্ছা করিলে তাঁহার বাম কর্ণ হইতে পুলহ, নাসারন্ধ্র হইতে অঙ্গিরা, মুখ হইতে রুচি, স্কন্ধদেশ হইতে মরীচি, ওষ্ঠাধর হইতে প্রচেতা এবং ক্রোধ-সম্ভূত একাদশ রুদ্র তাঁহার ললাট হইতে বাহির হইয়াছিল।

পুলহের পুত্র বাৎস্য, রুচির পুত্র শাণ্ডিল্য, অঙ্গিরা-তনয় বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ। মরীচি ঋষি হইতে মানবকুল স্রষ্টা কশ্যপ এবং প্রচেতা হইতে গৌতম উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

গৌতমের পুত্র সাবর্ণি। তিনি জনৈক প্রবর ঋষি। প্রবর-কল্প কথিত ঋষিগণসহ সংসারে পাঁচটি গোত্র প্রবর্ত্তিত হয়। ব্রহ্মার মুখ হইতে অন্যান্য ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহাদের কিন্তু কোন গোত্র ছিল না এবং ভারতের নানা দেশে তাঁহারা ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ক্ষীরোদসাগরে অত্রির নেত্রমল হইতে চন্দ্র সমুৎপন্ন হইয়াছিল। চন্দ্রাদিত্য ও মনু ক্ষত্রিয়দের প্রবর। অন্যান্য ক্ষত্রিয় ব্রহ্মার বাহু হইতে, বৈশ্য তাঁহার উরু হইতে এবং শূদ্র তাঁহার পাদ দেশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিল।

জন্মগ্রহণকালে সকলেই শূদ্র। বেদবিহিত সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া মানুষ দ্বিজ, বেদ অভ্যাস দ্বারা বিপ্র এবং ব্রহ্মজ্ঞানলাভে ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে।

গৌড়, কান্যকুব্জ, সারস্বত, মৈথিল ও উৎকল, ইহাদিগকে পঞ্চ গৌড় ব্রাহ্মণ বলে। ইহাদের বাস বিন্ধ্যগিরির উত্তরে। কর্ণাট, তৈলঙ্গ, গুর্জ্জর, মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্র, এই পাঁচ শ্রেণীর দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ, বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণে বাস করিয়াছিলেন। মথুরা ও মগধ দেশ ভিন্ন অন্যান্য দেশের ব্রাহ্মণেরা কান্যকুব্জ বলিয়া অভিহিত। অতি প্রাচীন কালে মগধ ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ কল্পিত হইয়াছিল। বরাহ অবতারের ঘর্ম্ম হইতে মথুরার ব্রাহ্মণেরা সমুৎপন্ন হন।

৯৫৪ শকাব্দে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণেরা অশ্বারোহণে গৌড়ে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম মেধাতিথি, ক্ষিতীশ, বীতরাগ, সুষেণ, সৌভরী, রত্নগর্ভ ও সুধানিধি। রাজ-আজ্ঞায় এই সাতজন ব্রাহ্মণ সপ্তশতী ব্রাহ্মণের সাতটি কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর কৃপায় প্রত্যেকের এক একটি করিয়া সাতটি সন্তান জন্মিয়াছিল। এই সপ্ত সন্তানের মধ্যে পাঁচটি বারেন্দ্র দেশে গমন করিয়াছিল, বক্রী দুইটি রাঢ়ে ছিল। মহারাজ আদিশূর পাঁচ গোত্রের পাঁচটি ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম ও গোত্র বলিতেছি :—ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ, কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষ, সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভ, বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড় ও শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ। ভট্টনারায়ণ ও দক্ষের ষোড়শ, শ্রীহর্ষের

চারি, বেদগর্ভের দ্বাদশ এবং ছান্দড়ের একাদশ পুত্র হইয়াছিল। কতকগুলি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পশ্চিম ও দক্ষিণ হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে বৈদিক বলে। ইঁহাদের মধ্যে দক্ষিণ দেশাগত ব্রাহ্মণদিগকে দ্রাবিড়ীও বলে। বল্লালের রাজ্যে কুলীনেরা দেবোপম, শ্রোত্রিয়েরা সুমেরু সদৃশ এবং ঘটকেরা তাঁহাদের স্তাবক ছিলেন। কুলীনের লক্ষণ নয়টি ; যথা, আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপঃ এবং দান। কন্যা ঋতুমতী হইয়াও পিতৃগৃহে থাকিতে পারে, এমন কি মরণ কাল পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকিবে, তথাপি অকুলীনে প্রদত্ত হইবে না। শ্রোত্রিয় অর্থে পুণ্যবান ব্রাহ্মণ। তাঁহার অন্ততঃ কল্পশাস্ত্রসহ বেদের কোন একটি শাখা অবগত হওয়া চাই, অপিচ, বেদ অধ্যয়ন সহায়কারী ষড়্‌বিধ বিদ্যায় তাঁহার পারগ হওয়া আবশ্যক এবং ব্রাহ্মণের অবশ্যকর্ত্তব্য ষট্‌কর্ম্ম তাঁহার আচরণ করা উচিত। রাজা বল্লাল সেন গুণানুসারে ব্রাহ্মণদের কুলীন, মৌলিক এবং বংশজ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

এই স্থানে বল্লাল-চরিতের ব্রাহ্মণাদি জাতির উৎপত্তি কথন শেষ হইল।

অনন্তর কি জন্য কতকগুলি ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রাহী নামে অভিহিত হইয়াছিল, তাহার কারণ বলিতেছি।

কোন যজ্ঞোপলক্ষে রাজা ব্রাহ্মণদের একটি স্বর্ণ-গাভী দান করিয়াছিলেন। সেই স্বর্ণগাভীটি কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করার নিমিত্ত জনৈক স্বর্ণকার পতিত এবং বল্লালের রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। যে সকল ব্রাহ্মণ উক্ত স্বর্ণগাভীর খণ্ডাংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারাও পতিত হইয়াছিলেন এবং সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবার অযোগ্য বলিয়া উক্ত হন।

নিষিদ্ধ দান গ্রহণ হেতু পতিত হইবার কারণ-উল্লেখ এই স্থানে সমাপ্ত হইল।

যে সকল ব্রাহ্মণ নিষিদ্ধ দান গ্রহণ করেন তাঁহাদের এবং যে যে গ্রামে তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম বাস করেন তাহার নাম করা যাইতেছে :—

ব্রাহ্মণবংশ-সম্ভূত পশ্চাল্লিখিত ব্যক্তিরা কথিত স্বর্ণগাভীর খণ্ডাংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পঙ্কে পতিত গাভীর ন্যায় তাঁহাদের স্পর্শেও মানুষ কলঙ্কিত হইয়া থাকে। ইহাঁদের সহিত বিবাহ এবং ভোজন নিষিদ্ধ। দানে ও যজ্ঞে পণ্ডিতেরা ইহাঁদের সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবেন। উক্ত স্বর্ণগাভীর খণ্ডাংশগ্রাহীদের নাম ও গাঞি :—পীতমুণ্ডী গাঞির শঙ্কর, গড় গাঞির দিবাকর, গুড় গাঞির দাড়ক, পিপ্পলি গাঞির দোকড়ি এবং বন্দ্য গাঞির মার্ত্তণ্ড, আয়ানি, গণারি, হাড় ও গোপী। মাষচটক গাঞির দোকড়ি,

রায়ী গাঞির মধুসূদন, বব গাঞির কুশিক, হড় গাঞির নারায়ণ এবং মহিন্তা গাঞির দ্বিবিদ, দায়ারি ও কেশব। শকুনি চট্ট গাঞির। তৈলবাটী গাঞির নয়ারিক, কুন্দ গাঞির বিশ্বেশ্বর এবং বন্দ্য গাঞির বিটু। ঘোষলী গাঞির দুই ভাই, সদন ও বিশ্বরূপ, গাঙ্গুলি গাঞির হাস্ত, পুটি গাঞির গৌতম, শিল্লী গাঞির পরাশর এবং দিণ্ডি গাঞির শঙ্কর।

প্রতিগ্রাহীদের নাম ইত্যাদি এই স্থানে শেষ হইল।

ইহার পর প্রতিগ্রাহীদের কন্যাগণের বিবাহের বিবরণ বলা হইতেছে।

বশিষ্ঠ গণের কন্যাকে, টৌট শকুনির কন্যাকে, দায়িক হাড়ের কন্যাকে এবং কুবের হাস্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। ধন লোভে চক্রপাণি একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কুলভূষণ চট্ট বিঠুর কন্যার সহিত পরিণীত হইয়াছিলেন। প্রতিগ্রাহীদের কন্যার পাণিগ্রহণ করা হেতু এই ছয় জন ব্রাহ্মণ বংশজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রোত্রিয়কে কন্যা দান করিলে কুলীন কুলভ্রষ্ট হইয়া বংশজ হইয়া থাকেন। বল্লালের নিকট গ্রাম দান প্রাপ্ত হইয়া ও তাঁহার অনুরোধে যবগ্রামী, কড়াড়ি, কৌণ্ডিল ও বৈযুড়ী শ্রোত্রিয়কে কন্যা দান করায় বংশজ হইয়াছিলেন।

প্রতিগ্রাহীদের কন্যাগণের বিবাহ কথন সমাপ্ত।

পঞ্চ গোত্রীয়দিগের নাম ও যে যে গ্রামে তাঁহারা

সর্ব্বপ্রথম বাস করেন তৎপরে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

অধুনা শাণ্ডিল্য গোত্রের ভট্টনারায়ণের বংশধরগণের নাম এবং যে যে গ্রামে তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে বাস করেন তাহা বলা হইতেছে।

প্রথম, বরাহ বন্দ্য গাঞিুর, রাম গড়গড়ি গাঞিুর, নৃপ কেশর গাঞিুর, নাল কুসুম গাঞিুর, বাটু পরিহল গাঞিুর, গুই কুলভি গাঞিুর, গণ ঘোষলি গাঞিুর, সেযু শাণ্ডীশ্বরী গাঞিুর, বুড়ো মাষচটক গাঞিুর, বৈকর্ত্তন বটব্যাল গাঞিুর, নীল বসুবায়ী গাঞিুর, মধুসূদন কড্যাল গাঞিুর, কোর কুশী গাঞিুর, বাসুক কুলিশা গাঞিুর, মাধব আকাশ গাঞিুর ও মহামতি দীর্ঘ গাঞিুর। এই ষোড়শ ঘর ব্রাহ্মণ শাণ্ডিল্য বলিয়া কথিত। ইঁহারা সকলেই রাজা কর্ত্তৃক সম্মানিত।

অনন্তর কাশ্যপ গোত্রের দক্ষের বংশধরদের নাম এবং যে যে গ্রামে তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে বাস করিয়াছিলেন তাহা বিবৃত করা যাইতেছে।

ধীর গুড়ী গাঞিুর, নীর আমরুল গাঞিুর, শুভ ভূরিষ্টাল গাঞিুর, শম্ভূ তৈল বাটীক গাঞিুর, কৌতুক পীতমুণ্ডী গাঞিুর, সুলোচন চট্ট গাঞিুর, পাল পলশাই গাঞিুর, কাক হাড় গাঞিুর, কৃষ্ণ পোড়ারী গাঞিুর, রাম পালধি গাঞিুর, জন কোয়ারী গাঞিুর, বনমালী পরকটী

গাঞ্জির, শ্রীহরি সিমলাই গাঞ্জির, জট পুষিলাল গাঞ্জির, শশিধর ভট্ট গাঞ্জির এবং কেশব মুল গাঞ্জির। এই ষোড়শ জন ব্রাহ্মণ কাশ্যপ গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত।

ভরদ্বাজ গোত্রের শ্রীহর্ষের বংশধরদের নাম এবং যে যে গ্রামে তাঁহারা সর্ব্ব প্রথমে বাস করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ বলা যাইতেছে।

ধাঁদু মুখটী গাঞ্জির, জন ডিংসাই গাঞ্জির, নাল সাহরি গাঞ্জির এবং রাম রায়ী গাঞ্জির। ইঁহারা ভরদ্বাজ বংশ-ধারক শ্রীহর্ষের পুত্র। এই চারি ঘর ব্রাহ্মণ বঙ্গের সর্ব্বত্র বিদিত।

সাবর্ণ গোত্রের বেদগর্ভের বংশধরদের নাম এবং তাঁহারা যে যে গ্রামে বাস করেন,তাহার উল্লেখ হইতেছে।

হল গাঙ্গুলী গাঞ্জির, রাজ্যধর কুন্দ গাঞ্জির, বশিষ্ট সিদ্ধল গাঞ্জির,মদন দায়ী গাঞ্জির, বিশ্বরূপ নন্দী গাঞ্জির, কুমার বালী গাঞ্জির, যোগী সিয়ারিক গাঞ্জির, রাম পুষী গাঞ্জির, দক্ষ মকট গাঞ্জির, মধুসূদন পারী গাঞ্জির, মাধব ঘণ্টা গাঞ্জির এবং গুণাকর নায়ারী গাঞ্জির। বেদগর্ভের এই দ্বাদশ সন্তান অতীব প্রাজ্ঞ এবং সাবর্ণ গোত্রভুক্ত।

বাৎস্য গোত্রের ছান্দড়ের বংশধরদের নাম এবং যে যে গ্রামে তাঁহারা বাস করিতেন এক্ষণে তাহার উল্লেখ হইতেছে।

রবি মহিন্তা গাঞির এবং সুরভি ঘোষ গাঞির। ইহ জগতে কবি শিশুলাল গাঞির ও মহাযশা বাপুলি পিপুলি গাঞির। ধীর শঙ্কর পুতিগাঞির ও বিশ্বম্ভর পূর্ব্ব গাঞির। ইহার জন্য বাৎস্যগোত্রীয়েরা পূর্ব্ব দেশ বাসী হইয়াছেন। শ্রীধর কাঞ্জিবিল্লি গাঞির, নারায়ণ কাঞ্জিয়ারী গাঞির, গুণাকর চৌথখণ্ডি গাঞির এবং ধরণীতে রুদ্র তুল্য মন দিঘল গাঞির।

ইহার পর গৌণ কুলীনদের উল্লেখ হইতেছে। দীর্ঘাঙ্গী, পারি, কুলভী, পোড়ারী, রাই, কেশরী, ঘণ্টা, ডিণ্ডি, পীতমুণ্ডি, মহিন্তা, গুড়, পিপ্পলী, হড়, গড়গড়ি, এই সকল গৌণ কুলীন।

অতঃপর যাহা হইয়াছিল বিশেষরূপে বর্ণনা করিতেছি :—

কৌলীন্য সম্মান দিবার নিমিত্ত একদা রাজা বল্লাল সেন সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্ম সমাগনান্তে ব্রাহ্মণেরা সকলে একত্র সম্মিলিত হইয়া রাজসমক্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এক প্রহর মধ্যে, কেহ কেহ সার্দ্ধ প্রহর মধ্যে এবং কেহ কেহ আড়াই প্রহর মধ্যে আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদের কার্য্যকলাপ এবং কে কতক্ষণ ধরিয়া তাহা করিয়াছেন এবং কাহার দ্বারা কত গুলি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এই সমস্ত

বিবেচনা করিয়া রাজা তাঁহাদের কৌলীন্যাদি সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন। যাঁহারা সার্দ্ধ দ্বিপ্রহরের পর রাজসভায় আসিয়াছিলেন সম্পূর্ণরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ সেই সকল ব্রাহ্মণদের তিনি কৌলীন্য দিয়াছিলেন। যাঁহারা সার্দ্ধ প্রহরের পর আসিয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রোত্রিয় বলিয়া অভিহিত, আর যাঁহারা এক প্রহরের মধ্যে আসিয়াছিলেন তাঁহারা গৌণ কুলীন হইয়াছিলেন। কালক্রমে আদি বিশুদ্ধ শ্রোত্রিয়ের মধ্যে কষ্ট শ্রোত্রিয় নামে বিখ্যাত গৌণ কুলীনেরা নিবেশিত হইয়াছিলেন। সেই গৌণ ও কষ্ট একই। ইঁহারা সর্ব্বদাই ঘৃণাস্পদ। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কুল নিরূপণ হইল।

যে সকল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কৌলীন্যাদি সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের বিবরণ এই স্থানে শেষ হইল।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের বংশ কথন।

বারেন্দ্রদিগেরও পাঁচ গোত্র, অর্থাৎ কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ। কাশ্যপ গোত্রে অষ্টাদশ প্রকার, শাণ্ডিল্য গোত্রে চতুর্দ্দশ, বাৎস্য ও ভরদ্বাজ গোত্রে চতুর্ব্বিংশতি এবং সাবর্ণ গোত্রে বিংশতি গাঞিঃ আছে। তাঁহারা কোন্ কোন্ গ্রামী তাহা সবিস্তার বলিতেছি।

কাশ্যপ গোত্রীয় কৃপানিধির বংশধরদিগের গাঞিঃ ও নাম লিখিত হইতেছে :—করঞ্জ, ভাদুড়ি, মৈত্র, বাল-যষ্টিক, কেরল, মধুগ্রামী, বলীহারী, মোয়ালী, বীজকুঞ্জ,

কোটী, সর্ব্বগ্রামকোটী, পরেশ, ধোসক, ভদ্রগ্রামী, অশ্রুকোটি, সরগ্রামী, বেলগ্রামী, ও চমগ্রামীরা কৃপানিধির বংশধর।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দামোদরের বংশধরদিগের গাঞিের উল্লেখ হইতেছে যথা :—রুদ্রবাগ্চী, সাধুবাগ্চী, লাহিড়ী, চম্পটি, নন্দনাবাটী, কালিন্দী, চট্টোগ্রামী, পূষণ, শীহরি, বিশি, মৎস্যাশী, বেলুড়ী, চম্প, ও সুবর্ণকোটী।

বাৎস্য গোত্রের ধরাধরের বংশধরদিগের গাঞিের নাম যথা :—সংযামিনী, ভীমকালী, ভট্টশালী, কুড়মুড়ি, ভাড়িয়াল, কামকালী, বাৎস্যগ্রামী, লক্ষক, বোড়গ্রামী, জামরুখী, কালীগ্রামী, কালীহর, শীতলী, ধোসলা, তালুড়ী, কুক্কুটী, নিদ্রালী, চাক্ষুষগ্রামী, দেউলি, সিহরী, প্রৌণ্ড্রীকাঙ্কী, শ্রুতবটী, চতুরান্দী, কালিন্দী।

ভরদ্বাজ গোত্র গৌতমের বংশধরদিগের গাঞি যথা :—ভাদড়, লাড্ডেল, ঝামা, ঝামাল, ঝাম্পটী, উগ্ররেখা, রত্নাবলী, খনি, গোস্বাশিরথ, পিস্গীনি, চেঙ্গা, চাথুরি, হুরি, পিপ্পলি, বিশালা, কাঞ্চনগ্রামী, অস্ক্, শাকোটক, ক্ষেত্রগ্রামী, রাজগ্রামী, নন্দীগ্রামী, দধ্যান, পুক্তি ও বৃহতী।

সাবর্ণ গোত্র পরাশরের বংশধরদিগের গাঞি যথা :—সিংহডালক, উন্দুড়ী, শৃঙ্গী, পাকড়ী, লেধুড়ী, ধুস্কুড়ী, ভাভোষা, সেতু, কপালী, লোম, পেটর, পঞ্চবটী, খণ্ডবটী, নিকড়ি, সমুদ্রক, পুণ্ডরীক, যশোগ্রামী, কেতুগ্রামী,

পুষ্পশোভা, ও তুষী। ইঁহারা মুনিকল্প এবং সাবর্ণ গোত্র পরাশরের বংশধর ও বারেন্দ্র গোত্রীয় বলিয়া বিখ্যাত।

বৈদিক ব্রাহ্মণেরা কৌলীন্যাদি সম্মানহীন হইবার কারণ কি?

বৈদিক ব্রাহ্মণেরা বণিক্‌দিগের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া ক্রোধবশতঃ রাজা বল্লালসেন তাঁহাদিগকে উক্ত সভায় আহ্বান করেন নাই। কেহ কেহ বলেন ব্রহ্ম-বিদ্ তপোনিষ্ঠ বৈদিক ব্রাহ্মণেরা রাজা বল্লাল প্রদত্ত সম্মান অথবা উপহার আকাঙ্ক্ষা করেন নাই।

বৈদিক ব্রাহ্মণেরা কি জন্য কৌলীন্যাদি সম্মান প্রাপ্ত হন নাই, এই স্থানে তাহার উল্লেখ সমাপ্ত হইল।

কান্যকুব্জ হইতে সমাগত কায়স্থ দিগের নাম ও গোত্র লিখিত হইতেছে। মহামনা দক্ষ কাশ্যপ গোত্রজ; গৌতম গোত্রজ দশরথ বসু তাঁহার দাস। কৃতী ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্য গোত্রজ; সৌকালিন গোত্রজ মকরন্দ ঘোষ তাঁহার দাস। ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীহর্ষ অতি বিখ্যাত ছিলেন। কাশ্যপ গোত্রীয় বিরাট গুহ তাঁহার দাস। তপোধন বেদগর্ভ সাবর্ণ গোত্রীয়; বিশ্বামিত্র গোত্রজ কালি-দাস মিত্র তাঁহার দাস। ইনি শূদ্রবংশ সমুদ্ভূত। ছান্দড় বাৎস্য গোত্রোৎপন্ন। মৌদ্‌গল্য গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত তাঁহার দাস। ব্রাহ্মণদের রক্ষার নিমিত্ত ইঁহারা গৌড়ে আসিয়াছিলেন। ঘোষ, বসু এবং মিত্র, ইঁহারা সকলেই

কুলীন। দেব, দত্ত, সেন, সিংহ, পালিত, কর, গুহ.ও দাস, এই আট প্রকারের মধ্যম কায়স্থ। বায়াত্তর ঘর কায়স্থ ইঁহাদের নীচে। বল্লাল অশীতি ঘর মৌলিক কায়স্থ করিয়া দিয়াছিলেন। বায়াত্তর ঘর কায়স্থ, কায়স্থদের মধ্যে অধম।

এই স্থানে গুণবান্ কায়স্থের যশোকীর্ত্তন হইতেছে।

যে সকল শূদ্র, দান-ব্রতাচারী, এবং ব্রাহ্মণভক্ত, তাঁহাদিগের অন্নাদি ব্রাহ্মণেও ভোজন করিতে পারেন। প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা এই নিয়ম অনুসরণ করিতেন। আনন্দ ভট্ট-প্রোক্ত বল্লাল-চরিতের পূর্ব্ব খণ্ড সমাপ্ত হইল।

উত্তরখণ্ড।

—— ০*০ ——

প্রথম অধ্যায়।

বল্লাল-চরিতের পূর্ব্বখণ্ড বলিয়াছি। এক্ষণে উত্তর-খণ্ডের সবিস্তার বিবরণ শ্রবণ করুন।

পুরাকালে সেনবংশীয় বিখ্যাত রাজা বল্লাল এই ধরিত্রীর অধিপতি ছিলেন। তিনি এরূপ প্রতাপশালী ছিলেন যে কেহই তাঁহার আদেশ অবজ্ঞা করিতে সাহস করিত না। অপরিহার্য্য প্রভুতাসম্পন্ন ও যুবক হইলেও তিনি প্রজ্ঞা ও বিবেচনাশূন্য ছিলেন না। তিনি কখন কোন ব্রাহ্মণ কন্যা হরণ করেন নাই। যথেচ্ছাচারী ও উদ্ধতপ্রভাব হইয়াও তিনি অনুগতবৎসল ছিলেন।

তিনি কখনও পরস্ত্রীর জার হন নাই। জীবনের কোন সময়ে পাষণ্ডমতের অনুবর্ত্তী হইয়া সিদ্ধিকামনায় চণ্ডালজাতীয়া দ্বাদশবর্ষীয়া একটী কন্যা সেবা করিয়াছিলেন। ভট্টপাদ তাঁহাকে দীক্ষিত করিবার পূর্ব্বে তিনি সাধুজননিন্দিত কোন কোন কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ভট্টপাদের শিষ্য হইবার পর তাঁহার বুদ্ধি বিমল হইলে তিনি বিপ্রকুলের হিতকর সকল কার্য্যই করিয়াছিলেন। বঙ্গ, বাগ্‌ড়ি, বরেন্দ্র, রাঢ় এবং মিথিলা এই পাঁচটি প্রদেশ লইয়া তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্য সংগঠিত হইয়াছিল। ভট্ট সিংহগিরি মহারাজের গুরু ছিলেন বলিয়া তাঁহার শক্তি ও প্রভাবে তিনি নির্ভয়ে ত্রিভুবন শাসনে সক্ষম ছিলেন। তিনি কখন সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৌড় নগরে, কখন নিজ ইচ্ছানুসারে বিক্রমপুরে এবং কখন স্বর্ণগ্রামের মনোহর প্রাসাদে বাস করিতেন। তথায় স্বীয় পত্নী সহ দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় সুখে বিহার করিতেন। তিনি অশ্বারোহণে পটু এবং কামশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি অস্ত্রশাস্ত্রবিশারদ এবং দানে দ্বিতীয় কর্ণসম ছিলেন। শুনিয়াছি সেই রাজপুঙ্গব বৃদ্ধাবস্থায় অনিরুদ্ধের উপদেশানুসারে দানসাগর নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীআনন্দ ভট্ট প্রোক্ত বল্লাল-চরিতের উত্তরখণ্ডে বল্লালের গুণকীর্ত্তন নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ওদন্তপুরের রাজাকে পরাজয় করিবার জন্য রাজা বল্লাল তাঁহার সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান বল্লভানন্দ বণিকের নিকট এক কোটি টাকা ঋণগ্রহণ করিয়াছিলেন। মণিপুরের নিকট যুদ্ধে বারংবার পরাজিত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধের উদ্যোগ মানসে নূতন ঋণ পাইবার জন্য তিনি বল্লভানন্দের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজার সম্বিৎ ব্যতিক্রম (করার ভঙ্গ) ঘটায় বল্লভানন্দ পুনঃ ঋণ দানে সম্মত ছিলেন না। তথাপিও রাজা বল্লাল তাঁহার নিকট দূত প্রেরণে ক্ষান্ত হন নাই। বল্লভের দুর্গ সঙ্ককোটে উপস্থিত হইয়া দূত তাঁহাকে রাজাদেশ জ্ঞাত করেন। বলেন, রাজা বল্লালের আদেশ এই ঃ—"ষড়ঙ্গ বলবিশিষ্ট বিপুল সেনাদল সহ কীকট দেশাভিমুখে আমাদের যুদ্ধযাত্রা করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে; অতএব তুমি বল্লভানন্দ, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, আমার এই আদেশ দৃষ্টে সার্দ্ধ কোটি স্বর্ণমুদ্রা আমাকে পাঠাইয়া দিবে।"

বল্লভ প্রত্যুত্তর করিল ঃ—"দেখিতেছি আমাদের রাজা একান্ত অমিতব্যয়ী। তিনি স্বীয় কুলে কলঙ্ক দিতেছেন। আমরা আর কি বলিব? ইহা কখন সজ্জনের কর্ম্ম নহে। কি কারণ এই যুদ্ধোদ্যোগ? লব্ধ রাজ্যের পরিপালনই

রাজার উচিত। এ যুদ্ধ অকারণ। প্রজার মঙ্গলের জন্য এই গোঁয়ারের বুদ্ধি তিনি পরিত্যাগ করুন। যুদ্ধ অত্যন্ত অধর্ম্মকর। যুদ্ধ মানুষকে নরকে লইয়া যায়। যুদ্ধে প্রজার সর্ব্বনাশ হয়। দেখিতেছি আমাদের রাজা যথেচ্ছাচারী। নিজ উচ্চপদের কর্ত্তব্যজ্ঞান ইঁহার নাই প্রজা রক্ষা না করা যে গর্হিত কার্য্য ইহা তিনি জানেন না।

রাজ্যবিস্তারের প্রয়োজন কি? তিনি কি ইহা অবগত নহেন যে এই পৃথিবীতে এমন কেহই নাই যিনি ক্ষত্রিয়কে ভগবদ্ভক্ত এবং মুষলকে ধনু করিতে পারেন? প্রজার মঙ্গল বিস্মৃত হইয়া কেবল কর মাত্র প্রতি লক্ষ্য করিলে রাজার কলঙ্ক হয় এবং তাঁহার নরক বাস একরূপ নিশ্চিত। কোশাতকরাও এইরূপ বলিয়াছেন। যখন দেখিতেছি শত্রুপীড়নই রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য, আমাদের রাজনীতি চর্চ্চা করা অনাবশ্যক।

আমি তৃণ তুল্য সামান্য লোক। এই যুদ্ধ উপলক্ষে আমিও উত্ত্যক্ত হইতেছি। আমার পক্ষে প্রকৃত কথা বলাই ভাল। মহারাজ যদি তাঁহার অধিকারভুক্ত হরিকেলি নামক স্থানটি আধিস্বরূপে (জামিন্) এই সর্ত্তে লিখিয়া পড়িয়া দেন যে যতদিন না আমার প্রাপ্য টাকা পরিশোধ হয় ততদিন আমিও তাহার কর আদায় করিয়া লইব, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে টাকা দিতে পারি।

দূত অতি সত্বরে বিক্রমপুরে প্রত্যাগত হইয়া বল্লভানন্দের কথাগুলি রাজাকে জ্ঞাত করিল। তৃণরাশিতে অগ্নি লাগিলে যেরূপ জ্বলিয়া উঠে, দূতমুখে বল্লভের উক্ত কথা শুনিয়া রাজা ক্রোধে সেইরূপ জ্বলিয়া উঠিলেন। দহ্যমান ইন্ধন হইতে যেমন জল নির্গত হয়, সেইরূপ মহারাজের ক্রোধতাম্র মুখমণ্ডল হইতে স্বেদবারি নির্গত হইয়াছিল। একমাত্র বল্লভানন্দের উপর রুষ্ট হইয়া তিনি নিরপরাধ সমস্ত বণিক্ জাতিকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। মাশুল আদায়ের ছল করিয়া বণিক্‌দের ধন অপহরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মোকদ্দমাঘটিত যে সমস্ত টাকা আদালতে গচ্ছিত ছিল তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন। সুবর্ণ বণিকেরা চীৎকার করিলেও শুনিলেন না। কলিতে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ হইলেও বলপূর্ব্বক গোবিন্দ আঢ্যের কন্যাকে হরণ করিয়াছিলেন। নহর্দ্দেবও কুলবৃদ্ধগণের সহিত আসিয়া সুবর্ণ বণিক্‌দিগের ওকালতি করিলেন, রাজা সে কথা শুনিলেন না।

এই প্রকারে মহারাজ তোষামোদকারীদের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া বণিক্‌দিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে জনৈক দূতকে ডাকাইয়া বলিলেন :—"দেখিতেছি আমার রাজ্যস্থ বণিক্ অত্যন্ত দুষ্ট। তাহারা বড়ই ধনগর্ব্বিত। তাহারা ব্রাহ্মণদিগকেও মানে না। আমি ব্রহ্মক্ষত্রিয় আমাকেও অবজ্ঞা করে। আর এই

বল্লভানন্দ ধনে সকল বণিকের শিরোমণি। এজন্য সে অতীব দাম্ভিক এবং অশিষ্টাচারী।”

এই প্রকারে রাজা বল্লাল সমূহ দোষ বণিক্‌জাতির উপর নিক্ষেপ করিয়া সঙ্কোটে আবার দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। বল্লভকে যে কোন উপায়ে বশ করিবার জন্য ভয় মৈত্রী প্রদর্শনরূপ নানারূপ উপায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে প্রদেশস্থ শাসনকর্ত্তারা অবৈধ উপায় অবলম্বনে পারঘাটার দ্বিগুণ কর বণিক্‌দিগের নিকট হইতে আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইতি শ্রীআনন্দভট্টপ্রোক্ত বল্লাল-চরিতের উত্তর-খণ্ডে বণিক্-নিপীড়ন নামক দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

একদিন রাজা বল্লাল সেন এক অতি বেগবান্ অশ্বে আরোহণ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে ধবলেশ্বরী নদীর তীরবর্ত্তী মনোহর কাননে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রম্য উপকূল-ভূমিতে সৈকত তীরস্থ বনে বিচরণ করিতে করিতে তিনি নদীতীরচারিণী একটী রমণীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাহার স্তনদ্বয় গোল, দৃঢ় ও অবিরল। দেখিলে বোধ হয় যৌবন আরম্ভ হইয়াছে। লজ্জা বশতঃ সেই রমণী অঞ্চল দ্বারা স্তনদ্বয় ঢাকিতেছিল। তাহার বদন পদ্ম-

তুল্য, চক্ষুঃ সুন্দর, মস্তকের কেশরাশি মনোহর, দন্ত বিশুদ্ধ ধবল, নাসিকা সুন্দর। তাহার শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কোমল এবং ক্ষীণ। অধর হাস্যময়, উরুদ্বয় সুগোল ও সুগঠিত। গণ্ডদেশ রক্তবর্ণ। রমণী সরোজিনী সদৃশা। সঙ্গে একটী সখী ছিল। বল্লালের মধুকরনিভ নয়নযুগল সেই রমণীর সৌন্দর্য্য মধু পান করিতে এবং সেই রমণী-রত্নের বদনপদ্মে বিহার করিতে লাগিল। তাহার উন্মাদকারী কটাক্ষে বিদ্ধ হইয়া রাজা মদনের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। রাজা সেই কমললোচনা নিতম্বিনীর নিকটবর্ত্তী হইয়া সতৃষ্ণ এবং অনিমেষলোচনে তাহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন; বলিলেন "সুন্দরি! তুমি কে? তরু-রাজি শোভিত এই নদীতটে বনদেবীর ন্যায় ভ্রমণ করি-তেছ। তোমার নয়নদ্বয় নীলপদ্মের শোভা তিরোহিত ও তোমার বদনের সৌন্দর্য্য পদ্মের শোভা পরাজয় করি-য়াছে। তোমার দন্ত কুন্দপুষ্প হইতে মনোহর, লোহিত অধরশোভায় সুপক্ক বিম্ব এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভায় চম্পককুসুমকে পরাভূত করিয়াছে। হে কুন্দদন্তি! দেখ যে রাজা স্বীয় শত্রু সমূহের পত্নীগণের বৈধব্যসাধন করেন এবং যাঁহার সরোজতুল্য পদদ্বয় বহুল ক্ষুদ্র ভূপ দ্বারা ধৌত এবং মর্দ্দিত হইয়া থাকে সেই রাজা বল্লাল তোমার একান্ত অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর।

রমণীহৃদয়ে অনুরাগ জন্মিয়াছিল। কিন্তু স্বীয় মনোভাব গোপন করতঃ মৃদুস্বরে নম্রবাক্যে রাজাকে বলিতে লাগিল :—"হে রাজন্! আমি কুমারী, আমাকে এইরূপ সম্বোধন করিবেন না। আমার এবং আপনার বংশমধ্যে অনেক প্রভেদ। আপনি চন্দ্রবংশসম্ভূত এবং আমি চর্ম্মকার কোরিতনয়া। আমার জনক চর্ম্মকার। আমি আপনার বিবাহযোগ্যা নহি।" রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, "আপনাকে কোরিকন্যা বলিয়া আমাকে কেন ভুলাইতেছ? চর্ম্মকারের কন্যার কখনও এরূপ ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য হইতে পারে না। নিশ্চয় তুমি চর্ম্মকারের কন্যা নহ। বোধ হয় কোন চর্ম্মকার তোমাকে প্রতিপালন করিয়া থাকিবে। তুমি যে রাজকন্যা সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। এ সংসারে এমন কাপুরুষ কে আছে যে তোমার ন্যায় অমূল্যনিধি হাতে পাইয়া পরিত্যাগ করে। সৎ-কুলোদ্ভবা হও অথবা নীচকুলোদ্ভবা হও, তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী। আমার সঙ্গে আইস, তোমাকে আমি স্বীয় প্রাসাদে লইয়া যাইব।'

রাজার এই সমস্ত কথা শুনিয়া নম্রমুখে কথা বলিবার জন্য রমণী স্বীয় সঙ্গিনীকে সঙ্কেত করিলেন। সঙ্গিনী বলিল "রাজন্, যদি বিধিপূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে ইহার পাণিগ্রহণে আপনি প্রস্তুত, তাহা হইলে ইহাকে আপনার সঙ্গে লইয়া যান। ইনি আপনাকে আত্মসমর্পণ করি-

তেছেন।” রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন “যেহেতু ইনি স্বয়ম্বরা হইতেছেন, আমি ইহাঁকে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিলাম। ইনি আমার জীবিতেশ্বরী এবং আমি ইহাঁর পতি।” এই বলিয়া আনন্দোৎফুল্লমুখে সেই সুমুখী কোরিকন্যাকে রাজা পুনরায় বলিলেন ঃ—সুন্দরি! আমার সঙ্গে আইস। আমার বিবাহিতা পত্নী হইবে চল। এই সুন্দর শিবিকায় আরোহণ কর। আমার অন্তঃপুর গিয়া আমার ও আমার অন্তঃপুরবাসিনীদের স্বামিনী হও।” এই বলিয়া রাজা বল্লাল আহ্লাদে কম্পিতাঙ্গী সেই রমণী এবং তাহার সখীকে এক শিবিকায় আরোহণ করাইয়া স্বীয় প্রাসাদে লইয়া গেলেন। অনন্তর সেই সুন্দরীকে নিজ গৃহে রাখিলেন। রাজা তাহার সহবাস সুখে বিমুগ্ধ হইয়া সমস্ত রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। এই চর্ম্মকার কন্যা অসঙ্গত আদর পাইতে লাগিল। অন্তঃপুরে সখীরা তাহাকে অনবরত চামর ব্যজন করিত, অন্তঃপুরমধ্যে সেই রমণীর সহবাস সুখে থাকিয়া কতকাল অতিবাহিত হইল, রাজা তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

ইতি আনন্দভট্টপ্রোক্ত বল্লাল-চরিতের উত্তরখণ্ডে স্ত্রীলাভ নামক তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

কিছুকাল পরে এক দিন রাত্রে রাজা বল্লাল প্রমোদ মানসে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাঁহার সুকুমারী প্রিয়তমা ছিন্নমূল ব্রততীর ন্যায় ভূমিতলে শয়ানা আছেন। সেই কমলনয়না তাঁহার জীবনাপেক্ষা প্রিয়তমা, বসনে মুখাবৃত করিয়া রোদন করিতেছেন। তাহাকে মলিনাকারা ও ভূলুণ্ঠিতা দেখিয়া রাজার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তিনি একান্ত বিস্মিত হইলেন এবং প্রিয়তমার অশ্রুবারি মুছাইয়া দিয়া ব্যাকুল চিত্তে সভয়ে বলিলেন:— "প্রিয়ে একি! হরিণ শিশুর ন্যায় তোমার চক্ষু মনোহর। সেই চক্ষু হইতে কেন গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রুবারি বিগলিত হইতেছে বল। কি কারণ অধোমুখে ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছ! মনোমোহিনি! আমি ত তোমার কোন অপ্রীতিকর কার্য্য করি নাই। হে সুমধ্যে! রোদন করিয়া আমাকে কেন ক্লেশ দিতেছ? হে রম্ভোরু! হে সুহাসিনি! হে দাড়িম্বতুল্য পয়োধরে! কেন তুমি আজ লোহিত বা পীত বসন পরিধান কর নাই। হে সুভ্রু! সুগন্ধ মল্লিকা মালায় আজ কেশ রচনা কর নাই কেন? শিশুশশী সদৃশ চিত্রাবলী দ্বারা তোমার স্তন দ্বয় কি কারণ রঞ্জিত হয় নাই? তোমার মেখলা, যাহা তোমার মনোহর

নিতম্বোপরি বিশ্রাম করিত, তাহা একান্ত উপেক্ষিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া আছে। স্তনভ্রষ্ট হইয়া তোমার মুক্তা-মালা মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কণ্ঠহার কণ্ঠ-বিচ্যুত হওয়ায় আর আভরণ গণ্য হইতেছে না। পূর্ণিমা-কৌমুদী-কান্তি-বিনিন্দিত ও হাস্য-শোভিত পদ্ম-সুগন্ধ মুখে কিছুই বলিতেছ না কেন? সুন্দরি! শতদল দলসম তোমার অক্ষি। আমি তোমার ইচ্ছানুবর্ত্তী এবং আমার ভৃত্যেরা তোমার আজ্ঞাধীন। কথা বলিবার অগ্রে তুমি হাস্য করিতে অভ্যস্তা। পূর্ব্বের ন্যায় আমার প্রতি কোনও আদেশ করিতেছ না কেন? আমি তোমার দাসানুদাস, তোমার পদতলে নিপতিত এবং একান্ত তোমার ইচ্ছার অধীন। মনোমোহিনি! চন্দ্রমুখি! ইহ জগতে তোমা অপেক্ষা আমার প্রিয়তরা কেহ নাই। তুমি আমার জীবন, তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার পরমা গতি। হে সুহাসিনি! তোমার বাক্য আমার শ্রবণে সুধা বর্ষণ করে। কথা কহিয়া আমাকে পুনর্জ্জীবিত কর। দেহ আছে বটে, কিন্তু আমাতে আমি নাই। আমার শ্বাস বহিতেছে বটে, কিন্তু আমি মৃতবৎ। তোমার প্রতি আমার অনুরাগে যদি তোমার বিশ্বাস থাকে, অঙ্গীকার করিতেছি তোমাকে এক কোটি মুদ্রা এবং রাশিকৃত মণি মুক্তার অলঙ্কার দিব। তোমার তুষ্টির জন্য আমি পুত্র লক্ষ্মণকেও বর্জ্জন করিতে পারি। সাগরে নিজে ডুবিতে

এবং আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত। জীবিতেশ্বরি! তোমার মনঃকষ্টের কারণ আমাকে বল, তোমার কোমল চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, যে তোমার প্রিয়কার্য্য আমি করিবই করিব। হে সুভ্রু! আমি তোমার দাস, আমার উপর কৃপাদৃষ্টি করিতেছ না কেন বল? তোমার অবমাননা করিতে কাহার সাহস হইল? অগ্নিতে ঝম্পপ্রদানে ব্যস্ত পতঙ্গের ন্যায় কে জীবন বাসনা পরিত্যাগ করিল? বল, কোন্ দীন দরিদ্রকে ধনপতি, কোন্ ধনকুবেরকে পথের ভিক্ষারী করিব বল? কোন্ নির্দ্দোষীর প্রাণ দণ্ড করিব? যাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে, এমন কোন্ হতভাগ্যকে রক্ষা করিব বল?"

বল্লালকে উক্ত রূপ বলিতে শুনিয়া, তাহার প্রিয়তমা রাজ্ঞী, অভিমানবশে কিছুক্ষণ হেটমুখ হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মুখ ফিরাইয়া একবার অপাঙ্গনয়নে রাজার দিকে দেখিয়া পুনরায় নতমুখী হইয়া রহিলেন। ক্রোধে ও বিষম দীর্ঘশ্বাস পতনে রাজ্ঞীর অধর কাঁপিতেছিল। অবশেষে বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া পদ্মাক্ষী গদ্গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন:—"যদি আমার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে চান, তবে আমাকে আমার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিন। কষ্টকর জীবন যাপনে আমি অভ্যস্ত। আমি অভাগিনী বনে বনে ভ্রমণ করিয়াই বেড়াইতাম। আমি আপনার হতভাগিনী দাসী। আমাকে বিস্মৃত হউন।

আমার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাউন। রাজন্! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সুখে রাজ্য ভোগ করুন। আমার জন্য আপনার কষ্ট হইয়াছে। নাথ! আমার নিমিত্ত দেশ বিদেশে আপনার কলঙ্ক রটিয়াছে। নাথ! পূর্ব্বে আমি বন-বালিকা ছিলাম। রাজা, রাজকুমার, রাজসভাসদ, ও প্রাজ্ঞদের চরিত্র, ব্যবহার বুঝিতাম না। এক্ষণে আমার সে জ্ঞান হইয়াছে। জানিনা, এস্থানে থাকিলে কি না অপকর্ম্মের অনুষ্ঠান আমার নয়ন গোচর হইবে? আমার ধনাদির বা প্রয়োজন কি? আমি ধবলেশ্বরীতে ডুবিয়া মরিব। আমি এ প্রাণ রাখিতে চাহিনা।”

এই সমস্ত বলিয়া রাণী কাঁদিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাকে নিজবক্ষে ধরিয়া আবার বলিলেনঃ—“রাজ্ঞি! আমার মাথা ঘুরিতেছে, মুখ শুষ্ক হইতেছে। তোমার এই মনঃকষ্টের কারণ কি? তুমি আমার জীবন। আমার পরম তপস্যা। তুমিই আমার রাজধর্ম্ম। তুমিই আমার জীবিতেশ্বরী। তোমাকে ছাড়িয়া আমি কাঞ্চী নগরীরও অধীশ্বর হইতে বাসনা করি না। তোমা সহ আমি বনে থাকিতেও প্রস্তুত। বরং প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারি, কিন্তু তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। হে অসিতনয়নে! কলঙ্কে আমার কি ভয়? হে মহাদেবি! তোমার চরণে নিপতিত তোমার পতির প্রতি সদয় হইতেছ না কেন? এই ত্রিভুবন মধ্যে তুমি মনোহারিণী রমণী।

তুমি আমার হৃদয়াধিশ্বরী, হৃদয় রাজ্ঞী। আমি তোমার পতি, তোমার গুরু। তোমাকে আমার প্রাণের দিব্য, তোমার কি হইয়াছে বল ? আমি করযোড় করিতেছি, ভিক্ষা চাহিতেছি, মনের কথা কি আমাকে বল। আমার মস্তক তোমার পদতলে রাখিতেছি। তোমার স্বামীকে কেন দয়া করিতেছ না, আমি তোমার পতি, তোমার আজ্ঞাধীন ভৃত্য। তোমাবই অন্য কাহাকেও জানি না। হে পদ্ম-নয়নে ! আমার প্রতি সদয় হও।”

রাজা এই রূপে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলে সেই পদ্মপলাশলোচনা রাজ্ঞী মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পশ্চাৎ লিখিত ভয়ঙ্কর কথা সমূহ বলিতে লাগিলেন। “স্বামিন্ ! যাহা জানিতে ইচ্ছা করিতেছ তাহা বলিবার নহে। কিন্তু তথাপি আমি বলিতেছি শুন্থন এবং পরে যাহা করিতে হয় করিবেন :—হে জীবিতেশ্বর ! ভর্ত্তাই স্বীয় বনিতার রক্ষক, বিশেষতঃ যৌবনকালে। আমি আজিও যৌবন অতিক্রম করি নাই। মনের কথা স্বামী ভিন্ন আর কাহাকে বলিব। হে দেব ! পিত্রালয়ে বিপ্রদের মুখে শুনিয়াছি, পতিই স্ত্রীগণের পরম দেবতা ও গতি, স্ত্রীগণের পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম। আমি মনে মনেও কখন এই ধর্ম্মের ব্যতিক্রম করি নাই। সামান্য নারীর ন্যায় আমি পতিভক্তি বিবর্জ্জিত নহি। হৃদ্‌পদ্মাসনে আমি প্রতিনিয়ত আপনার পূজা করিয়া থাকি। আমার বিশেষ

দুঃখের হেতু এই যে, সর্ব্বদা প্রণিপাত করিয়া আমাকে পূজা করা যাহার উচিত সেই অসদাচারী কুপথগামীই আমার অবমাননা করিয়াছে। সেই কামান্ধ নরাধমকে ধিক্! ধিক্ সেই নরাধমকে! আমি তার জননী। আমি আমার পতি ভিন্ন অন্য কাহাকে জানি না। নরাধম আমাকেই কামনা করিয়াছিল। আমি অদ্য যখন পায়ুক্ষালন-প্রকোষ্ঠে (পায় খানায়) গমন করিয়াছিলাম, একাকিনী দেখিয়া, নির্লজ্জ পিশাচ আমাকে তথায় অনুসরণ করে। কিন্তু সে আমার সতীত্ব ধ্বংস করিতে পারে নাই; কেননা আমি সভয়ে আমার পরিচারিকাকে আহ্বান করায় সে তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। সত্য সত্যই ধর্ম্মই আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। এই পৈশাচিক ব্যাপার স্মরণ হইলে এখনও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যদি সেই নরাধমের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা না করেন তাহা হইলে বড়ই বিপদে পড়িব।”

এই রূপে এই নিদারুণ কথা সকল বলিয়া বল্লালের ক্রূরমতি রাণী বহুল পরিমাণে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করত, তাঁহার বক্ষস্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রিয়তমার পদ্মমুখ বিগলিত এই সমস্ত কথা শুনিয়া জ্বলিতাগ্নি-শীর্ষ পর্ব্বতের ন্যায় বল্লাল রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। ক্রোধে ম্লেচ্ছের মুখের ন্যায় বল্লালের মুখ তাম্রবর্ণ হইল। তাঁহার সর্ব্ব শরীর এবং চক্ষুর্দ্বয় অগ্নিদগ্ধ

লৌহের ন্যায় হইল। পুত্রের সমুচিত শাস্তি দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি প্রিয়তমাকে সান্ত্বনা করিলেন। তিনি পুত্রের কুব্যবহার স্মরণ করিয়া ক্রোধে শয্যায় পড়িয়া, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইলেন।

ইতি আনন্দভট্টপ্রোক্ত বল্লাল চরিতের উত্তরখণ্ডে দয়িতা-প্রসাদন নামক চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রতিহিংসানলে দগ্ধচিত্ত রাজা প্রত্যূষে উঠিয়াই সুতের শিরশ্ছেদন করিবার জন্য ঘাতকদিগকে আদেশ দিলেন। রাজাদেশ জানিতে পারিয়া নির্দোষ লক্ষ্মণ ভয়ে বনিতাসহ পরামর্শ করিয়া রাত্রি থাকিতেই তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া গোপনে নৌকা-রোহণে পলায়ন করিলেন। প্রভাতে রাজা তাঁহার পলায়ন-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। পরে চিন্তা-ম্লান নয়নে দুর্গাবাটীতে (দুর্গার মন্দিরে) গমন করিলেন। তথায় দেবী মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে পুত্রবধূর হস্ত-লিখিত একটি কবিতা দেখিতে পাইলেন। মনোযোগ-সহ তাহা পাঠ করিলেন। কবিতাটি এই মর্ম্মের :—

“অবিরত বৃষ্টিপাত হইতেছে এবং আহ্লাদে শিখিকুল চারিদিকে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। এ সময় হয়,

কান্ত নতুবা কৃতান্ত আমার দুঃখের অন্ত করিবে"। এই কবিতাটি পাঠ করিয়া রাজা পুত্রস্নেহে বিচলিত হইলেন এবং কৈবর্ত্ত (জেলে) দিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাহারা রাজসমীপে উপস্থিত হইলে রাজা তাহাদিগকে বলিলেন :—"ওহে নৌজীবিগণ! তোমরা "যদি আমার প্রিয়কার্য্য করিতে চাও তবে আমার কথা শুন। ক্রোধ ভরে আমার পুত্র লক্ষ্মণ এখান হইতে পলায়ন করিয়াছেন। যদি সত্বর তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে পার, আমার নিকট যাহাই প্রার্থনা করিবে তাহাই পাইবে।" নৌজীবিগণ প্রত্যুত্তর করিল :— "ভূধরে, কন্দরে, দুর্গে, কান্তারে, সাগরে অথবা পাতালে যেখানেই থাকুন না কেন, অচিরাৎ তাঁহাকে আনিয়া দিব।" এই কথা বলিয়া রাজাকে অভিবাদন করিয়া ঘোর কলরব করত লক্ষ্মণকে খুঁজিয়া আনিবার জন্য নৌজীবিগণ তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইল। বায়াত্তরটি দাঁড়ে নৌকা চালাইয়া তাহারা দুই দিন মধ্যে লক্ষ্মণকে তাঁহার পিতৃসমীপে উপস্থিত করিল। রাজা আনন্দোৎফুল্ল বদনে, ধন, রত্ন, বস্ত্ররাশি তাহাদিগকে দান করিলেন এবং জীবিকার্জ্জন জন্য তাহাদিগকে হল চালনা করিবার অধিকার দিলেন।

ইতি আনন্দভট্টপ্রোক্ত বল্লাল-চরিতের উত্তরখণ্ডে লক্ষ্মণানয়ন নামক পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গৌড়ের পূর্ব্বাঞ্চলে মহাস্থান নামক স্থানে উগ্রমাধব নামে শিবের এক অনাদি মহালিঙ্গ আছে। শৈব, শাক্ত, সৌর, বৈষ্ণব এবং গাণপত্য সকলেই তথায় যাইয়া পূজা করিত। উপাসক ও উপাসিকা, দণ্ডী, ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বণিক্, শূদ্র, সন্ন্যাসী, এমন কি, সকল নর নারীরা সেই বরদ মহাদেবকে পূজা করিতে যাইত। কেহ পুষ্প, কেহ ধূপ দীপ, কেহ সুগন্ধ দ্রব্য, কেহ নৈবেদ্য, কেহ চামর, কেহ ব্যজন, কেহ ছত্র, কেহ রত্ন, কেহ বস্ত্র, ইত্যাদি লইয়া তথায় পূজার্থ যাইত। সকল ঋতুতেই যে সমস্ত ফুল ফুটিয়া থাকে (যথা করবীর প্রভৃতি।) তাহা লইয়া লোকে তথায় উপস্থিত হইত। তাহারা স্নিগ্ধ স্বচ্ছ কুঙ্কুমরঞ্জিত ও নানাবিধ দ্রব্যে সুবাসিত পবিত্র তীর্থবারিতে সেই মহাদেবকে স্নান করাইত। কেহ ঘৃত প্রজ্বলিত ও কেহ তৈললিপ্ত দীপ তাঁহাকে অর্পণ করিত। কেহ ক্ষীরের অর্ঘ্য ও কেহ বিমল জলের পাদ্য দান করিত। সানন্দ চিত্তে ও ভক্তি ভাবে কেহ গাভীদুগ্ধ, কেহ গব্য ঘৃত, কেহ মধু, কেহ কুঙ্কুম, কেহ কর্পূর, কেহ পঞ্চামৃত, কেহ কেশর, কেহ গুড়, কেহ শর্করা, কেহ

চন্দন, কেহ সুগন্ধ দ্রব্য এবং কেহ পঞ্চগন্ধ সেই লিঙ্গ মূর্ত্তিতে লেপন করিত, কেহ নানাবিধ ব্যঞ্জনসহ শাল্যন্ন, কেহ পরমান্ন, কেহ মিষ্ট লাড়ু, কেহ পিষ্টক, ও কেহ পক্ক কেহ অপক্ক নৈবেদ্য প্রদান করিত। কেহ চীনাংশুক বিনির্ম্মিত পতাকা স্থাপন করিত। কেহ নৃত্য করিত, কেহ গান গাইত, কেহ ঘণ্টা বাজাইত, কেহ স্বর্ণ, কেহ রৌপ্য এবং কেহ তাম্র দান করিত, কেহ খই ও আতপ তণ্ডুলে মিশাইয়া সুবর্ণ, রজত, তাম্র অথবা পঞ্চরত্ন মহাদেবকে দান করিত। কেহ পানের খিলি গড়িয়া এবং কেহ সুগন্ধ মুখশুদ্ধি দান করিত। কেহ দুর্ব্বা, পুষ্প ও আতপ তণ্ডুল শিব-শিরে আরোপণ করিত। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোকে পঞ্চোপ-চারে পূজা করিয়া মালা জপ এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিত। তাহারা উৎসাহ সহকারে নৃত্য গীত, সুমধুর বাদ্য এবং সমুল্লাসে হুঙ্কার করিয়া উগ্রমাধবকে সেবা করিত। কেহ পঞ্চাঙ্গে, কেহ সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণিপাত করিত। কেহ মধুর শব্দে স্তব পাঠ করিত। স্বয়ম্ভু দেবের অনুকম্পা প্রত্যাশায় কেহ করতাল, কেহ খঞ্জনী, কেহ পাখোয়াজ, কেহ মাদল, কেহ বীণা এবং কেহ বাঁশী বাজাইত। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা জয়মঙ্গল গাথা, ধারণী-গীতি ও ভাষা সংগীত গান করিতে করিতে শঙ্করসমীপে আসিত। বেদবিৎ

পণ্ডিতেরা সুস্বরে বেদপাঠ করিত, ক্ষত্রিয়েরা স্বর্ণ রত্ন ও উত্তম ছত্র এবং বণিকেরা "চূড়ামণি" ও স্বর্ণবিল্বপত্র প্রদান এবং বিবিধ প্রকার ফল দান ও অশেষবিধ কার্য্য করিয়া মহাদেবের পূজা করিত। শূদ্রেরা আপনাদের ক্রিয়া ফলের দ্বারা অর্চ্চনা করিত। রজক প্রভৃতি অন্যান্য হীন জনেরা দূরে থাকিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিত।

ইতি আনন্দভট্টপ্রোক্ত বল্লাল-চরিতের উত্তরখণ্ডে উগ্রমাধব-পূজন নামক ষষ্ঠ অধ্যায়।

—o*o—

সপ্তম অধ্যায়।

কোন সময়ে বল্লালের প্রিয়তমা মহিষী "পদ্মাক্ষী" শঙ্করের অর্চ্চনা মানসে মহাস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সোণা রূপার নানাবিধ দ্রব্য ছিল। মহাদেবের জন্য ছত্র এবং দেবী ভগবতীর জন্য কাণবালা, ঝাঁপটা, হার, বালা, মুকুট, কণ্ঠভূষণ, বাজু, কঙ্কণ, চন্দ্রহার ও নূপুর প্রভৃতি অলঙ্কার, মহামূল্য বস্ত্রাদি, ধ্বজা, পতাকা, যজ্ঞসূত্র ও সুগন্ধাদি নানা উপকরণ লইয়া গিয়াছিলেন। স্বীয় পুরোহিত-সাহায্যে কথিত অলঙ্কার সকল ও ছত্র নৈবেদ্য দ্বারা মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। পূজা-অন্তে রাজ্ঞী স্বীয় সুন্দর শিবিকা

আরোহণে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ; কিন্তু পূজার দ্রব্যের অংশ পাইবার প্রত্যাশায় তাঁহার পুরোহিত বলদেব উগ্র-মাধবের মন্দিরে রহিলেন। বলদেব তথাকার মোহান্ত ধর্ম্মগিরিকে বলিলেন :—"হে ভদন্ত ! সত্বর আমার প্রাপ্য পূজোপহারের ভাগ আমাকে অর্পণ করুন।" এই কথা শ্রবণে মোহান্ত উত্তর করিলেন :—"আমরা পূজোপহারের কোন অংশ কখন কাহাকেও দিই না। সে জন্য তোমাকেও কোন অংশ দিব না। তুমি স্বগৃহে চলিয়া যাও।" এইরূপে এই উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ বাদানুবাদ ও গালাগালি হইয়াছিল। পরে রাগান্ধ হইয়া বলদেব দেবল ব্রাহ্মণ মোহান্তকে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন :—"হে মূর্খ ! অধঃপাতে যাও। কস্মিন্ কালে তোর ভাল হইবে না।" ইহা শুনিয়া মোহান্তের মুখ ক্রোধে ম্লেচ্ছ-মুখের ন্যায় রক্তবর্ণ হইল এবং তিনি বলদেবের গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিয়া তাঁহাকে শিবমন্দির হইতে বিতাড়িত করিবার নিমিত্ত স্বীয় প্রধান শিষ্যের প্রতি আদেশ করিলেন। শিষ্যেরা গুরুদেবের আজ্ঞা যথাযথ প্রতি-পালন করিয়াছিল। তৎপরে বলদেব কাঁদিতে কাঁদিতে রাজার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। সভাসদ্গণ ও ব্রাহ্মণেরা সকলেই বলদেবের বাক্য যথার্থ বলিয়া সমর্থন করিলেন এবং ধর্ম্ম-

গিরি দণ্ডার্হ বলিয়া অভিমতি দিলেন। রাজা স্বীয় পুরোহিতের অপমানের বিষয় অবগত হইয়া অগ্নিসংযুক্ত শুষ্ক তৃণরাশির ন্যায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। সশিষ্য ধর্ম্মগিরিকে তাঁহার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ রুদ্রনাগের প্রতি আদেশ করিলেন। সমস্ত ধর্ম্মের আকর, সজ্জনের সুহৃদ্ রাজা বল্লাল ব্রাহ্মণের বাক্য সফল করিবার কারণ স্বদল সহিত মোহান্তকে আপনার রাষ্ট্র হইতে তাড়াইয়া ছিলেন।

ইতি আনন্দভট্টপ্রোক্ত বল্লাল-চরিতে উত্তরখণ্ডে দেবলেশ-নির্ব্বাসন নামক সপ্তম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম, নর, দেবী সরস্বতী ও ব্যাসদেবকে নমস্কার করিয়া জয়োচ্চারণ করিবে। অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন প্রভু সিংহগিরিকেও অভিবাদন করিবে। ইনি বল্লালসেনকে সনাতন ধর্ম্মমার্গে আনয়ন করিয়াছিলেন।

পুরাকালে একদা পুরশ্রেষ্ঠ গৌড় নগরীতে নানা রত্ন পরিশোভিত হইয়া রাজা বল্লালসেন রাজসভায় সুখে আসীন ছিলেন। সুপরিচ্ছদা, মনোহরদেহা, আরক্ত ওষ্ঠাধরা ও কঞ্চুকিত পীবরস্তনী রমণীগণ পুনঃ পুনঃ বাহুমূল উত্তোলনে আপনাদের হস্তকে কঙ্কণ বলয়বাদন সহ নৃত্য করাইয়া চামর ব্যজন পূর্ব্বক নৃপ বল্লালের সেবা করিতেছিল। তাহাদের কবরী উন্মুক্ত হইয়া নীল কুঞ্চিত

কেশগুচ্ছ আন্দোলিত হইতেছিল। দর্শকবৃন্দের অক্ষিরূপ ষট্পদ সমূহ যেন সেই সমস্ত রমণীগণের মুখরূপ পদ্মের মধু পান করিতেছিল। রাজন্য ও রাজপুত্র-গণ, স্তুতিপাঠক ও বিটগণ ও তেজস্বী বিপ্র পর্য্যন্ত বল্লালের উপাসনা করিতেছিলেন। হরিণ-নয়না নর্ত্তকীরা, নৃত্য, গীত ও হল্লীসে এবং বাদ্যবিশারদেরা নানাবিধ বাদ্যে রাজাকে প্রীত করিতেছিল। এমন সময়ে যোগী-শ্রেষ্ঠ মহাপ্রাজ্ঞ, বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ্, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, মেধাবী, নীতিজ্ঞ, বাগ্মী, সর্ব্বজন নমস্কৃত বল্লালের গুরুদেব ভট্ট-সিংহগিরি দেহজ্যোতিতে চারিদিক্ আলোকিত করিয়া বদরিকাশ্রম হইতে বল্লালকে দেখিবার জন্য ক্ষিপ্রগতিতে তাঁহার সভায় উপস্থিত হইলেন। জয় ও আশীর্ব্বচনদ্বারা তাঁহাকে বাড়াইতেছেন দেখিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। তাঁহাকে আসন অর্পণ করিয়া ভক্তি সহকারে প্রীতিপূর্ব্বক প্রভূত ধন রত্ন দিয়া রাজা তাঁহার পূজা করিলেন। এইরূপে সম্মানিত হইয়া মুনি-বর সহর্ষে রাজার স্বাস্থ্য ও কুশলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সহাস্যমুখে বলদেবের সন্নিহিত হইয়া এবং যথারীতি তাঁহার সম্মান করিয়া তাঁহাকেও তাঁহার স্বাস্থ্যের কথা সুধাইলেন। আহ্লাদে উৎফুল্লচিত্ত হইয়া

সমুজ্জ্বলমূর্ত্তি মুনিবর ভট্টসিংহকে রাজা বলিতে লাগিলেন :—"আপনার আগমনে আমার জন্ম সফল এবং আমার গৃহ পবিত্র হইল ; অদ্য আমার সুপ্রভাত।" কঠোর তপস্যাচরণে নিরত মুনিবর বিশ্রামলাভে সুখে আসীন হইয়াছেন দেখিয়া রাজা আবার বলিতে লাগিলেনঃ—"প্রভো ! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, জগতের সমস্ত গূঢ়-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত। ত্রিভুবনে এমন কিছুই নাই যাহা আপনি জানেন না। এজন্য চতুর্ব্বর্ণ ও ইহাদের বংশ, গোত্র প্রভৃতি এবং সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি ও অন্যান্য বিষয় আমাকে কৃপা করিয়া বলুন।" রাজার এই কথায় নারায়ণস্তুত মুনিবর ভট্টসিংহগিরি প্রীতিপ্রফুল্ল আস্যে বলিতে লাগিলেন :—

"রাজর্ষিগণ শ্রবণেচ্ছুক হইলে তপোনিধি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তাঁহাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তৎসমুদায় অদ্য তোমাদিগকে আমি বলিব। পুরাকালে সুগন্ধ দেবদারু বৃক্ষ-পরিবেষ্টিত, নানাবিধ পশুপক্ষীনিবসিত, শান্তি ও সৌন্দর্য্যের আলয় পুণ্যধাম বদরিকাশ্রমে রাজর্ষিগণ গমন করিয়াছিলেন। পরে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি অর্পণ করিয়া অবিনশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসদেব সাবকাশ হইলে তাঁহারা মুনিবরের সন্নিহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'প্রভো ! আমরা বারাণসী এবং নৈমিষারণ্যে গিয়াছিলাম ; কিন্তু তথায় শুকদেব অথবা সৌতি কিম্বা সনক-

ঋষি. বা আপনার দর্শন পাইলাম না। অনেক অনু-সন্ধানের পর সৌভাগ্যক্রমে এই পর্ব্বতে আপনার দর্শন লাভ করিলাম। সমস্ত জীবন অনুসন্ধানের পর ভক্তি-মান্ ব্যক্তি যেরূপ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভ করে আমরাও আজ সেইরূপ আপনার দর্শন পাইলাম। হে সত্যবতী-সুত! পুরাকালে আপনি বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন। মানুষের দশা দৃষ্টে সদয় হইয়া তাহাদের ইতিহাস, শ্রুতি ও স্মৃতি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণ কলিকাল উপস্থিত। পূর্ব্বে আপনি অসিতকেশ ছিলেন, এক্ষণ শুক্ল কেশরাশিতে আপনি শোভমান। একারণ হে ব্রহ্মন্! হে মুনিবর! আপনি স্বয়ং ধর্ম্ম পুরাণের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। আমরা আপনার কৃপার পাত্র। পুরাণ সমস্ত বুঝাইয়া না দিলে আপনাকে ছাড়িব না। আপনার পদদ্বয় এই আমরা ভক্তিদামে বাঁধিয়া রাখিলাম। আপনি ভক্তি দ্বারাই আবদ্ধ হয়েন।' বাগ্মী ও গুরুশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেব এই সমস্ত শুনিয়া অল্প হাস্য করিলেন ও শ্রবণ কর, এই বলিয়া আরম্ভ করিলেন।”

আনন্দভট্টপ্রোক্ত বল্লাল-চরিতের দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যাস-পুরাণে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন:—যাঁহার অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য চক্ষুঃ ও অসংখ্যপাদ, সেই পরম পুরুষ সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন ও বিশ্বের দশ অঙ্গুলী বাহিরে অর্থাৎ বিশ্ব অতিক্রম করিয়া আছেন। ইঁহা হইতে বিরাট পুরুষের ও বিরাট পুরুষ হইতে আদি পুরুষের জন্ম হয়। আদি পুরুষ ধ্যানস্থ হইলে তাঁহার ললাট হইতে রুদ্র, মন হইতে চন্দ্র, চক্ষুঃ হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং জীবনী শক্তি হইতে বায়ু সমুদ্ভূত হয়। . মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ, এই সাতটি পুরুষ আদি পুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিলেন। লোক বৃদ্ধির জন্য তিনি স্বীয় মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন সৃজ্যমান প্রজার বৃদ্ধি হইতেছে না তখন তিনি স্বীয় দেহ দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন—এক ভাগে পুরুষ আর অপর ভাগে স্ত্রী হইলেন। স্ত্রীর গর্ভে নানাবিধ জীবের সৃষ্টি করিলেন। স্বর্গ মর্ত্ত্য তাঁহার জ্যোতিতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিল। যে পরম পুরুষের উল্লেখ করিয়াছি তাহার মধ্যে সাতটি পিতৃগণ সন্নিবেশিত। বৈরাজ, অগ্নিম্বাত্তা, বর্হিষদ, সুকাল, হবিষ্যন্ত, সুস্বধা ও সোমপ

এই সাত পিতৃলোক। ইহাঁদের আদ্য তিন পিতৃলোক অমূর্ত্ত। সুকালাদি চারিলোকও তাহাই। এই সাত পিতৃ-লোক। ইহার মধ্যে সোমসদেরা বিরাটের পুত্র। অগ্নিষ্বাত্তারা মরীচির পুত্র, বর্হিষদেরা পৌলস্ত্যের পুত্র, সুকালেরা বশিষ্ঠের পুত্র, সুস্বধারা পুলহের পুত্র এবং সোমপেরা ক্রতুর পুত্র। এই পিতৃগণের মধ্যে সুকাল, হবিষ্যন্ত, সুস্বধা ও সোমপদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ফলার্থী হইয়া চিন্তা করিয়া থাকেন। ইহাঁরাই পিতৃগণ মধ্যে প্রধান গণ্য। ইহাঁদের অনন্ত পুত্র, পৌত্র। বিশ্ব, বিশ্বভুক্, আরাধ্য, ধর্ম্ম, ধন, শুভানন, ভূতিদ, ভূতিকৃৎ, ও ভূতি, এই নয় পিতৃগণ। কল্যাণ, কল্যাণকর্ত্তা, কল্য, কল্যতরাশ্রয়, কল্যতাহেতু, অনঘ, এই ছয়টি গণ। বর, বরেণ্য, বরদ, তুষ্টিদ, বিশ্বপাতা, ধাতা এই আবার সাতটি গণ। মহান্, মহাত্মা, মহিত, মহিমান্, ও মহাবল এই পাঁচটি পাপনাশন পিতৃগণ। সুখদ, ধনদ, ধর্ম্মদ ও ভূতিদ, এই চারিটি অতিরিক্ত পিতৃগণ।

আনন্দভট্টপ্রোক্ত বল্লাল-চরিতের দ্বিতীয় খণ্ডে সৃষ্টি বিসৃষ্টি কথন নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

কাল হইতে বিরাট এবং বিরাট হইতে পুরুষের উৎপত্তি। সেই পুরুষ অন্য আর কেহ নন, তিনি মনু। বিরাটের ঊরু হইতে মনুর উৎপত্তি হয়। সেই পুরুষ প্রজা সৃজন করিয়া এক জন প্রজাপতি হন। তিনি শতরূপা নাম্নী এক অযোনিসম্ভবা কন্যাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিরাটের পুত্র পুরুষ শতরূপার গর্ভে বীর নামক এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। কাম্যার গর্ভে বীরের ঔরসে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক দুই পুত্র জন্মে। মহাভাগা কাম্যা কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা। সম্রাট, কুক্ষি, বিরাট ও প্রভু এই চারি কর্দ্দমের পুত্র। প্রিয়ব্রতকে পতিরূপে লাভ করিয়া তিনি অনেকগুলি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। প্রজাপতি অত্রি উত্তানপাদকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুনীতির গর্ভে উত্তানপাদের চারি পুত্র হয়। সুশ্রোণী সুনীতি ধর্ম্মের কন্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ। শুভলক্ষণা সুনীতি ধ্রুবের মাতা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। প্রজাপতি উত্তানপাদের সুনীতির গর্ভে ধ্রুব, কীর্ত্তিমান, আয়ুষ্মান ও বসু নামক চারি পুত্র হইয়াছিল। তপস্যাবলে ধ্রুব সপ্তর্ষি মণ্ডলের উপর স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্ভার গর্ভে ধ্রুবের শ্লিষ্টি ও ভব্য নামক দুই পুত্র হয়।

সুচ্ছায়ার গর্ভে শ্লিষ্টির রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বৃকণ ও বৃকতেজা নামক পাঁচ পুত্র হইয়াছিল। বৃহতীর গর্ভে রিপুর অতি শক্তিশালী চাক্ষুষ নামে এক পুত্র হয়। চাক্ষুষের পুষ্করিণীর গর্ভে মনু নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। মহামতি প্রজাপতি অরণ্যের কন্যা এই পুষ্করিণী। প্রজাপতি বৈরাজের কন্যা নড্বলার গর্ভে মনুর উরু, কুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টু, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন ও অভিমন্যু এই দশ পুত্র হইয়াছিল। উরুর ঔরসে আগ্নেয়ীর গর্ভে অঙ্গ, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা, ও গয় নামক ছয়টি মহাপ্রভাশালী পুত্র জন্মিয়াছিল। সুনীতির কন্যার গর্ভে অঙ্গের বেণ নামক এক পুত্র জন্মে। বেণের হস্তদ্বয় মথিত হইলে পৃথু নামক রাজা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। বেণপুত্র পৃথু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং এই ধরণীকে রক্ষা করেন। যে সকল নৃপতি রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তাঁহাদের মধ্যে পৃথু অতি প্রধান। তাঁহার ঔরসে সুনিপুণ সূত ও মাগধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পৃথুর অন্তর্থি ও পালি নামে দুই ধর্ম্মশীল পুত্র হইয়াছিল। শিখণ্ডিনীর গর্ভে হবির্দ্ধান্ত নামক অন্তর্থির এক পুত্র জন্মে। আগ্নেয়ীর কন্যা ধীষণার গর্ভে হবির্দ্ধানের প্রাচীনবর্হি, শুক্র, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন নামে ছয় পুত্র হইয়াছিল। প্রাচীনবর্হি একজন মহান্ প্রজাপতি। তিনি সমুদ্রাতনয়াকে বিবাহ

করিয়াছিলেন। সেই তনয়ার নাম সুবর্ণা। সুবর্ণার গর্ভে প্রাচীনবর্হির দশটি পুত্র জন্মে। তাঁহারা প্রচেতা নামে খ্যাত এবং ধনুর্বিদ্যাবিশারদ। প্রাচীনবর্হির পুত্রেরা প্রজাপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। সমুদয় ধরণী এবং চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুমণ্ডল বৃক্ষে পরিপূর্ণ দেখিয়া তাঁহারা সেই সমুদয় দগ্ধ করিয়াছিলেন। অত্যল্প বৃক্ষ থাকিতে সোমরাজ সেই সমস্ত প্রজাপতি বৃন্দের সন্নিহিত হইয়া বলেন ঃ—"আপনারা কোপ পরিহার করুন। আপনা-দিগের সহধর্ম্মিণী হইবার জন্য আমি আপনাদিগকে এক পরমা সুন্দরী কন্যা দান করিব। তাঁহার নাম মরিষা। তপস্বী কণ্ডু মুনির কন্যা প্রম্লোচারার গর্ভে আমার ঔরসে মরিষার জন্ম হইয়াছে। ভবিষ্যৎ বিষয় জানিয়া আপনাদের ভার্য্যা হইবার নিমিত্ত আমি তাঁহার সৃজন করিয়াছি।" মরিষার গর্ভে দশ প্রচেতার ঔরসে দক্ষ প্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দক্ষ প্রজাপতির দ্বারা প্রজা বৃদ্ধি হইয়াছিল। দক্ষ মহাতেজা হইয়া-ছিলেন, কেননা তিনি সোম অংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শত সহস্র পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চ সহস্রের নাম হর্য্যশ্ব। ধরণীর সীমা জানিবার নিমিত্ত তাঁহারা পৃথিবীর চারিদিকে গমন করেন। দক্ষের আর এক সহস্র সুত তাঁহাদের

অনুসরণ করিয়াছিলেন। নদী যেমন সাগরে প্রবেশ করিয়া তাহাতে মিলিয়া যায় তদ্রূপ তাঁহারা আর গৃহে ফিরিয়া আসেন নাই।

ইতি আনন্দভট্টপ্রোক্ত বল্লাল-চরিতে দ্বিতীয় খণ্ডের স্বায়ম্ভুব বংশ কথন নামক নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

সিংহগিরি বলিলেনঃ—“অত্রি ব্রহ্মার মানস পুত্র। অত্রির পুত্র সোম। রাজন্! আপনি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহার বৃত্তান্ত এক্ষণ বলিব।”

ব্যাস বলিলেনঃ—“হে পরন্তপ! সোম রাজসূয় পরম যজ্ঞ করিয়া ব্রহ্মর্ষি এবং যজ্ঞ স্থলে সমবেত ব্যক্তিগণকে ত্রৈলোক্য দান করিয়াছিলেন। যজ্ঞের শেষ আহুতি প্রদত্ত হইলে পর নয়টি দেবী সোমের নবীকৃত রূপ দৃষ্টে কামাসক্ত হইয়া তাঁহার প্রেমপ্রার্থিনী হইয়াছিলেন। সিনীবালী কর্দ্দমকে, ক্রন্তু হবিষ্মন্‌কে, দ্যুতি বিভাবসুকে, পুষ্টি ধাতাকে, প্রভা প্রভাকরকে, বসু মারীচনন্দন কাশ্যপকে, কীর্ত্তি জয়ন্তকে, ধৃতি নন্দীকে এবং লক্ষ্মী নারায়ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সোমকে ভজনা এবং সোমও তাঁহাদিগকে স্বীয় পত্নীর ন্যায় কামনা করিয়াছিলেন। এই সোমই বৃহস্পতিকে

অবমাননা করিয়া তাঁহার যশস্বিনী পত্নী তারাকে হরণ করিয়াছিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে তাঁহাকে ফিরাইয়া দিবার নিমিত্ত দেবতা এবং দেবর্ষিরা সোমকে অনুনয় বিনয় করিলেও তিনি তাহা করিলেন না। এইহেতু সোমের সহিত বৃহস্পতির যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে অসুর গুরু উশনা বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহাশক্তিধর উশনা পূর্ব্বে বৃহস্পতির পিতার শিষ্য ছিলেন। বৃহস্পতির প্রতি অনুরাগ বশতঃ ইন্দ্রদেব স্বীয় অজগর ধনু লইয়া যুদ্ধে তাঁহার পার্ষ্ণিগ্রাহী মিত্র হইয়াছিলেন। রুদ্র ব্রহ্মশির অস্ত্র অসুরদের উপর নিক্ষেপ করায় তাহাদের বীরত্ব যশোরাশি বিনষ্ট হইয়াছিল। দেবাসুর মধ্যে "তারা-যুদ্ধ" নামক অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহুতর সৈন্য ক্ষয় হইয়াছিল। যে সকল দেবতারা যুদ্ধে হত হন নাই,এবং তুষিত নৃপতিগণ সনাতন ব্রহ্মার আশ্রয় লইয়াছিলেন। ব্রহ্মা উশনাকে নিরস্ত করিয়া তারাকে বৃহস্পতিকরে পুনরায় অর্পণ করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি তারাকে গর্ভবতী দেখিয়া গর্ভ ত্যাগ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। ভ্রূণ গর্ভভ্রষ্ট হইয়া দীপ্তি প্রকাশে বলিয়াছিল "আমি সোমসুত"। সোমের পুত্র বুধ এবং বুধের পুত্র পুরুরবা। উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বলায়ু ও

শতায়ু, নামে সাতটী পুত্র জন্মিয়াছিল। স্বর্ভানুর কন্যা প্রভার গর্ভে ইঁহার আর কয়েকটীও সন্তান হইয়াছিল।

একাদশ অধ্যায়।

সিংহগিরি বলিলেনঃ—"ইহাদের বংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র প্রভৃতি হাজার হাজার তেজস্বী ও মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

ব্যাস বলিলেন আয়ুর পুত্র নহুষ এবং বৃদ্ধ শর্ম্মা, রম্ভ, রজি এবং অনেনা প্রভৃতি নহুষের পুত্র। রজির এক শত পুত্র হইয়াছিল। তাহারা রাজেয় বলিয়া খ্যাত। রজি বিষ্ণুর নিকট বর পাইয়া দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতাদের অনুরোধে অসুরদিগকে বধ করিয়াছিলেন। পিতৃকন্যা বিরজার গর্ভে যযাতি, যতি, সংযাতি, আয়াতি, ভব, সুযাতি প্রভৃতি ইন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী ছয়টী পুত্র হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে যযাতি রাজা হইয়াছিলেন। যতি মুক্তিলাভ বাসনায় মুনিবৃত্তি অবলম্বনে পবিত্র ব্রাহ্মণকল্প হইয়াছিলেন। বক্রী পাঁচ জনের মধ্যে যযাতি এই পৃথিবীকে জয় করিয়া উশনার কন্যা দেবযানী এবং বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে তাঁহার দুই পুত্র হইয়াছিল এবং

তাঁহার ঔরসে শর্ম্মিষ্ঠা, দ্রুহ্যু, অনু এবং পুরুকে প্রসব করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে যদু এবং পুরুর বহুতর সন্তান সন্ততি হইয়াছিল। যদুর অতি অদ্ভুত পৌরুষের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

যদুর দেবতুল্য পাঁচটী পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম সহস্রদ, পয়োদ, ক্রোষ্টু, নীল এবং অঞ্জিক। সহস্রদের পরম ধার্ম্মিক তিনটি পুত্র হইয়াছিল। তাঁহাদের নাম হৈহয়, হয় এবং বেণুহয়। হৈহয়ের এক মাত্র পুত্র জন্মে। তাহার নাম ধর্ম্মনেত্র। ধর্ম্মনেত্রের পুত্র কার্ত্ত। কার্ত্তের পুত্র সাহঞ্জ। ইনি সাহঞ্জনী নামে এক নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সাহঞ্জের পুত্র মহিষ্মান্, ইনি মাহিষ্মতী নামে এক নগরের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মহিষ্মানের পুত্র প্রতাপশালী ভদ্রশ্রেণ্য। ইনি বারাণসীর অধিপতি ছিলেন, পুরাণে এইরূপ কথিত। ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র দুর্দ্দম। দুর্দ্দমের পুত্র কণক এবং কণকের পুত্র কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, করবীরক ও কৃতৌজা। কৃতবীর্য্যের পুত্র অর্জ্জুন। ইঁহার সহস্র হস্ত ছিল এবং তিনি একা সূর্য্যতুল্য দীপ্তিশালী রথারোহণে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। ইনি লঙ্কাধিপতি রাবণকে সসৈন্যে জয় করিয়া ধনুর্গুণে বন্ধন করত পাঁচটি শর দ্বারা উত্তোলিত করিয়া মাহিষ্মতী নগরে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। হে পৃথিবীপতে! যখন

ত্রিনি যুদ্ধ করিতেন যোগবলে যজ্ঞেশ্বরের মত মায়াবলে তাঁহার সহস্র হস্ত দেহ হইতে বাহির হইত। আহা! ভার্গব আবার যুদ্ধে সুবর্ণ তালবৃক্ষের ন্যায় তাঁহার সহস্র হস্ত ছেদন করিলে ক্ষত্রিয়ান্তক নিদারুণ পরশু-রামের ভয়ে তাঁহার মহিষী কৌশিকের আশ্রমে পলায়ন করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালে গর্ভবতী ছিলেন এবং তথায় বালসূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। ইহাঁর নাম সুভৌম। সুভৌম মাতৃ-প্রতিপালিত হইয়া কৌশিকের স্থানে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতাকে বিনাশ করিয়াছে মাতৃমুখে এই কথা শুনিয়া তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। রাগে তাঁহার চক্ষু সূর্য্যের ন্যায় জ্বলিতে থাকে এবং পৃথিবীকে ব্রাহ্মণশূন্য করিবার নিমিত্ত তিনি বাহির হইয়া একবিংশতি বার ধরাকে ব্রাহ্মণ-শূন্য করেন। তাই কলিতে ব্রহ্মার মুখোৎপন্ন ব্রাহ্মণ আর নাই। ইহলোক ব্রাহ্মণপরিশূন্য দেখিয়া ভার্গব শবর, কচু ও কৈবর্ত্তদিগকে যজ্ঞসূত্র প্রদান করিয়াছিলেন। যেমন অলঙ্কার পাইলে নারীগণ, ছাড়ান পাইলে গাভীগণ ও ধূলি রাশি পাইলে হস্তিগণ আনন্দিত হয়, সেইরূপ লোকে পরনিন্দা করিতে পাইলে উৎফুল্ল হইয়া থাকে।

অর্জ্জুননন্দন সুভৌম যুদ্ধে জামদগ্ন্যকে সংহার করিয়া এবং ব্রাহ্মণদিগকে পরাজয় করত জয়ধ্বজ নামে

খ্যাত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পত্নীরা পুত্রার্থিনী হইয়া ক্ষত্রিয়দিগের নিকট গিয়াছিলেন। তাহাতে কদম্বপল্লব জাতির উদ্ভব হইয়াছে। রাজা সুভৌম ব্রহ্মহত্যা করিয়া মহাপাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাহা হইতে মুক্তিলাভ করণ জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করত নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিলেন। নর্ম্মদাতীরে মনোহর মাহিষ্মতীপুরে আজিও তাঁহার শিলাময়ী প্রতিকৃতি বর্ত্তমান। কার্ত্তবীর্য্যের একশত পুত্রের মধ্যে শূরসেন, শূর, ধৃষ্টোক্ত, কৃষ্ণ ও জয়ধ্বজোপ নামক মহাবল সুভৌম, এই পাঁচ পুত্র অতীব প্রসিদ্ধ। সুভৌম জয়ধ্বজ নামে ইহ সংসারে পরিজ্ঞাত। জয়ধ্বজের পুত্র তালজঙ্ঘ। তালজঙ্ঘের এক শত পুত্র হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই পৌরু-ষান্বিত শূরবীর ছিলেন এবং তাঁহাদের সকলেরই নাম তালজঙ্ঘ হইয়াছিল। মহাত্মা হৈহয়ের বিমল বংশে বীতিহোত্র, ভোজ, অবন্তি, তৌণ্ডিক, তালজঙ্ঘ, ভরত ও সুজাত জন্মিয়াছিল। পুরাণে ইঁহাদের উল্লেখ আছে। বৃষ প্রভৃতি পুণ্যাত্মা বীরেরা যদুবংশীয়। বৃষই তাহাদিগের আদিপুরুষ। বৃষের পুত্রের নাম মধু। মধুর এক শত পুত্র হইয়াছিল। বৃষণ একটি বংশের আদি পুরুষ। বৃষ্ণিগণ তাঁহার বংশধর। মধু হইতে মাধবেরা উদ্ভব হইয়াছিল। যদুর বংশধরদের নাম যাদব। তাহাদের সংখ্যা বহুল, এজন্য তাহাদের সকলের নাম উল্লেখ করা সুকঠিন। তুর্ব্বসু

হইতে যবনদিগের উৎপত্তি। ভোজেরা দ্রুহ্যের পুত্র। ম্লেচ্ছেরা অনুর ও পৌরবেরা পুরুর পুত্র বলিয়া খ্যাত।

বল্লালচরিতের দ্বিতীয় খণ্ডের ভট্টপ্রোক্ত ব্যাসপুরাণে সোমবংশ বর্ণন নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সিংহগিরি বলিলেনঃ—

"হে রাজন্! তুমি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ সেই সু-পৌরুষ সম্পন্ন বংশের বৃত্তান্ত ব্যাসদেব যেমন করিয়া বলিয়াছেন আমিও তেমনি করিয়া তোমার নিকট আনুপূর্ব্বিক তাহার সমস্ত ক্রমান্বয়ে বর্ণন করিতেছিঃ—শুন।

ব্যাস বলিলেন, পুরুষ পুত্র মহাবীর রাজা জন্মেজয়। জন্মেজয়ের পুত্র প্রচিন্বান্। ইনি সমস্ত পূর্ব্বদিক্ জয় করিয়াছিলেন। প্রচিন্বানের পুত্র প্রবীর। প্রবীরের পুত্র মনস্যু। মনস্যুর পুত্র অভয়দ। অভয়দের পুত্র সুধন্বা। সুধন্বার পৌত্র বহুগব ও প্রপৌত্র সম্পাতি; সম্পাতির পুত্র অহম্পতি ও পৌত্র রৌদ্রাব। স্বর্গীয়া অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে রৌদ্রাশ্বের ঋচেয়ু, কৃকণেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থাণ্ডিলেয়ু, সন্নতেয়ু, দশাণেয়ু, জলেয়ু, স্থলেয়ু, বননিত্য ও বনেয়ু, এই দশ পুত্র জন্মিয়াছিল। কক্ষেয়ুর

সভানর, চাক্ষুষ ও পরমন্থু নামে তিন পুত্র হইয়াছিল। সভানরের পুত্র কালানল। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মজ্ঞ সৃঞ্জয়। তাঁহার পুত্র বীর পরঞ্জয়। পরঞ্জয়াত্মজের নাম জনমেজয়। জনমেজয়ের পুত্র রাজর্ষি মহাশাল। ইনি দেবলোকে ও মর্ত্ত্যলোকে সমান যশস্বী ছিলেন। মহাশালের পুত্র ধার্ম্মিক মহামনা। ইঁহাকে দেবগণও সম্মান করিত। মহামনার দুই পুত্র, ধর্ম্মজ্ঞ উশীনর ও মহাবল তিতিক্ষু। উশীনরের পাঁচ পত্নী। তাঁহাদের নাম নৃগা, কৃমি, নবা, দর্ব্বা ও দৃষদ্বতী। ইঁহারা সকলেই রাজর্ষিবংশ সমুৎপন্না। অনেক তপস্যার ফলে উশীনরের সেই পঞ্চপত্নীর গর্ভে পাঁচটি পুত্র হইয়াছিল। নৃগার গর্ভে নৃগ, কৃমির গর্ভে কৃমি, নবার গর্ভে নব, দর্ব্বার গর্ভে সুব্রত ও দৃষদ্বতীর গর্ভে শিবি জন্মিয়াছিল। শিবির বংশধরেরা শিবি ও নৃগের বংশধরেরা যৌধেয়গণ নামে খ্যাত। নবের নগরের নাম নবরাষ্ট্র এবং কৃমির নগরের নাম কৃমিলাপুরী। সুব্রতের বংশধরেরা অম্বষ্ঠ।

শিবির বংশধরদের কথা বলিতেছি ঃ—শ্রবণ কর। শিবির চারি পুত্র, বৃষদর্ভ, সুবীর, কৈকেয় ও মদ্রক। তাঁহারা সকলেই কৈকেয়, মদ্রক, বৃষদর্ভ ও সুবীর নামক বহু জনাকীর্ণ জনপদে গিয়া বাস করিয়াছিলেন।

তিতিক্ষুর বংশধরদের কথা শ্রবণ কর। তাঁহারা পূর্ব্বদেশ সমস্তের অধিপতি হইয়াছিলেন। তিতিক্ষুর পুত্র

উষদ্রথ, পৌত্র ফেণ, প্রপৌত্র সুতপা, এবং বৃদ্ধ প্রপৌত্র বলি। সুবর্ণের পুত্র বলি একেবারে তূণীর সহ রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যোগাচরণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ ও সুহ্ম, ইঁহারা বলির পাঁচ পুত্র। ইঁহারা সকলেই এক এক রাজবংশের সংস্রষ্টা। ইঁহাদিগকে বালেয় ক্ষত্রিয় বলিত। কতকগুলি বালেয় ব্রাহ্মণও বলির বংশধর। বলি ব্রহ্মার বরে মহাযোগী, কল্পান্ত-জীবী সংগ্রামে অজেয়, ধর্ম্মে প্রধান, সর্ব্বপ্রকার বিষয়কার্য্যে কুশল, বহুসূত্রের জনক, বলে অপ্রতিম এবং ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্বজ্ঞ বিচারে বিচক্ষণ হইয়াছিলেন, এবং চতুর্ব্বর্ণের ব্যবস্থাপক হইয়া পরম শান্তিলাভ করিয়াছিলেন।

বলি তাঁহার পাঁচ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম সাধন করত দেহান্তে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তিনি যাবজ্জীবন যোগমগ্ন ছিলেন। ইহলোকে তিনি কাহারও নিকট পরাজিত হন নাই। তিনি বহুকাল ইহলোকে বর্ত্তমান ছিলেন এবং স্থিরচিত্তে স্বীয় কর্ম্মফলের প্রতীক্ষা করিতেন।

বলির পুত্রেরা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম, এই পাঁচটী দেশের অধিপতি ছিলেন।

অঙ্গের সন্ততিগণের কথা বলিতেছি ঃ—শ্রবণ কর। অঙ্গের পুত্র দধিবাহন, পৌত্র দিবিরথ, প্রপৌত্র ধর্ম্মরথ

এবং বৃদ্ধপ্রপৌত্র চিত্ররথ। ধর্ম্মরথ ইন্দ্রসহ বিষ্ণু পদ-পর্ব্বতোপরি মহাযজ্ঞ সমস্ত সম্পন্ন করিয়া সোমলতারস পান করিয়াছিলেন। চিত্ররথের পুত্র দশরথ। দশরথ লোমপাদ নামে প্রসিদ্ধ। লোমপাদের কন্যার নাম শান্তা। ঋষ্যশৃঙ্গের প্রসাদে দশরথের চতুরঙ্গ নামে এক পুত্র হইয়াছিল। ইনি স্বীয় বংশের বহুল বিস্তার করিয়াছিলেন। চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক্ষ এবং পৃথুলাক্ষের পুত্র চম্প। ইনি চম্পা নগরীর সংস্থাপক। চম্পানগরীর পূর্ব্বনাম মালিনী। পূর্ণভদ্রের প্রসাদে চম্পের হর্য্যঙ্গ নামে এক পুত্র হইয়াছিল। হর্য্যঙ্গের পুত্র বৈভাণ্ডকী। তিনি মন্ত্র বলে শক্রবিজয়ী। শক্র স্বর্গ হইতে এক হস্তীকে ধরাতলে নামাইয়াছিলেন। হর্য্যঙ্গের পুত্র ভদ্ররথ, পৌত্র বৃহৎকর্ম্মা, প্রপৌত্র বৃহদর্ভ এবং বৃদ্ধপ্রপৌত্র বৃহন্মনা। বৃহন্মনার পুত্র জয়দ্রথ, পৌত্র দৃঢ়রথ এবং প্রপৌত্র বিশ্বজিৎ। বিশ্বজিতের পুত্র কর্ণ ও পৌত্র বিকর্ণ। বিকর্ণের এক শত পুত্র ছিল। তাঁহারা অঙ্গবংশের বিস্তার করেন। বৃহদর্ভের পুত্র বৃহন্মনার দুই পত্নী। তাঁহারা উভয়েই গরুড়ের কন্যা। ইঁহাদের নাম যশোদেবী এবং সত্যা। যশোদেবীর পুত্র জয়দ্রথ। জয়দ্রথের বংশের বর্ণনা করা হইয়াছে।

সত্যার গর্ভে বৃহন্মনার ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বিজয় নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। বিজয়ের পুত্র ধৃতি, পৌত্র

ধৃতিব্রত, প্রপৌত্র সত্যকর্ম্মা এবং বৃদ্ধপ্রপৌত্র অধিরথ। অধিরথের আর একটী নাম সূত। সূত কর্ণকে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। সেজন্য কর্ণকে সূতপুত্র বলে। কর্ণের পুত্র বৃষসেন, পৌত্র পৃথুসেন এবং প্রপৌত্র বীরসেন। এই বীরসেন সোমটা নাম্নী এক গৌড় ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করিবেন। তাহাদের বংশধরেরা প্রবল প্রতাপান্বিত ভূপ হইবেন এবং সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বরদিগকে পরাজয় করিবেন। এই বংশেই সামন্তসেন জন্মিয়া বিন্ধ্য হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সসাগরা ধরণীর অধিপতি হইবেন।

সিংহগিরি বলিলেন ঃ—"রাজন্! তোমার পিতামহ হেমন্ত সেন, সামন্ত সেনের পুত্র। তিনি প্রভাবে দুর্গ এবং মহত্ত্বে প্রস্রবণ ও শত্রুগণের পক্ষে হুতাশন স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার পুত্র বিজয়। বিজয় চোড়গঙ্গের সুহৃদ্ ছিলেন। এই চোড়গঙ্গ চতুঃসাগরবেষ্টিতা সমগ্র ধরা জয় করিয়াছিলেন। হে বল্লাল! তুমি সেই সার্ব্বভৌম রাজা বিজয়ের পুত্র। যে সকল নৃপতি তোমার শত্রু ছিল, তাহারা এক্ষণে তোমার শরণ লইয়াছে। ক্ষত্রিয়াপেক্ষা যে বংশ সমুন্নত ও যে বংশ হইতে ব্রহ্মক্ষত্রিয়ের উদ্ভব, সেই বংশ হইতে সেন বংশের উৎপত্তি। হে পাণ্ডব! তুমি সেই সেনবংশজাত। হে পাণ্ডব! যে দুরাত্মা অথবা যে নির্ব্বোধ তোমার নিন্দা করে সে

বিষ্ঠার কৃমি ও সে নরকে যাইবে। চন্দ্রমাযুতপতি সেই বল্লভানন্দকে এক্ষণে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাহার এক কন্যা আছে। রূপে সে অতুল্যা। যেরূপ সুপ্রভাকে নাভাগ হরণ করিয়াছিল, তুমি সেই কন্যাকে সেইরূপ হরণ কর। চাঁদ উঠিলে সেই বালিকা যখন গৌরী নদীতে স্নান করিতে যান সেই সময় অরুণ তাহাকে দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি আইসেন। রাত্রির দুই দণ্ড বাকী থাকিতে অরুণোদয় দেখিয়া দুর্গের প্রহরীরা ঘড়িয়ালদের কথা বিশ্বাস করে না।

বল্লাল-চরিতে ভট্টপ্রোক্ত ব্যাসপুরাণে পুরুবংশ-কীর্ত্তন নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন :—"বেদ, স্মৃতি সদাচার এবং সম্যক্ ন্যায়ানুগত বিষয়াভিলাষ ও স্বকীয় ইষ্ট, ইহারাই ধর্ম্মের মূল। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ, এই সমস্ত ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। শ্রুতি ও স্মৃতি, এই দুইটী ব্রাহ্মণের দেবনির্ম্মিত চক্ষু। ইহার একটী যাহার নাই, তিনি কাণা। যাঁহার

দুইটিই নাই তিনি একেবারে অন্ধ। বিবাহের সাক্ষী সেই অগ্নিতে ব্রাহ্মণ যথাবিধি গৃহ্য ধর্ম্ম সম্পাদন করিবেন। প্রত্যহ তাঁহাকে পঞ্চ যজ্ঞ ও পাক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সেই পঞ্চ যজ্ঞের মধ্যে প্রথম যজ্ঞ, অধ্যাপন। অধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ। দ্বিতীয় যজ্ঞের নাম পিতৃযজ্ঞ। তৃতীয় যজ্ঞ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দান। ইহার নাম দৈবযজ্ঞ। চতুর্থ যজ্ঞ সর্ব্বপ্রাণীকে আহার দান। ইহার নাম ভূতযজ্ঞ বা বলি। পঞ্চম যজ্ঞ অতিথি-সৎকার। ইহার নাম নৃযজ্ঞ। যে গৃহী দেবতা, অতিথি, পিতৃ-পুরুষ-গণ উদ্দেশে পরাঙ্মুখ ও দ্রব্যাদি উৎসর্গ করেন না, তিনি জীবিত হইলেও মৃত। এক রাত্রির জন্যও কোন পর্য্যটনকারী ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় কাহার গৃহে অবস্থান করিলে তাহাকে অতিথি বলে। তাহাকে এই জন্য অতিথি বলে, যে তাহার অবস্থানের কোন স্থিরতা নাই। বৈশ্য কি শূদ্র কাহার গৃহে উপস্থিত হইলে গৃহী তাহাকে অতিথি বলিয়া জানিবে। সহর্ষমনে ভৃত্যসহ তাহাকে ভোজন করাইতে হইবে। ধার্ম্মিকজন স্বীয় স্ত্রীতেই অনুরক্ত থাকিবে, পরদার ও পরস্ত্রীর কামনা করিবে না। তিনি অগ্নিতে আহুতি দিয়া পরে প্রাতে ও সায়াহ্নে ভোজন করিবেন। কোনরূপ বৃত্তি না থাকিলে জীবিকার জন্য ব্রাহ্মণ সকলেরই নিকট দান লইতে পারিবেন। ইহাতে তাঁহার কোনও দোষ হইবে না। ব্রাহ্মণ, সূর্য্য ও

অগ্নিসম তেজস্বী। প্রাণিগণের রক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও শিব ও নারায়ণের পূজা করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। দস্যুদের বিধ্বংস করিবার ও যুদ্ধে পরাক্রম দেখাইবার জন্য তাঁহার নিত্যই উদ্যুক্ত থাকা উচিত। দস্যু নিধন অপেক্ষা রাজার শ্রেষ্ঠতর কর্ম্ম আর নাই। চাট, ভাট, তস্কর ও দুর্ব্বৃত্ত সাহসী বিশেষতঃ কায়স্থ দ্বারা উত্ত্যক্ত প্রজাদের রাজা রক্ষা করিবেন। সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক এবং দান দ্বারা আপন দেশে অবস্থিতি করিবার জন্য বৈদিকদিগকে প্রবৃত্তি দিবেন। রাজা এই সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম যত্ন পূর্ব্বক করিবেন। রাজনীতিজ্ঞ ও পণ্ডিতবৃন্দকে তিনি সর্ব্বদা প্রতিপালন ও সভ্যরূপে নিযুক্ত করিবেন। সজ্জন সহবাসে কাল কাটাইবেন। সংগীতে তৃপ্ত হইয়া শয্যাগমন করিবেন এবং শয্যা হইতে উঠিবেন। বিশেষ বিবেচনা করিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং স্বীয় কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। জ্যোতির্ব্বিদ এবং বৈদ্য রাজসভায় আগমন করিলে তাঁহাদিগকে গাভী, স্বর্ণ ও বাসযোগ্য ভূমি দিবেন। বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগকে বাসগৃহ অর্পণ করিবেন। স্বরাজ্য প্রতিপালন জন্য যে সকল ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার বিবেচনা হইবে অপর রাজ্য জয় করিলে তাহার প্রতিপালন নিমিত্ত সেই সমস্ত ধর্ম্মের আচরণ করিবেন। যে রাজা দেবতা ও ব্রাহ্মণে অনুরক্ত, যিনি স্বীয় পত্নী ভিন্ন অন্য স্ত্রী কামনা করেন না এবং

পিতৃলোকের পরিতোষ করা যিনি সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম বলিয়া জানেন, তিনি ধরণীর শস্তের ষষ্ঠাংশ পাইবার যোগ্য। এই ষষ্ঠাংশের এক অংশ দ্বারা সৈন্য প্রতিপালিত হইবে, দুই অংশ দাতব্য করিতে হইবে এবং এক অংশ মন্ত্রিবর্গের প্রতিপালন জন্য ব্যয়িত হইবে। আর এক অংশ দ্বারা রাজার নিজের ও অনুচরবর্গের ভরণপোষণ করিতে হইবে এবং এক অংশ দ্বারা রাজকীয় কর্ম্মচারীদের বেতনাদি দিতে হইবে। এইরূপে ব্যয় জন্য প্রাপ্ত রাজস্বকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। সন্ধ্যা পূজা সমাপন করিয়া রাজা কণ্ঠসঙ্গীত ও বাদ্য শ্রবণে আনন্দ লাভ করিবেন। পরে নর্ত্তকীদিগের সঙ্গীত শ্রবণ ও নৃত্য দর্শন করতঃ রাত্রে সুমিষ্ট খাদ্য দ্রব্য ভোজন করিয়া স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস করিবেন। শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে বৈশ্য গোরক্ষা কৃষি ও বাণিজ্য করিবেন। সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবেন এবং ভোজন করাইবেন। বৈশ্য দম্ভ, মোহ পরিশূন্য হইবেন। অন্যের প্রতি গালিসূচক বাক্য ব্যবহার করিবেন না। স্বদারেই নিরত থাকিবেন, পরস্ত্রী কামনা পরিত্যাগ করিবেন। যত দিন জীবিত থাকিবেন অর্থদ্বারা যজ্ঞে নিযুক্ত ব্রাহ্মণদিগের অনুকম্পা লাভ করিবেন। নিরলস হইয়া প্রত্যহ যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বিপ্রকে দান করিবেন। পিতৃকার্য্য এবং অর্চ্চনা দ্বারা শিব ও বিষ্ণুর পরিতোষ বিধান করিবেন।

শূদ্র যত্ন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা শুশ্রূষা করিবে। শূদ্র ব্রাহ্মণের দাস হইবে। কেহ ভিক্ষা না করিলেও দান দিবে এবং জীবিকা অর্জ্জন নিমিত্ত কৃষিকার্য্য করিবে। শিল্পী ও মাগধের কার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিলে শূদ্র নিন্দনীয় হন না। পাক-যজ্ঞ করত শূদ্র সযত্নে দেবতাদের পরিতুষ্ট করিবেন। কিন্তু দ্বিজসেবা, দ্বিজপরিত্যক্ত জীর্ণ বস্ত্র পরা এবং তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজনই শূদ্রের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। নিজ পত্নী-তেই পরিতুষ্ট থাকা ও পরস্ত্রী কামনা না করাই, তাহার ধর্ম্ম, শূদ্র এইরূপ বিবেচনা করিবে। শূদ্র প্রদত্ত লবণ, মধু, তৈল, দধি, ঘোল, ঘৃত এবং দুগ্ধ অপবিত্র নহে। জীবিকা অর্জ্জন জন্য শূদ্রজাতি সবই বিক্রয় করিতে পারিবে। বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা অশন বসন লাভ করিলে শূদ্রের নিন্দা নাই।

সকল জাতিই কৃষিকার্য্য করিতে পারে, মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকার এইরূপ বিধান করিয়াছেন। তবে এক এক জাতি এত সংখ্যক গোরু লইয়া লাঙ্গল চালাইবে, এইরূপ নিয়মও করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ ষোল গোরুতে, ক্ষত্রিয় বার গোরুতে ও বৈশ্য আট গোরুতে লাঙ্গল চালাইবে। ভূমির কোমলতা অনুসারে অন্ত্য-জেরা দুই গোরুতে লাঙ্গল চালাইবে। কৃষিকার্য্য, ভূমি-ভেদ, ওষধি ছেদন ও কীট পিপীলিকা নষ্ট করিয়া কৃষক

পাপ সঞ্চয় করে। যজ্ঞ ও দেব পূজা করিয়া তাহারা সেই পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকে।

বেদ বিধি অনুসারে দ্বিজ নিষেকাদি দশ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে। ইহলোকে ও পরলোকে দেহ ও আত্মা শুদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত সংস্কার আদি করা কর্ত্তব্য :—(১) স্ত্রী প্রথম ঋতুমতী হইলে গর্ভাধান (২) গর্ভে ভ্রূণ সচল হইবার অগ্রে পুংসবন (৩) চতুর্থ কিম্বা অষ্টম মাসে সীমন্ত (৪) সন্তান প্রসবের পর জাতকর্ম্ম (৫) নিষ্ক্রমণ অর্থাৎ প্রসবের তিন মাস পরে সূতিকা গৃহ হইতে বাহির হওয়া, রূপসংস্কার (৬) সন্তান জন্মিবার পর শত দিবস পূর্ণ হইলে নামকরণ (৭) পুত্র জাত হইবার ষষ্ঠমাস পরে অন্নপ্রাশন, (৮) চূড়া অর্থাৎ জন্মিবার এক বৎসর মধ্যে সন্তানের বংশের প্রথানুসারে কেশ গুচ্ছ বন্ধন (৯) কর্ণবেদ (১০) উপনয়ন (১১) বেদ্যাধ্যয়ন ও বৈদিক যাগাদি ক্রিয়া আরম্ভ (১২) কেশান্ত (১৩) অধ্যয়নান্তে স্নান (১৪) বিবাহ (১৫) বিবাহাগ্নি রক্ষা ও (১৬) ত্রেতাগ্নি প্রজ্বলিত রাখা, এই ষোড়শ যাগ।

কন্যা সন্তান সম্বন্ধে মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতীত প্রথম নয়টি সংস্কার কর্ত্তব্য। গর্ভ সঞ্চারের পর অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন বিহিত, ক্ষত্রিয়ের একাদশ ও বৈশ্যের দ্বাদশ বর্ষে উপনয়ন হওয়া চাই। ব্রাহ্মণের ষোড়শ ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশতি ও বৈশ্যের চতুর্বিংশতি বর্ষে ও উপ-

নয়ন হইতে পারে। যিনি অধ্যয়ন অথবা যাগাদি করেন না তিনি ব্রাত্য। ব্রাত্য হইলে ব্রাত্যস্তোম যাগ করিতে হয়।

বিবাহ অষ্টবিধ। (১) ব্রাহ্ম (২) দৈব (৩) আর্ষ (৪) প্রাজাপত্য (৫) আসুর (৬) গান্ধর্ব্ব (৭) রাক্ষস ও (৮) পৈশাচ। ইহার মধ্যে প্রথম চারিটি ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত। ক্ষত্রিয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রকারের বিবাহ করিতে পারে। অযাচিত কন্যা সহ যে বিবাহে কন্যার পিতা যথাশক্তি অলঙ্কারাদি সহ কন্যাকে দান করেন, সেই বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে। যজ্ঞীয় পুরোহিতকে কন্যা দান করাকে দৈব বিবাহ এবং বরের নিকট হইতে গোমিথুন লইয়া তৎসহ কন্যাকে পাত্রস্থ করাকে আর্ষ বিবাহ বলে। যাচককে কন্যা দান করা প্রাজাপত্য বিবাহ। যে বিবাহে কন্যার পিতা পণ গ্রহণ করেন, তাহাকে আসুর বিবাহ বলে। স্ত্রীপুরুষের সম্মতি মত বিবাহ গান্ধর্ব্ব। যুদ্ধে কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করা রাক্ষস ও ছলে কন্যার পাণি গ্রহণ করাকে পৈশাচ বিবাহ বলে। ক্ষত্রিয় এক স্ত্রীসত্ত্বে আর দুই বিবাহ করিতে পারেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য এক স্ত্রী থাকিতে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহণ করিবেন না। ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিতে পারেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ কেবল ব্রাহ্মণকন্যা, বৈশ্য কেবল বৈশ্যকন্যা ও শূদ্র কেবল শূদ্রকন্যা বিবাহ

করিতে সক্ষম। ব্রাহ্মণ অন্য বর্ণের কন্যা বিবাহ করিবেন না। ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে ও বৈশ্য মাতার গর্ভে জাত অম্বষ্ঠ শূদ্র। এই হেতু বৈশ্য কখন ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করিবেন না। শূদ্রাণীর পাণি গ্রহণে রাজা পতিত হইয়া থাকেন, আমি এ মতের অনুসরণ করি না। এইরূপ বিবাহে শূদ্রাণী জাতিতে উন্নত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ কিম্বা বৈশ্য শূদ্রাণীর পাণি গ্রহণ করিলে পতিত হন, কিন্তু ক্ষত্রিয় এরূপ বিবাহে ধর্ম্মচ্যুত হন না। পুরাকালে রাজর্ষিরা ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করিতেন। অগ্নি সংস্পর্শে মলিনতা নষ্ট হয়। সেই রূপ তেজস্বীকে কলঙ্ক স্পর্শ করে না।

মনু বলেন, রাজাকে সামান্য মানুষ জ্ঞান করিলে পাপ হয়। রাজা নররূপী দেবতা! সুরগণ অথবা ঋষি-বৃন্দ যাহা করিয়াছেন, সামান্য নর তাহা কখন করিবে না। নরগণ ঋষি ও দেবতার আদেশ প্রতিপালন করিবে। ব্রাহ্মণ কেবল ব্রাহ্মণস্ত্রীর গর্ভে সন্তানোৎপাদন করিবে। এই সন্তান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় পিতা মাতার সন্তান ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যা ও শূদ্রাণীর গর্ভজ সন্তান ক্ষত্রিয়। বিবাহ না করা পর্য্যন্ত মানুষ অর্দ্ধমানুষ গণ্য। শ্রুতি অনুসারে অর্দ্ধেকের জন্ম হয় না, কেবল সম্পূর্ণেরই জন্ম হয়। কামাতুরা রমণীতে উপগত হইলে পাপ নাই। কিন্তু অলঙ্কার দানে তাহার সম্মান করিয়া তাহার পাণি-গ্রহণ করিতে হইবে। ধর্ম্মসিদ্ধির জন্য রাজা প্রথমতঃ

সবর্ণা কন্যাকে বিবাহ করিবেন। ইহার পর যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু রাজা কখনই স্বীয় বর্ণ অপেক্ষা উচ্চ বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিবেন না। যেমন বিষ হইতে অমৃত, অধম বস্তু হইতে কাঞ্চন ও নীচের স্থানে সদুপদেশ লইতে হয়, তেমনি নিকৃষ্টের কন্যাকে পরিণয় জন্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। যে গৃহী পুর-বাসিনী রমণীদের সমাদর করেন, তাঁহার প্রতি দেবতারা প্রসন্ন হয়েন। নারীদের অনাদর দ্বারা ধর্ম্ম কর্ম্ম বৃথা হইয়া যায়। পুরনারীদিগকে ভাগ্যলক্ষ্মীস্বরূপা মনে করা উচিত। পুরাঙ্গনা ও ভাগ্যলক্ষ্মী মধ্যে প্রভেদ নাই। পুরাঙ্গনারা সম্মানার্হ। তাঁহারা গৃহের আলোক স্বরূপা। তাঁহারা বংশ বৃদ্ধির উপায়। নারীগণ আছেন বলিয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। অপত্য, শুশ্রূষা, দারকর্ম্ম ও উত্তম সুখ গৃহিণী ও সহধর্ম্মিণীর স্থানে প্রত্যাশা করিতে হয়। পিতৃঋণ পরিশোধ ও স্বর্গলাভ জন্য মানুষ দারার উপর নির্ভর করে।

বল্লাল-চরিতে দ্বিতীয় খণ্ডে ভট্টপ্রোক্ত ব্যাসপুরাণে বর্ণধর্ম্মাদি কীর্ত্তন নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

যে স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গ সুগঠিত, যাহার গমন মত্তমাতঙ্গের ন্যায়, যাহার জঘন ও উরুদেশ বিশাল, যাহার চক্ষু কৃষ্ণসার মৃগের চক্ষুর ন্যায়, যাহার কেশ সুনীল, অঙ্গ ক্ষীণ, লোমরহিত ও মনোহর, যাহার পাদদ্বয় সমা ভাবে ভূমি স্পর্শ করে, যাহার স্তনদ্বয় কঠিন, যাহা নাভি ডাহিন দিয়া ঘুরিয়া জলের ঘূর্ণতুল্য, অশ্ব পত্রতুল্য স্ত্রীচিহ্ন, গুল্‌ফ নিগূঢ়, দেহমধ্যে নাভি অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ, গণ্ডদেশ মধূক কুসুমসদৃশ ও শিরাল বা লোমশ নহে। ভ্রূ ঘন এবং কুটিল, যিনি পতিপ্রাণা ও পতিপ্রিয়া, যিনি বাল্যে ক্রীড়ার দ্রব্য, ফল ও মিষ্ট আহারীয়ে পরিতুষ্ট, যৌবনে বস্ত্রালঙ্কার ও আলিঙ্গনে উল্লাসিত, প্রৌঢ় মধ্য বয়সে রতি বন্ধ কৌশলে হৃষ্ট এবং বৃদ্ধ বয়সে মধুর বাক্যালাপ জন্য অন্যের সমাদর লাভ করেন, সেই স্ত্রী প্রশংসার পাত্রী। ষোল বৎসর বর্ষ পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক বালিকা, ত্রিংশ অবধি যুবতী, পঞ্চান্ন বৎসর পর্য্যন্ত প্রৌঢ়া এবং তৎপরে বৃদ্ধা। স্ত্রীলোক কামাধীনা, তজ্জন্য তাহাদের সুখী করার নিমিত্ত রত্ন সংগ্রহ করা উচিত। রাজ্যবিভবলিপ্সু ভূপতিরা নারী উপভোগ করিবেন, কিন্তু অত্যন্ত অধিক পরিমাণে নয়। চব্বিশ বৎসরের বুদ্ধিমান পুরুষ পরম সুখ ও শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া ষোল বৎসরের

রমণীতে উপগত হইবেন। এরূপ করিলে পূর্ণাবয়ব বীর্য্যবান্, সর্ব্ব ইন্দ্রিয় সমন্বিত, বলশালী ও শতায়ুপুত্র উৎপাদন করিতে পারিবেন। সাধারণ লোকের পক্ষে নিদাঘ ও শরৎকালে বালা স্ত্রী সম্ভোগ হিতকর। শীত ঋতুতে তরুণী এবং বর্ষা ও বসন্তকালে মধ্যবয়স্কা নারী সহবাস শুভকর। নিত্য বালাসম্ভোগে নিত্য বলবৃদ্ধি, তরুণীসম্ভোগে শক্তিক্ষয় এবং মধ্য বয়স্কা সম্ভোগে অকালে বার্দ্ধক্য আনয়ন করে। সদ্য মাংস, শালাঅন্ন বালাস্ত্রীসেবন, ঘৃত, ক্ষীর ও ঈষদুষ্ণ জলে স্নান, এই ছয়টি আয়ুবৃদ্ধিকারক। হেমন্তকালে বাজীকরণ দ্বারা শক্তিসঞ্চয় করিয়া যথেচ্ছ স্ত্রীসেবা করিবে। শিশিরাগমে যত ইচ্ছা স্ত্রীসঙ্গ করিবে। রতিশক্তি সম্পন্ন কামী ব্যক্তি রতি উদ্দীপনকারী দ্রব্য-ব্যবহারে কামবৃদ্ধি এবং আলিঙ্গন দ্বারা স্বীয় প্রমদাকে আসক্তিঅভিলাষিণী করিয়া॰ তাহাকে সম্ভোগকরিবে। শীতে রাত্রিতে,গ্রীষ্মকালে দিবসে এবং বসন্তকালে দিনে ও রাত্রে, বর্ষা ও শরতে মেঘগর্জ্জন করিলে এইরূপে সম্ভোগ করিবে। হে নৃপতি বৃন্দ! প্রত্যহ ঈষদুষ্ণ জলে স্নান, দুগ্ধ পান ও বালাস্ত্রীসহ সহবাস ও অল্প পরিমাণ স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন তোমাদের পক্ষে হিতকর। কপিত্থচূর্ণ, দধি, দুগ্ধ, তক্র ও যবসংযোগে ঘৃত সুগন্ধি হয়। এইরূপে ভক্ষ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। কি করিলে তাহা দুর্গন্ধহীন হয় তোমাদিগকে বলিব।

আট প্রকারে ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হয়। যথা;—(১) শৌচ, (২) আচমন, (৩) বিরেচন (৪) ভাবনা, (৫) পাক (৬) বোধন (৭) ধূপন ও (৮) বাসন। কপিত্থ, বিল্ব, জম্বু, আম্র ও করবীর পত্রের জলে দ্রব্য শুচিকরণের নাম শৌচ। এই সকল পত্রের অভাবে মৃগনাভিজলে ও শৌচকার্য্য সম্পন্ন হয়। নখী, কুষ্ঠী, ঘন, মাংসী, স্পৃক্ক, শিলাজিৎ, কুঙ্কুম, লাক্ষা, চন্দন, অগুরু, নীরদ, সরল, দেবদারু, কর্পূর, কান্তা, বালা, কুন্দুরক, গুগ্গুল, শ্রীনিবাসক ও সর্জ্জরস, এই এক বিংশতি ধূপনদ্রব্য, ইহার মধ্যে ইচ্ছামত যে কোন দুইটিকে সর্জ্জরসে মিশাইতে হইবে। মধুর সহিত নখ, পিণ্যাক ও চন্দনের যদৃচ্ছা মিশ্রণে ধূপন হইয়া থাকে। ত্বক্, নাড়ী, ফল, তৈল, কুঙ্কুম, গ্রন্থিপর্ণক, শিলাজিৎ, তগর, কান্তা, চোল, কর্পূর, মাংসী, মুরা ও কুষ্ঠ, এই সকল স্নান-দ্রব্য। ইহার মধ্যে ইচ্ছানুসারে যে কোন তিনটি দ্রব্য লইয়া মৃগনাভি যোগ করিলে তাহাতে স্নানকার্য্য সম্পন্ন ও কাম বৃদ্ধি হয়। ত্বক্, মুরা, ও নলদ সমভাগে লইয়া প্রত্যেকের অর্দ্ধ পরিমাণ বাকসের ছাল মিশ্রিত করিয়া যে তৈল প্রস্তুত হয় তাহা কুঙ্কুম তুল্য হয় ও তাহা দিয়া স্নান করিলে দেহ হইতে পদ্মের মত গন্ধ বাহির এবং জলযার্দ্ধের সহিত সংযোজিত হইলে জাতি পুষ্পের ন্যায়

গন্ধবিশিষ্ট হয়। আর বাকসের সহিত সংযোজিত হইলে বকুল পুষ্প তুল্য মনোহর গন্ধবিশিষ্ট হয়। মঞ্জিষ্ঠা, তগর, চোল, ত্বক্, ব্যাঘ্রনখ, নখী ও গন্ধপত্র, ইহাতে অতি সুন্দরগন্ধ তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। মল্লিকাপুষ্পে সুগন্ধীকৃত তিলজাত তৈল প্রমদাগণের বড়ই প্রিয়। পুষ্প বাসিত তিল ঘানিতে পিশিয়া লইলে তৈলে তৎপুষ্প সদৃশ গন্ধ হয়। এলাইচ, লবঙ্গ, কক্কোল, জায়ফল, নিশাকর, ও জয়িত্রী, এই সকল দ্রব্য মুখশুদ্ধিকর। কর্পূর, কুঙ্কুম, কাস্তা, মৃগনাভি, হরেণুক, কক্কোল, এলা, লবঙ্গ, জাতিকোশক, ত্বক্, পত্র, ত্রুটি, মুস্তা, লতা, কস্তূরিক, লবঙ্গ, জায়ফল, জয়িত্রী, কটুকফল; এই সকল মিলাইয়া চূর্ণক প্রস্তুত করিবে। তাহাতে চারিভাগের একভাগ সুগন্ধ খদিরসার এবং আম্রের আটা দিয়া গুলি পাকাইবে। সেই সকল সুগন্ধ গুলি মুখে ফেলিয়া দিলে মুখের সর্ববিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া যায়। পঞ্চপল্লবের জলে প্রক্ষালিত সুপারি পূর্ব্বোক্ত গুটিকাদ্রব্য ও শক্তি দ্বারা বাসিত হইলে মুখ সুগন্ধিকর হয়। কটুক ও দন্তকাষ্ঠ তিন দিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে তাহাও গুবাকের ন্যায় মুখের সৌগন্ধ্য-কারক হইয়া থাকে। সমান দুই অংশে বিভক্ত ত্বক্ ও পথ্যে অর্দ্ধভাগ কর্পূর দিলে তাহাও নাগবল্লীর সদৃশ মনোহর মুখসুগন্ধকর হয়। এইরূপে ভোজনাদি করিয়া রাজা স্ত্রীদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন; কিন্তু তাহাদিগকে

কখনও বিশ্বাস করিবেন না ; বিশেষতঃ যাহারা পুত্রবতী হইয়াছে তাহাদিগকে একবারেই প্রত্যয় করিবেন না।

বল্লালচরিতে দ্বিতীয় খণ্ডে ভট্টপ্রোক্ত ব্যাসপুরাণে স্ত্রীলক্ষণাদি কামশাস্ত্র নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিয়াছেন :—

"সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ ও কলিতে কেবল দানই অতি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। দানধর্ম্ম ব্যতীত নরগণের আর অন্য ধর্ম্ম নাই। যিনি স্বর্গ, আয়ু ও ঐশ্বর্য্য কামনা করেন তাঁহার পাপশান্তির জন্য দান করা কর্ত্তব্য। এই ত্রিসংসারে দান হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই। দানে শত্রুজয় হয়, দানে স্বর্গলাভ ও ঐশ্বর্য্যলাভ হয়। দানে রোগ নষ্ট করে, দানে বিদ্যা ও যুবতী রমণী লাভ হয়। দানে বিবিধ ভোগ ও আয়ুলাভ হয়। এক দানই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উৎকৃষ্ট সাধন। দাতা পূর্ব্ব মুখ হইয়া দান ও গ্রহীতা উত্তর মুখ হইয়া গ্রহণ করিবেন। দানে দাতার আয়ু বৃদ্ধি হয় কিন্তু তাহাতে গ্রহীতার

আয়ুক্ষয় হয় না। মাতাকে দান করিলে শতগুণ, পিতাকে দান করিলে সহস্র গুণ, দুহিতাকে দান করিলে অনন্তগুণ ও সহোদরকে দান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। মনুষ্য ভিন্ন অন্যকে দান করিলে দান অনুরূপ ফল হইয়া থাকে। পাপীকে দান করিলে তাহার ফল অনেক। সঙ্কর জাতিকে দান করিলে দ্বিগুণ, শূদ্রকে দান করিলে চতুর্গুণ, বৈশ্যকে দান করিলে অষ্টগুণ, ক্ষাত্রিয় ও ব্রাহ্মণাভিমানীকে দান করিলে ষোলগুণ ফল হয়। ব্রাহ্মণকে দান করিলে কি ফল তাহা বলিতেছি। বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে দান করিলে শতগুণ, বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে দান করিলে অনন্তগুণ ও গুরুপুরোহিতকে দান করিলে অক্ষয় গুণ, দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও যাজ্ঞীক ব্রাহ্মণকে দান করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়। পদার্থ মাত্রেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে; অভয়দান সকল দেবতারই স্বভাব। ভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিষ্ণু; কন্যা, দাস, দাসী ও গজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রজাপতি। অশ্ব ও অশ্বের মত যোড়া খুর বিশিষ্ট জন্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যম। মহিষের ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যম। উষ্ট্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নৈর্ঋত, ধেনুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রুদ্র, ছাগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অনল, মেষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ, শূকরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হরি ও অন্যান্য বনজন্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু। জলাশয়ের অধিষ্ঠাত্রী

দেবতা বরুণ। জলাধার ও ঘটাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ। সমুদ্রজাত রত্ন সমূহের ও লৌহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অনল। শস্য ও পক্কান্ন প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রজাপতি। গন্ধ দ্রব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গন্ধর্ব্ব, বস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বৃহস্পতি, পক্ষীদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু, বেদ, বিদ্যা ও শিক্ষাকল্লাদি ষড়ঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা, পুস্তকাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী, শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিশ্বকর্ম্মা, বৃক্ষ-বনস্পতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হরি, ছত্র, কৃষ্ণাজিন, রথ, শয্যা,আসন, উপানৎ ও যান, এই আটের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অঙ্গিরা। রথের উপকরণ, শস্ত্র, ধ্বজাদি ও গৃহ, সকল দেবতাই এই সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইহাতে এই বুঝায় যে, সকল দ্রব্যেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বিষ্ণু কিম্বা শিব। ইহ জগতে 'শিব ভিন্ন কিছুই নাই।

ষোড়শ প্রকার মহাদানের কথা বলি শ্রবণ কর :— যথা (১) তুলা পুরুষ, (২) হিরণ্যগর্ভ, (৩) ব্রহ্মাণ্ড, (৪) কল্পবৃক্ষ, (৫) সহস্রসংখ্যক গো, (৬) সুবর্ণের কামধেনু, (৭) সুবর্ণের অশ্ব, (৮) সুবর্ণ অশ্বযুক্তরথ, (৯) সুবর্ণের হস্তী,(১০) সুবর্ণের হস্তিযুক্ত রথ, (১১)পঞ্চলাঙ্গল, (১২) ধরা, (১৩) বিষ্ণুচক্র, (১৪) কল্পলতা, (১৫) সপ্তসাগর ও (১৬) রত্নধেনু। এই সকল দানের ফল মহৎ। মহাভূতের আশ্রয় ঘটের দানও কথিত দানের

মত ফলপ্রদ। মণ্ডপ অভ্যন্তরে বসিয়া শুভদিনে দেবতা-দের পূজা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে এই সমস্ত অর্পণ করিতে হইবে। দান এই প্রকারে করিতে হইবে, যথাঃ—দানের দ্রব্যের নামোল্লেখ করিয়া "দদানি" "দিলাম" এই শব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে। পরে হাতে জল লইয়া দানের পাত্রকে মনেমনে চিন্তা করিয়া ভূমিতে জল নিক্ষেপ করিবে। বরং সাগরেরও অন্ত আছে কিন্তু দানের অন্ত নাই। সকল দানেই এই বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে যথা ঃ—অমুক নামক, অমুক গোত্র, অমুক প্রবর, বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞ, মহাত্মা, দানপাত্র আপনি আপনাকে আমার নিজের বা পিতা মাতার পুণ্য ও যশো বৃদ্ধির জন্য, সর্ব্বপাপ উপশমের নিমিত্ত, স্বর্গ, ভক্তি ও মুক্তির কারণ, অমুক নামক দেবতা অর্থাৎ বিষ্ণু কি রুদ্র দেবকে অমুক দ্রব্য দিতেছি। হরি ও শিব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এই দানের প্রতিষ্ঠার জন্য আমি সুবর্ণ দক্ষিণা দিতেছি। দানের দ্রব্য সুবর্ণ হইলে রজতের দ্রব্যে দক্ষিণা দিতে হইবে। আর আর দানের দক্ষিণা সুবর্ণ, রজত, তাম্র, তণ্ডুল ও ধান্য। কিন্তু নিত্য শ্রাদ্ধ ও নিত্য দেবপূজার দক্ষিণা নাই। পিতৃকার্য্যের দক্ষিণা রজত। তাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম লাভ হয়। মহাপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বসুধা দান করিয়া সুবর্ণ, রজত, তাম্র, মণি ও মুক্তা প্রভৃতি যাবতীয় ধনরত্ন দক্ষিণা দিতে

হইবে। যিনি বসুন্ধরা দান করেন তিনি পিতৃলোক স্থিত পিতৃগণকে ও দেবলোকস্থ দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকেন। যিনি গণ্ডগ্রাম কিম্বা কৃষকের গ্রাম অথবা শতসংখ্যক নির্ব্বর্ত্তন (২০০ × ২০০ হাত) পরিমিত ভূমি কিম্বা তাহার অর্দ্ধেক ভূমি অথবা শস্যশালী এক আড়া ও আবাপ পরিমিত ভূমি দান করেন তিনি তাহার ফলভুক্ হইয়া থাকেন। যিনি ইক্ষু অথবা যব ও ইক্ষু গোধূমবিশিষ্ট ভূমি দেবজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করেন তিনি আর পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করেন না। ফালকৃষ্ট বৃক্ষযুক্ত শস্যশালিনী ভূমি দান করিলে, যতকাল ভূলোক আদি সূর্য্য কিরণ স্পৃষ্ট হইবে দাতার ততকাল স্বর্গবাস নিশ্চিত। গুণশালী তপোবিশিষ্ট জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করিলে যতকাল এই সসাগরা ধরিত্রী থাকিবে তত কাল দাতার অনন্ত ফললাভ হইবে। যেমন বীজ মাটিতে ছড়াইলে তাহা অঙ্কুরিত হয়, তেমনই ভূমিদানের ফলও ফলিয়া থাকে। যেমন জলে তৈল বিন্দু পড়িলে তাহা সমস্ত জলে ছড়াইয়া পড়ে, তেমনই ভূমি দানের ফল তাহার প্রত্যেক শস্যে শস্যে অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। যে অন্নদান করে সে সুখী হয় আর যে বস্ত্র দান করে সে রূপবান্ হয়। যে ভূমি দান করে তাহার সবই দান করা হয়। যেমন দুগ্ধবতী গাভী দুগ্ধ দিয়া বৎসকে পোষণ করে তেমনই প্রদত্ত ভূমিও ভূমি-

দাতাকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। আদিত্য, বরুণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, সোম, হুতাশন ও ভগবান্ শূলপাণি ভূমিদাতার অভিনন্দন করিয়া থাকেন। ভূমিদাতাপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া পিতৃগণ স্পর্দ্ধা করিয়া বলেন, যে তাঁহাদের বংশে ভূমিদাতা জন্মিয়াছে,সে তাহাদিগকে রক্ষা করিবেই করিবে। সগরাদি রাজারা অনেককে ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। যে যখন ভূমির অধিকারী হয় তাহার তখনই ফল হয়। যিনি ভূমিদান করেন ও যিনি ভূমি গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই পুণ্যকর্ম্মা। তাঁহারা উভয়েই স্বর্গবাসী হন। লিখিয়া পড়িয়া ভূমিদান করা উচিত। ভবিষ্যৎ সাধু ভূপতিগণের অবগতির জন্য হয় পটে, নয় তাম্র ফলকে, আপনার মুদ্রাপরিচিহ্নিত করিয়া আপনার এবং আপনার বংশের পরিচয় লিখিয়া প্রতিগ্রাহীর বিবরণ ও দেয় বস্তুর নির্দ্ধারণপূর্ব্বক ভূপগণ স্বহস্তে তারিখ সহ শাসনপত্র করিয়া গিয়াথাকেন। হে পার্থিবগণ! যিনি স্বর্ণ, গো কিম্বা ভূমিদান করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। স্বর্ণ অগ্নির, ভূমি বিষ্ণুর, ও গোগণ সূর্য্যের অপত্য। এ হেন কাঞ্চন, গরু এবং মহী যিনি দান করেন, তাঁহার ত্রিলোক দান করা হয়। যিনি নূতন তড়াগ খনন করেন বা পুরাতন পুনর্ব্বার কাটাইয়া দেন, তিনি আপনার কুলোদ্ধার করিয়া স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া থাকেন। যে পাপ কর্ম্ম

করিয়াও ভিক্ষুককে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণভিক্ষুককে অন্ন দান করে সে পাপলিপ্ত হইতে পারে না। কন্যাদাতা এক-বিংশতিকুল উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মলোকে বাস করে। যিনি দেবালয় বা দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন তিনি সর্ব্ব প্রকার সুখলাভ করিয়া থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণকে দাসী দান করেন তিনি অপ্সরোলোকে গিয়া বাস করেন। তাঁহার শিশ্ন কথনও অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয় না।

সিংহগিরি বলিলেন ঃ—

রাজা শ্রীমান্ আদিশূর ব্রাহ্মণদিগকে বসন ভূষণ ও গন্ধপুষ্পে অলঙ্কৃত করিয়া নবীনা গৃহকর্ম্মদক্ষা, হিমাংশু-বদনা দাসী দান করিয়াছিলেন। এজন্য অপ্সরাদিগের সহিত বিহার করিতেছেন।

বল্লালচরিতে দ্বিতীয় খণ্ডে ভট্টপ্রোক্ত ব্যাসপুরাণে দান মাহাত্ম্যাদি কীর্ত্তন নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

ব্যাস বলিয়াছেন :—উপাধ্যায়, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, মহীপতি, মাতুল, শ্বশুর, পরিত্রাতা, মাতামহ, পিতামহ, বন্ধু ও জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য , এই সকল পুরুষ গুরু বলিয়া কথিত। আর মাতা, মাতামহী, পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা, শ্বশ্রূ, পিতামহী, জ্যেষ্ঠপিতৃব্যপত্নী ও ধাত্রী, এই সকল স্ত্রী গুরু বলিয়া আখ্যাত। পিতৃ ও মাতৃকুলে এই সকল ব্যক্তি গুরু বলিয়া কথিত। কায়মনোবাক্যে ও কার্য্যে ইঁহাদিগের অনুবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। গুরুকে দেখিলে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে। গুরুজনের সহিত এক আসনে উপবেশন করিবে না, কোনরূপ স্বার্থ জন্য গুরুজনের সহিত বিবাদ করিবে না এবং প্রাণগেলেও গুরুজনের সহিত কখনও দ্বেষ পূর্ব্বক কথাবার্ত্তা কহিবে না। অন্যান্য বিবিধ গুণে গুণী হইলেও এক গুরু প্রতি বিদ্বেষে অধঃপতন হইয়া থাকে। গুরুজনের মধ্যে পাঁচজনের অতি যত্নপূর্ব্বক পূজা করা উচিত। তাহার মধ্যে আবার বিশেষ পূজনীয় প্রথম তিন জন। এই তিনের মধ্যে আবার মাতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। (১) জন্মদাতা, (২) প্রসূতি, (৩) বিদ্যাদাতা, (৪) জ্যেষ্ঠভ্রাতা, (৫) ভর্ত্তা ; ইঁহারাই পঞ্চগুরু। ঐশ্বর্য্য-

কামী সর্ব্বযত্নসহকারে কিংবা স্বীয় প্রাণ দিয়া এই পঞ্চ-জনের বিশেষ করিয়া পূজা করিবেন। পিতার তুল্য দেবতা নাই ও মাতার তুল্য গুরু নাই। অতএব কার্য্যে কি মনে কি বাক্যে সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য সাধন করিবে। তাঁহাদের আজ্ঞা ব্যতীত অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় করিতে পারিবে না। অগ্নি, দ্বিজাতিদিগের গুরু, ব্রাহ্মণ, অপর বর্ণত্রয়ের গুরু এবং এক ভর্ত্তাই স্ত্রীগণের গুরু। অপিচ অতিথি সর্ব্বত্র সকলের গুরু। যে নরোত্তম ব্রাহ্মণকে বিষ্ণুবোধে প্রণাম করেন তাঁহার আয়ু, পুত্র, কীর্ত্তি এবং সম্পত্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ দুঃশীল হইলেও পূজনীয়, কিন্তু শূদ্র জিতেন্দ্রিয় হইলেও পূজনীয় নহে। ক্ষত্রিয়াচারী ব্রাহ্মণকেও অবজ্ঞা করা অনুচিত। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ রথারোহণ ও বেদরূপ খড়্গ ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা পরিহাসচ্ছলেও যাহা কিছু বলেন তাহাও পরম ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

বল্লালচরিতে দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যাসপুরাণে গুরু বর্ণ নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিয়াছিলেন :—

মানব্য, কাশ্যপ, কাঙ্কায়ন, রহূগণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, কল্বিষ, সুকালিন, আর্ষ্টিষেণ, অগ্নিবেশ, কৃষ্ণাত্রেয়, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গালব, চন্দ্রাত্রেয়, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক, মৌদ্‌গল্য, লাভায়ন, পরাশর, সৌপায়ন, অত্রি, কুহল, বাসুকী, রোহিত, বার্দ্ধাশ্ব, বৈয়াঘ্রপদা, দর্ভশালাবত, কপি, জমদগ্নি, কাঞ্চন, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, বিষ্ণুবৃদ্ধ, সাঙ্কৃত্য, গর্গ, কৌণ্ডিন্য, বংধূল, সাবর্ণ,অঙ্গিরা, মৌন কৌশ্য, মৌগন, জৈমিনি, শক্তি,কাণ্বায়ন, বাৎস্য, লোগাক্ষি,সুনক, অগস্তি, সোমরাজ,সন্দান, মাধব, ভৃগু,মৈত্রায়ণ, শাণ্ডিল্য, উপমন্যু, ধনঞ্জয়, মধুকুল্য, হারিত, বিদাল, গোভিল, কাস্কায়ন, যাস্ক, বাঞ্ছেয়, ব্রহ্মক্ষত্রক, যুবনাশ্ব, বৈণ্য, জাতূকর্ণ, অঘমর্ষণ, অম্বরীষ, ইধ্মবাহ, লৌহিত্য, ইন্দ্রকৌশিক, অজ, নিধ্রুব, ও রেভ, এই সকল ঋষিগণ গোত্র প্রবর্ত্তক।

বল্লাল চরিতে দ্বিতীয় খণ্ডে ভট্ট প্রোক্ত ব্যাসপুরাণে গোত্রকীর্ত্তন নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

রাজর্ষিগণ বলিয়াছিলেন :—

হে মুনে! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ কত প্রকার, তাহা বলুন; শুনিবার জন্য আমাদের কৌতূহল হইয়াছে।

ব্যাস বলিয়াছিলেন :—

সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকল এই পাঁচ প্রকার গৌড়ব্রাহ্মণ। ইঁহারা বিন্ধ্যের উত্তর দেশবাসী। আর কর্ণাট, তৈলঙ্গ, রাষ্ট্রবাসী, গুর্জ্জর, অন্ধ্র এই পঞ্চদ্রাবিড়; ইহারা বিন্ধ্যের দক্ষিণ দেশবাসী। জ্বলন্ত অর্কতুল্য তেজস্বী মগব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বকালে সূর্য্য-মণ্ডল হইতে নির্গত হইয়া শাকদ্বীপে অবতরণ করিয়াছিলেন।

ইতি ব্রহ্মবর্গ বিভাগ।

পাণ্ডব, পৌরব, বৌধ, সহস্রার্জ্জুন, হৈহয়, চন্দ্রাত্রেয়, কলচুরি, রট্ট, যাদব, তোমর, কৌশিক, কৌকুর ও কুশ্য, ইঁহারা সোমবংশোদ্ভব। ইক্ষ্বাকু, নিকুম্ভ, মৌর্য্য, সাগর, কচ্ছপঘাত, রাঘব, গোভিল, ও পাহাড়বাল, ইহারা সূর্য্য

বংশীয় ক্ষত্রিয়। চাহমান, মল্ল, ছিন্দ, চাপোৎকট, চৌলুক, সিলার, ও হুন, ইহারা ব্রহ্ম বাহুজ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়। মহাবল পরমারগণ শালুকিক, সেন্দ্রক ও কাদ্রবেয়গণ অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। বেণ, বৈণ্য, পৃথ, পৃথ্বীহার ও বৈনতেয়, ইহারা তার্ক্ষ্যবংশীয়, আর পাল নামক ক্ষত্রিয়েরা অধম ক্ষত্রিয়।

ইতি ক্ষত্রিয় বর্গ বিভাগ।

উপকেশা, প্রাগ্বাট, রোহিত, মহোৎসব, মাহিষ্মতা, বৈশাল্য, কৌশাম্ব্য শ্রাবক ও আযোধিক ও গুজ্জর ও উজ্জানিক, ইহারা বণিক্ বলিয়া খ্যাত। সুবর্ণ বণিকেরা বৈশ্যের অধম।

ইতি বৈশ্য বিভাগ।

বল্লাল চরিতে দ্বিতীয় খণ্ডে ভট্টপ্রোক্ত ব্যাসপুরাণে ত্রৈবর্ণিকবর্গ নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিয়াছেন :—

শূদ্র দুই প্রকার, সৎ শূদ্র ও শূদ্র। শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণ বা বৈশ্যের ঔরসে সৎ শূদ্রের উৎপত্তি। শূদ্র ব্রহ্মার পাদদেশ হইতে সমুৎপন্ন। ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্র জাতীয়া মহিলার গর্ভে যথাক্রমে মৌলক, অম্বষ্ঠ ও বংশজ জাতির উৎপত্তি। অম্বষ্ঠের ঔরসে বৈশ্যা কন্যার গর্ভে বৈদ্য জাতির উৎপত্তি। শূদ্রার গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে করণ জাতির উৎপত্তি। করণীর গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে কায়স্থ জাতির উৎপত্তি। করণের কায়াসমুৎপন্ন বলিয়া কায়স্থ জাতির "কায়স্থ" নাম হইয়াছে। কায়স্থ দুই প্রকার, শূদ্র কায়স্থ ও অম্বষ্ঠ কায়স্থ। কিরাত কায়স্থ বলিয়া যে আর এক প্রকার কায়স্থ আছে তাহারা বড়ই নিন্দিত। নিগম আর গন্ধ-বণিক্, বৈশ্যবংশ সমুৎপন্ন হইলেও বৈশ্য জাতি ধর্ম্মচ্যুত হওয়ায় ইহারাও শূদ্র হইয়া গিয়াছে। রত্নকার, স্বর্ণকার, রৌপ্যকার, লিপিকর, তাম্রকার, লৌহকার, শঙ্খকার, তন্তুবায়,তণ্ডুলী ও রাজ্জনী, ইহারা সৎশূদ্র ; বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে রামক জাতির, ও বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার

গর্ভে বৈদেহ জাতির উৎপত্তি। রামকের ঔরসে ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে উগ্রজাতির, উগ্রকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে আবৃত জাতির, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাত্য বৈশ্যের ঔরসে ও শূদ্র কন্যার গর্ভে আভীর জাতির, বৈশ্যের ঔরসে বৈদেহকন্যার গর্ভে কংসকার জাতির, বৈশ্যের ঔরসে অম্বষ্ঠ কন্যার গর্ভে গোপ ও গোপাল জাতির, রামকের ঔরসে বৈদেহকন্যার গর্ভে লেখকার জাতির, বৈশ্যের গর্ভে শূদ্রের ঔরসে তৈলকার জাতির, অম্বষ্ঠার গর্ভে স্বর্ণকারের ঔরসে চিকজাতির, বৈশ্যের ঔরসে কুবিন্দ কন্যার গর্ভে কৃষিক জাতির, কৃষিকের ঔরসে গোপ কন্যার গর্ভে তাম্বোলি জাতির, বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভে কন্দুক জাতির, কন্দুকের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে কল্লপাল জাতির, শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে যথাক্রমে আয়গব, বৈণ ও নরাধম চণ্ডাল জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

ক্ষেত্র ও বীজ ভেদে কখন ক্ষেত্রের উৎকর্ষে কখন বা বীজের উৎকর্ষে জাতি উচ্চ বা নীচ হইয়া থাকে, কখন বা অনুলোমানুসারে জাতি মাতৃজাতির তুল্য হইয়া থাকে। গুণানুসারে কখন অনার্য্য কন্যার গর্ভে আর্য্য জাতির ঔরসে উৎপন্ন জাতি আর্য্য হয়, কখন বা আর্য্যকন্যার গর্ভে অনার্য্যের ঔরসে জাত জাতি অনার্য্য হইয়া যায়। কৃষিকের ঔরসে অম্বষ্ঠার গর্ভে কুটুম্বি

জাতির, কুটুম্বির ঔরসে গোপালীর গর্ভে কুম্ভকার জাতির, লৌহকারের ঔরসে করণীর গর্ভে বর্দ্ধকি জাতির, বর্দ্ধকির ঔরসে তাম্রকার কন্যার গর্ভে বারুকি জাতির, শূদ্রা জাতির গর্ভে কুম্ভকারের ঔরসে পলগণ্ডক জাতির, কুম্ভকার কন্যার গর্ভে শূদ্রের ঔরসে মালাকার জাতির, ক্রয়ক্রীত কন্যার গর্ভে দাস জাতির ও ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভে নাপিত জাতির, হতভাগ্য ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের ঔরসে, চণ্ডাল, কিরাত ও ভড় জাতির যথাক্রমে উৎপত্তি। কিরাতের ঔরসে লৌহকার কন্যার গর্ভে শস্ত্রবিক্রয়ী জাতির, তাম্রকুট কন্যার গর্ভে তন্তুবায়ের ঔরসে পট্টিকার জাতির, শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে আয়োগব জাতির, কুবিন্দ কন্যার গর্ভে কল্লপালের ঔরসে শৌণ্ডিক জাতির ও শৌণ্ডিক কন্যার গর্ভে বর্দ্ধকির ঔরসে রঙ্গাজীব জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এই সমস্ত সঙ্কর জাতীয় কন্যার গর্ভে সঙ্কর জাতীয় পুরুষের ঔরসে কত যে অনন্ত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে তাহা স্থির করা কঠিন। পৌণ্ড, সুহ্ম, পলহ, পুলিন্দ, কিনার, কোল, তুষার, বরট, তুর্কাণা, শবর, শক, পারদ, দরদ, ব্যাধ, নিষাদ ও পুকশ, এই ষোড়শ প্রকার জাতি দস্যু মধ্যে গণ্য। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ম্লেচ্ছভাষী, কেহ কেহ বা আর্য্যভাষী। রজক, কর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্ল, এই সাত

প্রকার জাতি অন্ত্যজ। ইহাদের গৃহে জলাধার-স্থিত বাসী জল যখনই পান করিবে, তখনই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

বল্লালচরিতে দ্বিতীয় খণ্ডে ভট্টপ্রোক্ত ব্যাসপুরাণে শূদ্রবর্গ নামক ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন ঃ—হে পার্থিবগণ! ইহার পর সনাতনী রুদ্রগীতা বলিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন ঃ—

"হে রুদ্র! তোমাকে নমস্কার! তোমার ইষুকে নমস্কার! হে গিরীশ্বর! হে গিরিশয়নকারি! তোমার বাহুদ্বয়কে নমস্কার! হে রুদ্র! তোমার যে তনু মঙ্গলময় ও অভয়প্রদ, হে শিব! সেই সুখদায়ক শরীর দ্বারা আনন্দ বিকাশ কর! হে গিরীশ! নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত হস্তে তুমি যে ইষু ধারণ করিয়াছ, হে গিরিত্র! তাহাকে মঙ্গলময় কর। হে পুরুষ! জগতের হিংসা করিও না। হে গিরীশ! হে প্রভো! আমি

তোমায় মঙ্গলময় বাক্যে বলিতেছি, যেন এই বিশ্ব পুষ্পে পরিপূর্ণ হয়।

দেবগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ বক্তা ভিষক্, প্রথমে অধিবক্তা হইয়া বলিয়াছিলেন :—

হে রুদ্র! সর্প ও সকল রাক্ষসজাতিকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। এই যে আদিত্য-রূপী রুদ্র, যে আদিত্য উদয় কালে অত্যন্ত রক্তবর্ণ, পরে ঈষদ্ রক্তবর্ণ ও তাহার পর পিঙ্গলবর্ণ হন, সেই আদিত্যরূপী রুদ্র এবং পার্শ্ববর্ত্তী রশ্মি স্বরূপ বহু সহস্র রুদ্রগণের ক্রোধকে আমরা ভক্তি ও নমস্কারাদি দ্বারা নিবারণ করি। এই যে নীলকণ্ঠ, ঈষৎ রক্তবর্ণ শঙ্কর গমন করিতেছেন; গোপ বনিতাগণও যাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে, তিনি আমাদের দৃষ্টিতে সুখ প্রদান করুন। হে সহস্রাক্ষ, হে নীলকণ্ঠ, হে বর্ষণকারি! তোমাকে নমস্কার। তোমার পার্শ্বে যে সকল প্রাণী রহিয়াছে তাহাদিগকে নমস্কার! হে উমাপতে! তুমি তোমার ধনুর উভয় কোটির জ্যা মোচন কর। তোমার হস্তে আর যে সকল শ্রেষ্ঠ ইষু আছে, তাহা অন্যের প্রতি নিক্ষেপ কর। হে কপর্দ্দি! তোমার ধনুর জ্যা উন্মোচন কর। তোমার তূণীর শল্য রহিত হোক। ইহার ইষু সকল আমাদিগকে আঘাত করিতে অসমর্থ হউক। তোমার তূণীর কেবল বাণ ধারণ করিতেই সমর্থ

হউক। তুমি যে হেতি (অস্ত্র) নিক্ষেপে ইচ্ছা করিতেছ এবং তোমার হস্তে যে ধনু আছে, আমরা যজ্ঞ করিতেছি, উহা দ্বারা আমাদিগকে চারিদিকে রক্ষা কর। তোমার ধনুর যে হেতি তাহা আমাদিগকে চারিদিক্ হইতে পরিবৃত করুক। হে রুদ্র! তোমার তূণ মঙ্গলের নিমিত্ত আমাদের দিকে রাখ। ধনু বিস্তার ও বাণের ফলা সূক্ষ্ম করিয়া হে শতইষুধে এবং হে সহস্রাক্ষ! আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। তোমার আয়ুধকে নমস্কার। সেই অপ্রসারিত আয়ুধকে নমস্কার। তোমার উভয় বাহুকে নমস্কার এবং তোমার ধনুকে নমস্কার। হে রুদ্র! আমাদের মধ্যে যিনি মহৎ অথবা যিনি ক্ষুদ্র, আমাদিগকে বারি বর্ষণে শীতল করেন ও আমরা যাহাকে শীতল করি, সে সকলকে ও আমাদের পিতা ও মাতা ও সন্তানদিগকে বধ করিও না। তাহাদের প্রতি যেন তোমার ক্রোধ উদ্দীপ্ত না হয়। আমাদের সন্তান সন্ততি ও গো অশ্বের প্রতি যেন তোমার আক্রোশ না থাকে। তোমাকে আহ্বান করিতেছি; আমাদের আয়ু ও শ্রীবৃদ্ধি কর। আমাদের মধ্যে যাহারা বীরপুরুষ তাহাদিগকে বিনাশ করিও না। হে সেনাপতে! হে দিক্‌পতে! হে হিরণ্যবাহু! হে হরিকেশ! হে পশুপতে! হে হরিত-শীর্ষবৃক্ষরূপী! হে জ্যোতির্ম্ময়! হে পথ্যাপতে! তোমাকে নমস্কার! হে সূত্ররূপি! হে হরিকেশ! হে

পরমপালক, তোমায় নমস্কার। সহস্র যোজন পর্য্যন্ত তীর্থপর্য্যটনকারিদের বাণ ও তূণীর ধারণপূর্ব্বক তুমি রক্ষা কর। হে ব্যাধিবিনাশকারি! হে অন্নপতে! হে জগৎ-হেতু! হে জগৎপতে! তোমাকে নমস্কার। হে রুদ্র! হে ব্যাপক! হে ক্ষেত্রপতে! হে সূত-স্বরূপ! হে বনস্বামিন্! তোমাকে নমস্কার। হে সেনা-পতে! হে বেগগামি! হে ব্যাপক! হে প্রাণিপতে, তোমাকে নমস্কার! হে আধিব্যাধিহীন! হে রক্ত-বর্ণ! হে স্থপতে! হে বৃক্ষপতে! তোমাকে নমস্কার। হে মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ! হে বণিক্‌প্রধান! হে গৃহপতে! তোমাকে নমস্কার। হে উচ্চশব্দকারি! হে ক্রন্দন-কারি! হে বঞ্চক! হে পরিবঞ্চক! হে ইষুধিমন্, তোমাকে নমস্কার! হে বিচরণশীল! হে সেনাপতে! হে অরণ্যপতে! হে বিচরণকারি! হে তস্করপতে! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। হে অনুসরণকারি! হে জিঘাংসক! হে চৌররতপতে! তোমাকে নমস্কার। হে অসিযুক্ত! হে ছেদনপতে! হে নিশাচব! হে রুদ্র! হে ধারক! তোমায় নমস্কার। হে উষ্ণীষ ধারি! হে তস্করপতে! হে ধনুর্দ্ধর! হে ইষু-মন্! হে গিরিচর, তোমায় নমস্কার! হে ধনুবিস্তার-কারি! হে লক্ষ্যবেধকারি! হে সম্প্রাদাতঃ! হে বিশ্বস্রষ্টঃ! তোমায় নমস্কার। হে বিদ্বন্! হে নিদ্রা-

তুর! হে জাগরূক! হে শয়ান! হে আসীন, হে দণ্ডায়মান! তোমাকে নমস্কার। তুমি সভাপতি ও সভাস্বরূপ। হে অশ্বস্বরূপ! হে ব্যাধিস্বরূপ! তোমায় নমস্কার। হে বেধকারি! হে সপ্তমাতৃকগণ-স্বরূপ! হে হিংসাকারি! হে গণ! হে সংসারাসক্তগণের পতি! হে সংসারাসক্ত! হে বিরূপ! তোমায় নমস্কার। হে বিশ্বরূপ! হে সেনাস্বরূপ! হে সেনানী! হে রথি! হে রথ! তোমায় নমস্কার। হে সূত্রধর! হে সংগ্রহীতঃ! হে উৎসবস্বরূপ! হে বালক্! হে তক্ষক! হে রথকারি! হে কর্ম্মকার, হে কুলাল! হে নিষাদ! তোমায় নমস্কার। হে শাকুনিক, হে কুক্কুরচালক! হে মৃগয়াকারি! তোমায় নমস্কার। হে কুক্কুর! হে কুক্কুরপতে! হে রুদ্র! হে ভব! হে নীলকণ্ঠ! হে শর্ব্ব! হে পশুপতে! হে শীতিকণ্ঠ! হে কপর্দ্দি! হে সহস্রাক্ষ! হে জটাযুক্ত! হে শতধনু-র্ধারি! হে গিরিশ! হে জীবহৃদয়স্থিত! হে স্তবনীয়! হে ইষুমন্! হে হ্রস্ব! হে বামন! হে বৃহৎ! হে বর্ষীয়ঃ। হে বৃদ্ধ! হে গুণবত্তম! হে প্রথম! হে অগ্র! হে ব্যাপক! হে গমনকুশলি! হে শীঘ্রগামি! হে প্রবাহবাসিন্! হে তরঙ্গ, শব্দ, নদী ও দ্বীপস্বরূপ! হে জ্যেষ্ঠ! হে কনিষ্ঠ! হে পূর্ব্বজ! হে মধ্যম! হে অপগণ্ড! হে প্রাজ্ঞ! হে শ্রেষ্ঠতম,

তোমায় নমস্কার! হে জঘন্য! হে প্রিয়দর্শন! হে বিবাহসূত্রধারিন্! হে দক্ষিণ! হে শুভ! হে শুভ্র! হে উন্নত! হে অবনত! হে শস্যপ্রাঙ্গণবাসিন্! হে বন্য! হে শব্দস্বরূপ! হে প্রতিধ্বনি-স্বরূপ! হে শীঘ্রগামি! হে সেনাপতে! হে অন্তর্যামি! হে শূর! হে ভেদকারি! হে ভস্মপাত্রধারি! হে কবচ-ধারি! হে বর্ম্মধারি! হে উৎকৃষ্ট গৃহযুক্ত! হে বেদ-প্রসিদ্ধ! হে বিখ্যাতসেমাযুক্ত। হে ভেরীশব্দস্বরূপ! তোমায় নমস্কার। মুষল দ্বারা তুমি তোমার শত্রুদিগকে বিতাড়িত কর। তুমি দুর্জ্জেয়! তুমি তোমার অরাতি-বৃন্দের রহস্য সমস্ত অবগত। তোমার শর সকল সুতীক্ষ্ণ। তুমি বিপক্ষনিপাতকরণোপযোগী শস্ত্র-সম্পন্ন। তুমি নিজে শস্ত্র। তোমার ধনুঃ মঙ্গলময়। ক্ষুদ্র ও প্রশস্ত পথে ক্ষুদ্র নদী প্রস্রবণ এবং জলাশয় মধ্যদিয়া তুমি পরিভ্রমণ কর। তড়াগ, পুষ্করিণী, অগ-ভীর হ্রদ, স্বচ্ছ উজ্জ্বল বারি, সূর্য্যরশ্মি, বারিদ, বিদ্যুৎ, মেঘ, অম্বু, বায়ু এবং অন্যান্য সলিলে তুমি পর্য্যটন কর। তুমি বৃষ্টিরূপ! বিশ্ববিলোপ অন্তে যে বারি রাশি থাকে তাহা তুমি। তুমি গৃহ এবং গৃহী। তুমি উমা সহ অব-স্থিতি কর এবং তুমি রুদ্র। তুমি সূর্য্য! তুমি তাম্র-বর্ণ দেব, তুমি সুখদাতা, তুমি ভয়ানক। তোমা হইতে দূরে অবস্থিত এবং তোমার সন্নিহিত শত্রুকুলকে পৃষ্ঠ প্রদ-

র্শন না করিয়া তুমি সংহার কর। তুমি তোমার শত্রু-সংহারক। তুমি সুখসমুৎপন্ন। তুমি সুখ ও মঙ্গলের মূল। সুখ, শুভ হইতে তোমার জন্ম। তুমি শুভসুখের জনক। তুমি পরমমঙ্গলময়। তুমি জীবন নদীর উভয় কূলেস্থিত। স্রোতস্বতী সহ এবং তাহার বিরুদ্ধে তুমি গমন কর। হরিত শস্প, ফেনা, সৈকততীর, নদী, পর্ব্বত, ভূমি, বাসোপযোগী ও মরুস্থলে এবং জলপূর্ণ রথ্যা বিচ্ছিন্ন স্থানে তুমি প্রকট ভাবে অবস্থান কর। গো-চারণভূমি, শয্যা, গৃহ, নরবাহু এবং শিশির বিন্দুতে তুমি বাস কর। পর্ব্বত গহ্বর, শুষ্ক ও হরিত ইন্ধন-বন, ধরা, ধূলি এবং উদ্ভিদ্‌শূন্য স্থানে তুমি অধিষ্ঠান কর। শুষ্কতৃণ ধরা, তরঙ্গ, পত্র ও পল্লব মধ্যে তুমি বাস কর। তুমি তোমার রিপুকুলকে বিনাশ কর। তুমি তোমার রিপু-বৃন্দকে স্বেদবারি বর্ষণ করিতে এবং তোমার প্রদত্ত আঘাতে চীৎকার করিতে বাধ্য কর। যে সমস্ত দেবতা ধনু ও শর প্রস্তুত করেন, যাঁহারা মহামনা এবং সুরগণের হৃদয়, যাঁহারা বাঞ্ছিত বিভবের দাতা, যাঁহারা অমর এবং যাঁহারা পাপ ধ্বংস করেন, তাঁহাদিগকে আমি প্রণাম করি। তোমাদিগকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। হে নীল-গ্রীব দেব! হে দরিদ্রের অন্নদাতা! হে পাপীজনের শাস্তা! তোমাকে নমস্কার করি। হে প্রভো! আমাদিগের লোকজন এবং পশু সকলকে ভয় দেখাইও না। তোমার

আশীর্ব্বাদে কেহ যেন বিনষ্ট না হয়। হে সবলকায় রুদ্র! তোমার প্রশংসা সূচক এই সকল গীতা আমরা গাইতেছি। সমস্ত গ্রামস্থ দ্বিপদ ও চতুষ্পদের মঙ্গল উদ্দেশ্যে আমরা এই গীতা গাইতেছি। হে রুদ্র! তোমার শিবময় শরীর সকল সময়ে আমাদের পক্ষে ভেষজ স্বরূপ। তাহা তোমারও পক্ষে ঔষধ স্বরূপ। সেই ঔষধ দ্বারা আমাদের সানন্দ ও আরোগ্য কর। এইরূপ করিলে আমাদের প্রাণ রক্ষা হইবে। রুদ্র! তোমার শস্ত্র সকল আমাদের দিক্ হইতে ফিরাইয়া লও। হে রুদ্র! যৎকালে তুমি রাগে প্রজ্বলিত এবং বিনাশ সংকল্পী হও, সে সময়ে যেন আমরা তোমার রোষাগ্নিতে পতিত না হই। হে রুদ্র! আমাদিগকে তোমার স্থায়ী কৃপা বিতরণ কর। আমাদের পুত্র ও পৌত্রেরা যেন সুখ ভোগ করিতে পারে। হে শিব! তুমি পরম মঙ্গলময়। তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সলিলবর্ষণকারী আর কেহ নাই। তুমি আমাদের প্রতি অনুকূল হও। সর্ব্বোচ্চ-বৃক্ষ শিরে তোমার শস্ত্র সকল রক্ষা কর। চর্ম্ম পরিহিত হইয়া এবং তোমার ধনুধারণপূর্ব্বক আমাদের নিকট আগমন কর। হে প্রভো! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি তোমার ভক্তবৃন্দকে ধন বিতরণ কর। তোমার বর্ণ শুভ্র। তোমার শত সহস্র শস্ত্র দূরে নিক্ষেপ কর। আমরা যেন সেই সমস্ত অস্ত্রের লক্ষ্য না হই।

তুমি তোমার হস্তে শত সহস্র অস্ত্র ধারণ করিয়াছ। হে শক্তিধর প্রভো! সেই সকল অস্ত্রের তীক্ষ্ণ শাণিত ভাগ আমাদের দিক্ হইতে ফিরাইয়া লও। আমাদিগের হইতে শত সহস্র যোজন অন্তরে দাঁড়াইয়া তুমি তোমার ধনুকে টঙ্কার দাও। সর্ব্বস্থানব্যাপী বায়ুর ন্যায় মহাসাগরকে রুদ্র আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছেন। আমাদের হইতে সহস্র যোজন দূরে দাঁড়াইয়া রুদ্র সকল তাঁহাদের ধনুকে টঙ্কার দিউন। শত সহস্র শুভ্রগ্রীব ও নীলকণ্ঠ রুদ্র সুরলোকে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। শত সহস্র শর্ব্ব কি না রুদ্র রজনী কালে পরিভ্রমণ করেন। ইঁহারা অধোদেশে বাস করেন। ইঁহাদেরও ধনুঃ আমাদের সহস্র যোজন দূরে আকৃষ্ট হউক। সহস্র সহস্র শ্বেত ও কপিশ বর্ণ রুদ্র আছেন। ইঁহাদের কণ্ঠ নীল ও গ্রীবা শুভ্র এবং ইঁহারা বৃক্ষে বাস করেন। ইঁহাদেরও ধনুঃ আমাদের হইতে শত সহস্র যোজন দূরে আকৃষ্ট হউক। ভূতপতি রুদ্রও আছে। এই সকল রুদ্রের মধ্যে কেহ মণ্ডিতকেশ, কাহার শিরে জটাজূট। আমাদের হইতে সহস্র যোজন অন্তরে দাঁড়াইয়াই ইঁহারা ধনুকে টঙ্কার দিউন। আহার দানে আমাদের পোষণ করেন, আমাদের শত্রুসহ সংগ্রাম করেন ও চতুর্দ্দিকে আমাদের রক্ষা করেন, এইরূপও অনেক রুদ্র আছেন। আমাদের হইতে সহস্র যোজন অন্তরে ইহাদের ধনুঃ আকৃষ্ট হউক। কোন কোন রুদ্র

আহারীয় ও পানপত্রমধ্যে গুপ্ত থাকিয়া মানুষকে বিরক্ত করেন। ইঁহাদেরও ধনুঃ আমাদের হইতে সহস্র যোজন দূরে টঙ্কারিত হউক। ধনুঃ ধারণ পূর্ব্বক ও হস্তে অস্ত্র লইয়া পবিত্র স্থানে পরিভ্রমণ করেন, এরূপ রুদ্রও আছেন। আমাদের হইতে সহস্র যোজন দূরে ইঁহারা ধনুঃ আকর্ষণ করুন। এইরূপ ও অন্যবিধ অনেক রুদ্র আছেন। ইঁহারা এই বিশ্বের অনেক স্থানে অবস্থিতি করেন। ইঁহাদেরও ধনুঃ আমাদের হইতে অনেক দূরে আকৃষ্ট হউক।

যাঁহারা সুরলোকবাসী এবং বারিধারা যাঁহাদের অস্ত্র, সেই সকল রুদ্রদের আমি নমস্কার করি। ইঁহাদের পূজা করিবার নিমিত্ত আমরা অষ্ট দিকে অঞ্জলি বদ্ধ করি। আমরা ইঁহাদের নমস্কার করি। ইঁহারা আমাদের রক্ষা, আমাদের সুখী করুন। যিনি আমাদের বিদ্বেষী ও যাহাকে আমরা বিদ্বেষ করি তাহাকে আমরা এই সকল রুদ্রের করকবলে অর্পণ করিব। ধরণীতলে এমন রুদ্র আছেন, যাঁহারা আমাদের অন্ন পানকে আপনাদের অস্ত্র করিয়া থাকেন। ইঁহাদের আমরা নমস্কার করি এবং পুটাঞ্জলি হইয়া অষ্ট দিকে ইঁহাদের অর্চ্চনা করি। ইঁহাদের আমরা নমস্কার করি। আমাদের বিদ্বেষী ব্যক্তিকে ও যাহাকে আমরা বিদ্বেষ করি তাহাকে আমরা এই সকল রুদ্রের করকবলিত করিব।

যে ব্যক্তি এই পবিত্র রুদ্র গীতা পাঠ ও শ্রবণ করেন এবং যিনি তাহা স্মরণ করিয়া রাখেন, তাঁহার আর জন্ম হয় না। দেহান্তে তিনি রুদ্রলোকে গমন করেন।

ইতি বল্লালচরিতের দ্বিতীয় খণ্ডে ভট্টপ্রোক্ত ব্যাস-পুরাণে রুদ্রগীতোপনিষৎ নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়।

সিংহগিরি বলিলেন :—"হে মনুজেশ্বর। পুরাকালে মহামুনি ব্যাস রাজর্ষিদের যেমন করিয়া বলিয়াছিলেন, আমিও তোমাকে সেইরূপ করিয়া এই ব্যাসপুরাণ বলিলাম। তুমি যথেচ্ছ সংসারসুখ সম্ভোগ কর। পিতৃগণকে ও দেবগণকে পরিতৃপ্ত কর। হে প্রকৃতি-পতে! বিবিধ দানে ব্রাহ্মণদিগকে পরিতুষ্ট কর। হে মহীপাল! তোমার নবীনা রাজ্ঞী শিলাদেবীসহ পিতৃপিণ্ড নামক যজ্ঞ কর। সেই যজ্ঞ করিলে সেই রাজ্ঞীর গর্ভে তোমার এক পুত্র হইবে। হে ধরণীপতে! হে পরন্তপ! প্রযত হইয়া কৃচ্ছ্র নামক ব্রত আচরণ পূর্ব্বক সেই যজ্ঞে তুলা দান করিবে। আমি এখন জগন্নাথপুরী অর্থাৎ

পুরুষোত্তমাভিমুখে গমন করিব। আমায় স্মরণ করিলেই আমি পুনর্ব্বার এখানে আসিব।”

শরণদত্ত বলিতেছেন ঃ—“মুনি সিংহগিরি রাজাকে এইরূপ বলিয়া যে সকল শিষ্যসহ বল্লাল-সভায় আসিয়াছিলেন, তাহাদের সহিত চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে পর, রাজা মনে মনে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া পিতৃপিণ্ডযজ্ঞ ও দান করিতে মনস্থ করিলেন। সেই যজ্ঞের ফল মনোমধ্যে আন্দোলন পূর্ব্বক, মন্ত্রী, পুরোহিত বলদেব ও বিপ্রগণ সহ তিনি মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। মন্ত্রণা করার পর যজ্ঞ ও দান করিবার জন্য তিনি ব্রাহ্মণগণসহ সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাহার পর সর্ব্বগুণসম্পন্ন মন্ত্রী আদিদেবকে নির্জ্জনে সকল কর্ত্তব্যের আদেশ প্রদান করিলেন।”

রাজা বলিলেন ঃ—“দেখ বলদেব প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ যেমন যেমন বলিয়াছেন, যজ্ঞ ও দানের সেই সেই মত দ্রব্য সকল সংগ্রহ করা হউক। হরদাস, বিষ্ণুদাস ও দুর্গাসিংহ, ইহারা যথাক্রমে শকটে করিয়া অন্নাদির সম্ভার সংগ্রহ করুন। যজ্ঞস্থল পতাকা দ্বারা সজ্জিত করা হউক। মহাত্মা রাজন্যগণের জন্য পটমণ্ডপ প্রস্তুত করা হউক। পাক ও পরিবেশন করিবার জন্য কণ্ঠে সূত্রধারী শত ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করা হউক। বীণাধ্বনি সহ গীত হইতে থাকুক। নট ও নর্ত্তকেরা নৃত্য করিতে

থাকুক। অন্তঃপুরযোষাদের যজ্ঞস্থল দেখিবার উপযোগী গৃহ প্রস্তুত করা হউক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও সৎশূদ্রগণকে নিমন্ত্রণ করা হউক। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ-গণের বাসোপযোগী গৃহ সকল প্রস্তুত করা হউক। তাহাতে প্রচুর পরিমাণে ভোজ্য দ্রব্য রক্ষা করা হউক।"

ইহার পর লক্ষ্মণসেনকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন ঃ—"তুমি বিক্রমপুরে গিয়া পিতৃব্য সুখসেন ও কুমার ধ্রুবকে যজ্ঞে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আইস। তাঁহাদের বলিয়া আইস যেন তাঁহাদের অন্তঃপুরিকাগণও আগমন করেন।"

শরণদত্ত বলিয়াছেন ঃ—"লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুরে যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন পূর্ব্বক শুভকার্য্যে সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ধ্রুব ও সুখসেন সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়া অন্তঃপুরিকাগণ সহ যজ্ঞ দর্শন মানসে গৌড়ে আগমন করিলেন। বল্লালসেনের যজ্ঞের কথা শুনিয়া যজ্ঞকুশল বৈদিকগণ হৃষ্টচিত্তে যজ্ঞস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহস্র সহস্র অনাহূত ও রবাহূত ব্রাহ্মণ অর্থপ্রাপ্তির আশায় দিগ্‌দিগন্তর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। যত সব সামন্ত রাজা এই মহোৎসব দেখিবার জন্য নানাবিধ যানে আরোহণ করিয়া বিবিধ উপঢৌকন সহ আগমন করিলেন। বল্লাল নৃপতির কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগকে বিস্তর ভক্ষ্য ভোজ্য

সমন্বিত সুন্দর গৃহ সমূহে স্থান দিয়াছিলেন। মণ্ডলাধি-পতিগণ রাজা বল্লালকে দেখিয়া ও বল্লালকর্ত্তৃক প্রতিপূজিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট গৃহে গিয়া আশ্রয় লইলেন। রাজগণ ও রাজন্যগণ বিশ্রাম করিয়া যজ্ঞ ভূমে বিদ্যমান পাণ্ডুবংশীয় প্রজানাথ রাজা বল্লালকে দেখিতে লাগিলেন। বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণ যথা সময়ে মল্‌হনপুত্র বল্লালকে দীক্ষিত করিলেন। ধরণীপতি বল্লাল পূজনীয় সুখসেন ও বিষ্ণুমল্লের নিকট গিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ও ধরৎসেন, যজ্ঞসেন, ধর্ম্মসিংহ ও ধ্রুবকে বলিলেন:—"আপনারা প্রসন্ন হইয়া আমাকে আমার এই যজ্ঞাদি কর্ম্মে অনুমতি দান করুন।" তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া সেই ধার্ম্মিক রাজা কর্ম্মচারিদের মধ্যে যে যে কার্য্যের উপযুক্ত তাহাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ভক্ষ্য ভোজ্যের অধিকারে ভীমসেনকে, দান কার্য্যে দানাচার্য্যকে, বৃহস্পতিকে অন্যান্য কার্য্যে ও অন্যান্য ব্যক্তি এবং লক্ষ্মণসেনকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের অভ্যর্থনা করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। গৌড় নগরে রাজার সেই রমণীয় যজ্ঞ সভা নানা বৃক্ষে সুশোভিত ও নানাবিধ বিশ্রামগৃহে অলঙ্কৃত ও নানা রত্নে, কুপ্যরত্নে, গজাস্তরণে, চিত্র, বিতান, পর্য্যঙ্ক, ধ্বজা ও পতাকা সজ্জিত হইয়াছিল। সেখানে লোক-জনসহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের থাকিবার

পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেই উৎসবস্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও সৎশূদ্রেরা রাজা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন এবং ভোক্তৃ-গণ, রাজপুত্রগণ, রাজগণ, রাজন্যগণ, মহামাণ্ডলিকগণ, অন্তরঙ্গগণ ও মহাপদগণ বল্লাল কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া যথাযোগ্য আসনে সুরলোকস্থ দেবগণের ন্যায় উপবেশন করিয়াছিলেন। সেই সভামধ্যে রাজা বল্লাল দেবগণ ও পিতৃগণকে পাপঘ্ন যজ্ঞে পূজা করতঃ দেবসভাধিষ্ঠিত ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সর্ব্বাভরণে ভূষিত রাজা বল্লাল মস্তকে উষ্ণীষ ও হস্তে খড়গ ধারণ পূর্ব্বক, পুষ্টি কামনায় দ্বিতীয় কর্ণের ন্যায় দান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বীয় দেহের ভার পরিমিত সুবর্ণ রাশি বিস্তর দক্ষিণা সহ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। যজ্ঞশেষে সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণগণকে ও অন্যান্য সহস্র সহস্র লোককে ভোজন করাইলেন। এইরূপে সেখানে দেবগণ ও পিতৃগণ হব্যকব্যে এবং ব্রাহ্মণগণ বহু দক্ষিণা পানভোজন ও সুবর্ণ দানে একান্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

ইতি আনন্দভট্টপ্রোক্ত বল্লালচরিতের দ্বিতীয় খণ্ডে শরণদত্তকৃত বল্লাল-চরিতের যজ্ঞোৎসব নামক একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

যজ্ঞাবসানে একদিন বল্লালের জ্ঞাতি কুটুম্ব বালক ও রাজপুত্রগণ সকলে মিলিয়া ভোজ্যশালায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহারা আসনে উপবেশন পূর্ব্বক বল্লালসহ ভোজন করিতে আরম্ভ করিলে বৈশ্যগণ দেখিল তাহাদের স্বতন্ত্র ভোজনস্থল নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তাহারা দেখিল একটি পৃথক নির্দ্দিষ্ট ভোজনগৃহে সৎ-শূদ্রগণ স্পর্দ্ধা সহকারে ভোজন করিতে প্রবেশ করিল। ইহাতে বৈশ্যগণ পরস্পরে মন্ত্রণা করিয়া রাজবাড়ী হইতে চলিয়া যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িল। কেহ বা বাহিরে গিয়াছে, কেহ বা যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে ভীমসেন তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া বিনয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা এত লোক অনাহারে চলিয়া যাইতেছেন কেন? আপনাদের মনের কথা আমাকে খুলিয়া বলুন।" ভীমসেনের এই কথা শুনিয়া বণিক্‌গণ বলিল "মহাশয়! বড় ছোঁয়াছুঁয়ি হইতেছে, আমরা এখানে খাইতে পারিব না।" তাহাদের বাক্যে কোন আস্থা না করিয়া ক্রোধ সহকারে ভীমসেন বলিয়া উঠিলেন "কি! শূদ্রগণের এত বড় স্পর্দ্ধা!" এই বলিয়া তাহাদিগকে অপমান করিলেন। তাহাতে অনেক

বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। অবশেষে রাজবল্লভ ভীমসেন কুপিত হইয়া বড় গালাগালি দিয়া ফেলিলেন। তাহাতে বণিক্‌গণ শরৎকালীন মেঘের ন্যায় কতকগুলা বাজে বকিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে রাজবাটী হইতে চলিয়া যাইল।

আনন্দভট্টপ্রোক্ত বল্লাল-চরিতের উত্তর খণ্ডে শরণ দত্তকৃত বল্লাল-চরিতে বণিক্‌গণের অপমান নামক দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

পরদিন রাজা সভায় বসিয়া আছেন এমন সময় রাজবল্লভ ভীমসেন তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক ভূমিতে জানু পাতিয়া বলিলেন "দেব! সকল শূদ্রগণই ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে, কেবল সুবর্ণ বণিকেরা অভুক্ত দর্প সহকারে চলিয়া গিয়াছে। দাম্ভিক দুরাত্মা বণিক্‌গণ কুলগর্ব্বে দুরাশায় পড়িয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন করিতে চায়। তাহাদিগের ভোজ্য স্থান শূদ্রশূন্য থাকাতেও মহারাজকে অপমান করিয়া তাহারা চলিয়া গিয়াছে। সেই দুরাত্মা বল্লভ

এই বণিক্‌গণের নেতা। হে মহারাজ! পালেরা তাঁহাকে সপক্ষে লইয়াছে, তাই সে আপনার সহিত বিরোধ করিতে চায়। মগধেশ্বর তাহার জামাতা হইয়াছে। সেই হেতু বর্ণের মধ্যে তাহার বড় মান হইয়াছে। সেই গর্ব্বে সে ধরাকে শরার মত জ্ঞান করে।" ভীমসেনের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ঘৃত প্রক্ষেপে প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় রাজা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি সিংহাসনে বসিয়াই দাঁত কড়মড় করত গর্জ্জনকারী তড়িত্বান্ মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ক্রোধে কম্পিত কলেবর রাজার মস্তক হইতে হীরক-সমুদ্ভাসিত কিরীট খসিয়া পড়িল। বোধ হইল যেন সায়ংকালে আকাশ হইতে উল্কাপিণ্ড বিচ্যুত হইল। তখন ক্রোধে ঘুর্ণায়মান চক্ষু রাজা বল্লাল বণিক্‌দিগের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। বলিলেন "যদি এই দাম্ভিক বণিক্‌জাতিকে শূদ্র জাতি করিয়া না দিতে পারি, যদি দুরাত্মা সওদাগর বল্লভচন্দ্রকে দণ্ড দিতে না পারি, তবে গো ব্রাহ্মণ হত্যা করিলে যে পাতক হয় আমার যেন তাই ঘটে। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বিনাশ করিবার জন্য ভীমসেন যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমার এই প্রতিজ্ঞা সেই রূপ বলিয়া জানিবে। আজ হইতে ইহারা শূদ্র হইল। আজ হইতে ইহাদের যজ্ঞসূত্র ধারণ বৃথা। ইহার পর যে ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগের যাজন, ইহাদিগকে অধ্যাপন ও

ইহাদিগের প্রতিগ্রহ করিবেন তাহারা ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান হইলেও পতিত হইবেন। কদাচ ইহার অন্যথা হইবে না।" ইহার পর রাজার সেই আদেশ দেশে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। বণিক্‌গণ তাহা শুনিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তাহারাও রাজার উপর বিরক্ত হইয়া দাসব্যবসায়ীদিগকে গৌড় নগরে আর যাইতে দিল না এবং দাসদিগের দ্বিগুণ, ত্রিগুণ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। দাসের অভাবে সকল জাতিরই বড় কষ্ট হইতে লাগিল। কষ্টের কথা প্রজাগণ রাজাকে নিবেদন করিলে কি কর্ত্তব্য তিনি তাহা ভাবিতে লাগিলেন এবং অন্য উপায় না দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন "যে লোকের মঙ্গলের জন্য কৈবর্ত্তদিগকে দাস্য কর্ম্মে নিযুক্ত করা হউক।" কৈবর্ত্তরা দাস্য করিতে ইচ্ছুক ছিল। রাজার এই আদেশ শুনিয়া হাজারে হাজারে রাজ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। গললগ্নীকৃতবাস কৈবর্ত্তদিগকে রাজা বলিলেন "সেবা তোমাদিগের বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল, তোমরা যাও, তোমরা ব্যবহার্য্য জাতি হইলে।" কৈবর্ত্তের মধ্যে যে প্রধানকে রাজা মহত্তর করিয়াছিলেন, তাহাকে এখন মহামাণ্ডলিক করিয়া দিলেন। তাহার নাম মহেশ। তাহাকে নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া তাহার দল বলের সহিত তাহাকে দক্ষিণাঘাট নামক স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর অন্য এক

সময়ে মালাকার কুম্ভকার ও কর্ম্মকারেরা গলবস্ত্র হইয়া করযো'ড়ে রাজ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজা তাহাদের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন:— "তোমরাও আমার বাক্যে সৎশূদ্রের ন্যায় ব্যবহার্য্য হইবে।" যাঁহার বাক্যে শুচি অশুচি হয় ও অশুচি শুচি হয়, সেই রাজা বল্লাল কেন না দেবগণ্য হইবেন?

কিছুকাল পরে রাজা বল্লাল দাসব্যবসায়ী সুদুর্ম্মতি অধম ব্রাহ্মণগণকে ব্রাহ্মণত্ব হইতে বিচ্যুত করিলেন। স্বকার্য্যে নিযুক্ত "ধার"কে মহত্তর উপাধি এবং নিজ নাপিতকে ঠক্কুর উপাধি প্রদান করিলেন। এই অবসরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া রাজাকে বলিলেন:—"সুবর্ণ-বণিকেরা সর্ব্বদা বলিয়া বেড়ায় যে তাহারা জাতিতে ও কুলেতে সকল বর্ণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে মনুজেশ্বর! সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ যে আমরা, আমাদিগকেও দাসীবংশজ বলিয়া উপহাস করে। হে দেব! সুবর্ণ-বণিকেরা দেখিতে সুপুরুষ। তাহার উপর তাহাদের গলায় যজ্ঞোপবীত থাকায় ব্রাহ্মণেরা ভুলিয়া নমস্কার করিয়া থাকে। অতএব হে রাজন্! এমন করিয়া তাহাদের ধর্ম্ম বিনষ্ট করা উচিত যেন সৎকুলোৎপন্ন ব্রাহ্মণ যে আমরা, আমাদের নিকট কোনরূপ স্পর্দ্ধা করিতে না পারে। ব্রহ্মক্ষত্র কুলোৎপন্ন যে আপনি, আপনাকেও অবজ্ঞা

করিয়া তাহারা যে কথা বলে তাহা এস্থানে বলা অনাবশ্যক। হে রাজন্! আমরা বলি, তাহাদিগকে যজ্ঞসূত্র বিহীন করুন। তাহা হইলে তাহাদের ধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে ও তাহারা পতিত হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।" এই কথা বলিয়া সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণ বিরত হইলে রাজা বল্লাল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং বণিকগণ তখনও ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় নাই জানিয়া তাহাদের সকলকে যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। অপিচ কর্ম্মচারিগণকে আদেশ দিলেন "দেখ, আমার রাজ্যের যাবতীয় বণিক্ যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করুক। যে তাহা না করিবে তাহাকে আমি বিশেষরূপে শাস্তি প্রদান করিব।"

রাজভৃত্যগণ নগরে নগরে চত্বরে চত্বরে ও বীথিতে বীথিতে ঢোল বাজাইয়া রাজাজ্ঞা ঘোষণা করিতে লাগিল। যে সকল বৈশ্য ধর্ম্মভীরু, তাহারা রাজাজ্ঞাকে অবমান করিয়া ধন সম্পত্তি ও পরিবারসহ পলায়ন করিল। কেহ অযোধ্যায়, কেহ মুদ্গগিরিতে, কেহ চন্দ্রমাযুতে, কেহ পাটলীপুত্রে, কেহ তাম্রলিপ্তীতে, কেহ উদয়পুরে, কেহ মানগড়ে, কেহ বিনীতপুরে, কেহ বা শিঙ্খলায় গমন করিল। যাহারা তাহা করিতে পারিল না তাহারা রাজদণ্ড ভয়ে তাহাদের সুবর্ণ নির্ম্মিত অথবা সামান্য সূত্রের যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিল। তাহার

পর বল্লাল বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ব্রাহ্মণদিগের ও ক্ষত্রিয়দিগের কুলবিশৃঙ্খলা দৃষ্টে বীজ মাহাত্ম্য অনুসারে তাহাদিগকে পুনঃ সংস্কৃত করত তাহাদিগের ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব সুদৃঢ় করিয়া দিলেন।

শ্রীআনন্দভট্টপ্রোক্ত বল্লাল-চরিতের উত্তর খণ্ডে শরণ দত্তকৃত বল্লাল-চরিতে জাতিগণের উন্নতি ও অবনতি নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

পৃথুতুল্য পরাক্রমশালী রাজা বল্লাল গৌড় নগরে থাকিয়া প্রদ্যুম্নেশ্বর মহাদেবের মন্দির নিকটে পূর্ব্বে এক উত্তম মঠ প্রস্তুত করিয়া প্রকৃত অর্হৎদিগের বড়ই উপকার করিয়াছিলেন। সেই মনোহর মঠ পাকা ইষ্টক নির্ম্মিত। চিত্রশিলাতলে, শয়নাসনে, চিত্রশালাতে, সুদৃঢ় স্তম্ভেতে, গ্রন্থ রাখিবার জন্য সুন্দর নাগদন্তে, বিবিধ ফল পুষ্পে দোদুল্যমান বৃক্ষরাজি পরিশোভিত উদ্যানে, নির্ম্মল সুস্বাদু পানীয় বারিপূর্ণ জলাশয়ে, মনোহর দ্বারে সুন্দর বাতায়নে নানাবিধ উপকরণে পরিশোভিত চূণকাম করা সাদা ধপ্ধপে ও খাদ্য দ্রব্যে পূর্ণ, ব্যাখ্যা, ধ্যান, হোম ও পাঠ করি-

বার উপযুক্ত গৃহে, যতি ও পথিকগণের থাকিবার স্থানে ও গুপ্তগৃহে পরম রমণীয় হইয়াছিল। রাজা বিধিপূর্ব্বক উদ্দেশে সেই সকল যোগীবর সিংহগিরিকে দান করিয়াছিলেন। তথায় যাঁহারা বাস করিবেন তাঁহাদের কৌপীন, ইন্ধন ও বস্ত্রাদি প্রাপ্তির জন্য শ্রদ্ধাসহকারে রাজা যথেষ্ট ভূমি দান করিয়াছিলেন। সর্ব্ববিধ গুণসম্পন্ন শুদ্ধবুদ্ধি ভূপশ্রেষ্ঠ বল্লাল গৌতম গোত্রীয় অনন্ত শর্ম্মাকে সুবর্ণভুক্তিপ্রদেশ অন্তর্গত কাসারক নামক গ্রাম কর্ষণ ও বর্দ্ধনের জন্য তাম্রফলকে লিখিয়া দান করিয়াছিলেন। ভক্ষ্য ভোজ্য ধান্যাদি সমন্বিত দাস, দাসী, সর্ব্বোপকরণ সহ, সুধাধবলিত কপাট, অর্গলযুক্ত প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ পথসমন্বিত গবাক্ষাদি শোভিত বিস্তর ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে বিস্তর দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণকে বাস করাইয়াছিলেন। তিনি নিত্য ও নৈমিত্তিক নানাবিধ দান করিতেন। তন্মধ্যে স্বর্ণ দান, রৌপ্য দান ও গো দান ছিল। ভব সেনের পুত্রের জন্ম মহোৎসব উপলক্ষে রাজা ব্রাহ্মণদিগকে ধনী করিয়া দিয়াছিলেন।

এইরূপে পানোপভোগকারী ও সৎপাত্রে দানকারী রাজার সকল সময়ই সমান ভাবে সুখে কাটিয়া গিয়াছিল। এ সংসারে তাঁহার সদৃশ আর কি লোক জন্মাইবে? যে ধনী হইয়া সুখদ ভোগ সকল সম্ভোগ করে না ও

কাহাকেও কিছু দান করে না, সে ইহলোকে কঠোর ও ঘোর ও পরলোকে অসহ্য দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

আনন্দভট্টপ্রোক্ত বল্লাল-চরিতের উত্তর খণ্ডে দান ধর্ম্মানুষ্ঠান নামক চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ওঁ নমঃ শিবায়।

হে দেবদেব! তুমি আদিত্যের ন্যায় উজ্জ্বল। তুমি অন্ধকার হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। তুমি হিরণ্যগর্ভ, তুমি জগতের অন্তরাত্মা। তোমা হইতেই সেই পুরাতন পুরুষ জন্মিয়াছেন। তোমা হইতেই বেদের উৎপত্তি। অতএব তোমার জয় হোক! জগতের প্রসূতি তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। তুমিই জগতের পরমাণুভূত। তুমিই সকলের একমাত্র অনুভবকারী। তুমি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, মহৎ হইতে মহোত্তর। অতএব হে আনন্দস্বরূপ! হে দেব! হে মঙ্গলময়! তোমার জয় হউক। হে দেব! তুমিই বিষ্ণু, তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই রুদ্র ও ভগবান মহেশ্বর। তুমি আকাশ, তুমি ব্রহ্ম, তুমি শূন্য। তুমি সগুণ, তুমি নির্গুণ। তুমি চিন্মাত্ররূপ, তুমি সর্ব্ব, তোমার জয়

হউক। এক তুমিই রুদ্র, তুমি বিশ্বকর্ত্তা। তুমিই এই অখিল বিশ্বকে পালন করিতেছ। হে দেবদেব! তোমাকে প্রণাম। তোমার জয় হউক। হে বিশ্বনাথ! তুমি অমৃতের ধারা সেচন করিয়া সুরনরের দুঃখ দূর কর। বেদ সকল তোমাকেই অনন্তস্বরূপ বলিয়া থাকেন। তোমার জয় হউক। তুমি জীবনমুক্তি ও নির্ব্বাণমুক্তি প্রদান কর। তুমি মঙ্গলময়। তুমি মহামুনি, তুমি পবিত্র, তুমি পরব্রহ্ম জগদ্‌গুরু, তুমি স্বয়ম্ভু, তোমাকে প্রণাম। হে লোকনাথ! তোমার জয় হউক। হে দেব! তুমি ত্রাতা। তুমি জ্যোতির্ম্ময়। তুমি একমাত্র আশ্রয়। তুমিই এ সংসারের প্রভু। তুমি পীড়া-নির্ণায়ক, তুমি বৈদ্যোত্তম। তুমি শরণ্য, তুমি চিকিৎ-সক। তোমার জয় হউক। তোমাকে প্রণাম। তুমি অমল, তুমি বিমল। তুমি রজতগিরি সদৃশ শুভ্র। তুমি ভবপারকারী, তুমি জগদর্থসাধক। এই পাঁচ প্রকারে তুমি মুক্তিপ্রদ ও জ্ঞানপ্রদ, অতএব হে দেব! ত্রিনয়ন, তোমাকে প্রণাম! তোমার জয় হউক। হে দেব তোমার সহস্র পদ, সহস্র চক্ষু, সহস্র মস্তক ও সহস্র বাহু। তুমি পর হইতে পরতর। তুমি ব্রহ্মেরও অতীত; অতএব হে শম্ভো! হে পিনাকিন্! তোমাকে প্রণাম! তোমার জয় হউক। হে উমাপতে! তুমি উগ্র, তুমি সংসারের কারণ, তুমি সর্ব্ব। তুমি হর, তুমি কাল, তুমি

মূর্ত্তিমান জ্যোতি, তুমি প্রভাকর। হে দেব! তুমি সর্ব্বাত্মা; তোমাকে নমস্কার।

আনন্দ ভট্টপ্রোক্ত বল্লালচরিতের উত্তর খণ্ডে কালী নন্দী বিরচিত জয়মঙ্গল গাথাকীর্ত্তন নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

সেই পূর্ব্ব নির্ব্বাসিত ধর্ম্মগিরি স্বীয় দলবল সহ একান্ত বৃত্তিহীন হইয়া দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। রাজাদেশে তাঁহার যে অপমান ও যে উৎপীড়ন হইয়াছিল সেই অপমান ও আপনার সেই অধিকার বিচ্যুতির বিষয় স্মরণ করিয়া কোথাও শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। এই ভাবে কয়েক বৎসর অতীত হইলে পর শত্রুতার প্রতিশোধ লইবার বাসনায় তিনি স্বগণসহ বায়াদুম্ব নামক ম্লেচ্ছেশ্বর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। বল্লালের বিপুল ধনরত্ন ও রাজ্যাধিকারের কথা শ্রুত হইয়া সেই ম্লেচ্ছরাজ সসৈন্যে রাত্রিযোগে বিক্রমপুর আক্রমণ করিয়াছিলেন।

স্বীয় সৈন্য মধ্যে সেই ধূম্রবর্ণ ধনুর্দ্ধারী বায়াদুম্ব ইন্দ্রধনুযুক্ত মেঘের ন্যায় গর্জ্জন ও লম্ফ ঝম্প করিয়াছিলেন।

তাহার সৈন্য সকল সাগরের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিল। তাহা-দের কুদ্দাল ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্র জল জন্তুর ন্যায় এবং তাহাদের লম্ফ দান শব্দ সাগর তরঙ্গের তুমুল শব্দ সম বোধ হইয়াছিল। আর তাহাদিগের অট্ট হাস্য জলরাশির ক্রীড়ার ন্যায় শোভা পাইয়াছিল। পাঁচ হাজার ম্লেচ্ছ সৈন্যের পদাঘাতে পৃথিবী কম্পিত এবং তাহাদের অহঙ্কারে দিঙ্‌মণ্ডলকে মুখরিত ও নৃত্যশীল করিয়াছিল। অনন্তর অন্তঃপুরস্থিত ও ভোগসুখ নিরত এবং তজ্জন্য এই সমস্ত ব্যাপার অবিদিত রাজা বল্লাল বহুক্ষণ পরে তৎসমস্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তখন প্রাতঃকালে সেই বিশাল শব্দ শুনিতে পাইয়া কান্তাভুজলতা পরিত্যাগ করিয়া তিনি অসিলতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় নগরীর সেই পুরাতন পরিখা এবং অট যন্ত্রের অভাব মনে করিয়া আপনার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়াছিলেন। রাজাকে যুদ্ধ যাত্রায় উদ্যত দেখিয়া শীলাদেবী, পদ্মাক্ষী, সুভগা, হেম-মালিকা, চণ্ডেলী ও সোনদেবী প্রভৃতি যাবতীয় রাজমহিষী বাষ্পাকুললোচনে বলিয়াছিলেন ঃ—

"হে নাথ! এ যুদ্ধে যেন আপনার কোন অমঙ্গল না হয়। কিন্তু যদি কোন ভদ্রাভদ্র ঘটে তবে আমরা এই কয়েক জন অবলা অনাথা হইয়া তখন কি করিব তাহা আমাদিগকে বলুন।" মহিষীদের এই কথা শুনিয়া রাজাও বাষ্পাকুললোচনে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে আলিঙ্গন

ও তাহাদের মুখচুম্বন করিয়া তাহাদের মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন ঃ—"হে প্রেয়সীগণ! আমি যুদ্ধক্ষেত্রে দুইটি পারাবত সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি। সম্বাদবাহকের ন্যায় এই পক্ষীদ্বয় এই অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিলে জানিবে যে সমরে আমাদিগের পরাজয় হইয়াছে। তখন যবনদিগের হাত হইতে তোমাদিগের সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য আমার আজ্ঞায় আমার ভৃত্যেরা তোমাদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করিয়া দিবে।" এই বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়া রাজা তাহাদিগকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন।

যুদ্ধার্থগমনশীল রাজার সেনা বিবিধ অস্ত্রধারী, গজারোহী, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিক দ্বারা শোভা পাইতেছিল। অনন্তর ম্লেচ্ছক্ষয়কারী এক তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল এবং তাহাতে হত ও আহত যোদ্ধাগণের শোণিতে ধরণী প্লাবিত হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে যেরূপ আবদ্ধ করিয়াছিলেন রাজা বল্লাল বিনষ্টসৈন্য মহাবল জজ বায়াদুম্বকে সেইরূপ এই যুদ্ধে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। বাসব যেমন নমুচির মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন তদ্রূপ ক্ষিপ্রহস্ত বল্লাল অতি বেগ ও বিক্রম সহকারে বায়াদুম্বের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। যে সময়ে জয়লক্ষ্মী বরমাল্য হস্তে রাজা বল্লালকে বরণ করিয়াছিলেন আর পাশ হস্তে যম কিঙ্করেরা দুম্বকে বাঁধিয়া লইয়াছিলেন,

দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সময় বল্লালের পারাবতদ্বয় আপনা আপনি (অথবা কেহ পিঞ্জর খুলিয়া দেওয়ায়) সমরক্ষেত্র হইতে উড়িয়া আসিয়া বল্লালের নগরীতে উপস্থিত হইয়াছিল। যমদূতের ন্যায় পক্ষীদ্বয়কে আসিতে দেখিয়া রাজমহিষীগণ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়াছিলেন।

ইতি বল্লাল-চরিতে শ্রীমদানন্দ ভট্টকৃত অবশিষ্ট বল্লাল-চরিতের ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

যুদ্ধক্ষেত্রে রাজা বল্লাল দেখিলেন যে পিঞ্জরে পারাবত দ্বয় নাই। তখন অত্যন্ত অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া সত্বর তথা হইতে নগরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু দূর হইতেই অগ্নিশিখা দেখিতে পাইয়া ব্যাকুলচিত্তে সর্ব্বনাশ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য নিজ ভবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তথায় পত্নীগণকে অর্দ্ধ দগ্ধ দেখিয়া একেবারে পাগল হইয়া উঠিয়াছিলেন। অনেক লোক অনেক যত্ন-সহকারে তাঁহাকে বারণ করিলেও তিনি সেই জলন্ত বহ্নি-কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়াছিলেন।

মহাভাগ্যবান রাজা বল্লাল তাঁহার রাজ্যাভিষেকের সময় হইতে চল্লিশ বৎসর দুমাস অতীত হইলে পাঁয়ষট্টি

বৎসর বয়সে অর্থাৎ এক হাজার আটাশ শকাব্দে স্বীয় পত্নীগণসহ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

এ সম্বন্ধে পরম্পরাগত একটি প্রবাদ শুনা যায়ঃ—শৌর্য্যশালী পিতার সহিত তিনি যুদ্ধে গিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধ যাত্রায় মিথিলাস্থিত কোন এক ব্রতধারী যোগীকে তিনি বেগে লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্বের পদাঘাতে সেই যোগী আহত হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন "তুই পত্নীগণ সহিত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া মরিবি।" সেই ব্রহ্মশাপ স্মরণ করিয়া রাজা জয়লাভ করিলেও আপনার মৃত্যুকাল উপস্থিত ইহা মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন। সেই জন্যই বিহ্বল হইয়া অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন।

ব্রহ্মশাপ ব্যতীত কখনও ঈদৃশ বিপদ ঘটিতে পারে না। রাজা অগ্রেই স্ত্রী সহ ব্রহ্মদণ্ডে হত হইয়াছিলেন। কপোতদ্বয়ের প্রত্যাগমন ও রাজার শোক তাহার মুখ্য হেতু নহে। "হে রাজন্ তুমি ইহা জানিলে। আপনার মঙ্গল হউক।" এই সুজলা সুন্দর দীর্ঘিকা কীর্ত্তিমাত্রাবশিষ্ট রাজা বল্লালের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

কালবশে গোভোজী পাষণ্ডেরা বল্লালের আর আর কীর্ত্তি বিনষ্ট করিয়াছে, কেবল এই একমাত্র কীর্ত্তিতে তিনি যেন বিদ্যমান রহিয়াছেন। হায়! হায়! সে রাজ-

বংশ এখন কোথায়? ব্যাসের মুখপদ্ম বিনিঃসৃত বাক্যা-বলীযুক্ত এই বল্লাল-চরিত কবি আনন্দভট্ট কর্ত্তৃক যত্ন সহ-কারে সংগৃহীত হইল। নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় ইহা সাধুদিগের হৃদয়রূপ কুমুদিনীকে বিকশিত করিতে থাকুক। ভট্টপাদ যাহা বলিয়াছেন, অন্যান্য পণ্ডিতেরাও যাহা যাহা বলিয়াছেন, সেই সমস্তই এই বল্লাল-চরিতে বিশদরূপে দেওয়া হইয়াছে। ভট্টপাদের কথানুসারে এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে সুভৌম পৃথিবীকে ব্রাহ্মণশূন্য করিয়া-ছিলেন। আমার বিবেচনায় ভট্টপাদ এই কথাটি রাজা-দেশে পরিহাসচ্ছলেই বলিয়াছেন অথবা ব্যাসপুরাণের এই অংশটুকু নিরর্থক। কেননা মহামুনি ব্যাস তাঁহার মহাভারতে নিজেই বলিয়াছেন যে পূর্ব্বকালে ভার্গব পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে সমুৎপন্ন ছেত্রী, রাজপুত্র (রোজ্‌পুত) বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আর সুবর্ণবণিকেরা অনু-পনয়ন জন্য ব্রাত্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। গোপ, মালী, তাম্বলী, কাঁসারি, তন্তুবায়, শঙ্খবণিক্‌, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, ও নাপিত, ইহাদের নবশায়ক বলে। তেলি, গন্ধবণিক্‌, ও বৈদ্য ইহারা সৎশূদ্র। সকল সৎশূদ্রের মধ্যে কায়স্থই সর্ব্বোত্তম। বিষ্ণুপাদোদ্ভবা যে গঙ্গা ত্রিভুবনকে পবিত্র করিতেছেন হে মহারাজ! তাঁহার সহজ বংশজাত আপনি শতবর্ষ জীবিত থাকুন। এ সংসারে যাহাই প্রিয়তম,

যাহা তে মন প্রফুল্ল হয়, তৎসমুদয়ই বিষ্ণুর উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে দান করুন।

নবদ্বীপাধিপতি শ্রীমান্ বুদ্ধিমন্ত নামে সদ্বুদ্ধি রাজ. সভাসীন হইলে তাঁহার সম্মুখে পাঠ করিয়া চৌদ্দশত বত্রিশ শকাব্দে পৌষের শুক্ল দ্বিতীয়ায় তাঁহারই জন্ম দিনে আমি পণ্ডিতকুল বিধাতা বিদ্বান্ আনন্দভট্ট পরম-শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া আমার এই বল্লাল-চরিত তাঁহাকেই দান করিলাম। এই মঙ্গলকর বল্লাল-চরিত যাহার গৃহে থাকিবে তিনি ইহকালে পুণ্য ও পরকালে পরমাগতি লাভ করিবেন।

ইতি দাক্ষিণাত্য দ্রাবিড় শ্রীমদনন্ত ভট্ট বংশোদ্ভব শ্রীমদানন্দ ভট্ট মহামহোপাধ্যায়কৃত বল্লাল-চরিতের পরিশিষ্ট সমাপ্ত।